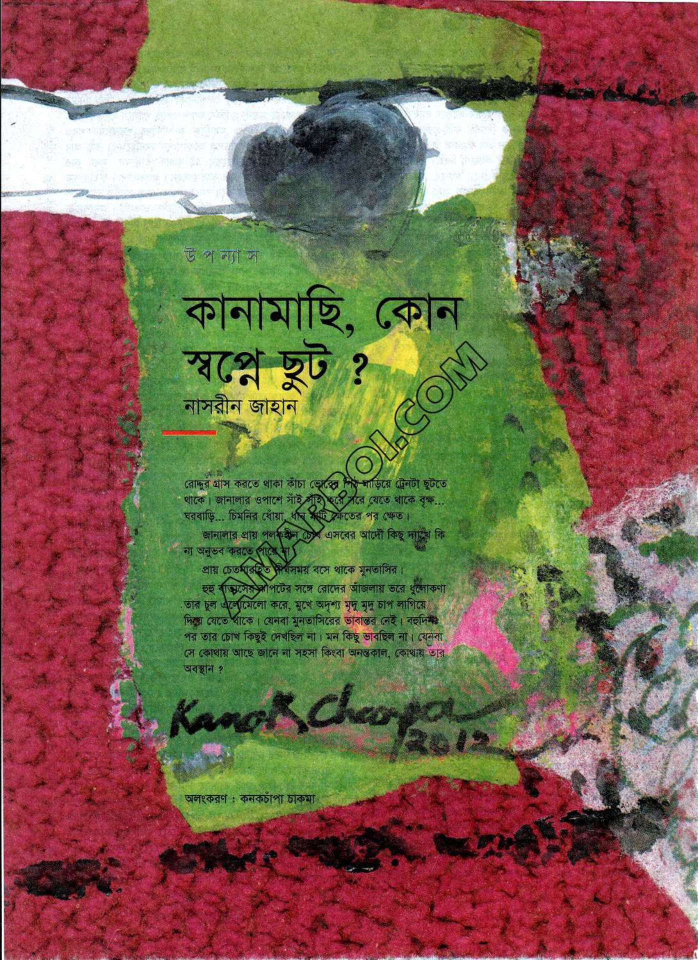

উপন্যাস

কানামাছি, কোন স্বপ্নে ছুট ?

নাসরীন জাহান

রোদ্দুর গ্রাস করতে থাকা কাঁচা ভোরের পিঠ মাড়িয়ে ট্রেনটা ছুটতে থাকে। জানালার ওপাশে সাঁই সাঁই করে সরে যেতে থাকে বৃক্ষ... ঘরবাড়ি... চিমনির ধোঁয়া, ধান মাটি ক্ষেতের পর ক্ষেত।

জানালার প্রায় পলকহীন চোখ এসবের আদৌ কিছু দ্যাখে কি না অনুভব করতে পারে না।

প্রায় চেতনারহিত দীর্ঘসময় বসে থাকে মুনতাসির।

হুহু বাতাসের দাপটের সঙ্গে রোদের আঁজলায় ভরে ধুলোকণা তার চুল এলোমেলো করে, মুখে অদৃশ্য মৃদু মৃদু চাপ লাগিয়ে দিয়ে যেতে থাকে। যেনবা মুনতাসিরের ভাবান্তর নেই। বহুদিন পর তার চোখ কিছুই দেখছিল না। মন কিছু ভাবছিল না। যেনবা সে কোথায় আছে জানে না সহসা কিংবা অনন্তকাল, কোথায় তার অবস্থান ?

অলংকরণ : কনকচাঁপা চাকমা

চেকারের কয়েকটা ধমক ডাকে সে চেতনারহিত অবস্থার রশ্মি গলিয়ে বেরোতে চায়। দেখতে অভিজাত কিন্তু উদ্‌ভ্রান্ত বিমূঢ় বোদাই মুখ হয়ে যাওয়া মুনতাসিরের দিকে তাকিয়ে কিছুটা থমকে ফের গলা চড়ায় টিকিট চেকার।

এতে ওপাশের সিটে বসে ঢুলতে থাকা বুড়ো লোকটির ঘুম ভেঙে যায়। হতবিহ্বল চোখ বিচ্ছুরিত হয় পুরো কামরায়... কেউ বাচ্চা কোলে, কেউ পেপার হাতে কেউ গলায় পানি ঢালতে ঢালতে আচমকা থেমে মুনতাসিরের দিকে তাকায়।

নিজের অজান্তেই পকেট হাতড়ে মুনতাসির অস্ফুট কণ্ঠে বলে... টিকিট কাটতে মনে ছিল না।

কাছাকাছি জায়গায় হাসির হুল্লোড় উঠে... বুড়ো লোকটি গলা বাড়িয়ে এগিয়ে আসে... চক্ষু নয়, যেন অণুবীক্ষণ যন্ত্র... এমনভাবে মুনতাসিরের ওপর ফেলে বলতে থাকে... তুমি... তুমি... ?

বিভ্রান্তের ঘোর কেটে চোখে আলো ঝলসে উঠে মুনতাসিরের, রঘু কাকা ? আপনি ?

এরকমই পুরনো পরিচয় মিলন মানুষের গুঞ্জরণের মধ্যেই ফাইন দিয়ে-টিয়ে মুনতাসির টিটিমুক্ত হয়ে হাঁপ ছাড়ে।

দুজন বহুকাল পর দেখা হওয়া মানুষের পুনর্মিলনকে ঘনীভূত হতে দিতে ভদ্রতা করে পাশে বসা ছেলেটি সিট পাল্টাপাল্টি করে নেয়।

অতি শৈশবে জীবনের বড়ো ক্রান্তিলগ্নে রঘু কাকা তাকে আঙুল ধরে টেনে তুলেছিল।

জীবনের প্রথম মুনতাসিরের জীবনে স্বপ্ন আর বাস্তবতা গুলিয়ে ফেলার ব্যারামোর শুরু যেদিন থেকে... তুমি কই যাইতাছ বাবা ?

বুড়োর ফ্যাসফ্যাসে কণ্ঠ ছাপিয়ে আচমকা এতকাল পর তার দর্শনে ভেতরে কেমন যেন এক হিমকাঁপুনি শুরু হয় মুনতাসিরের। সে ঠায় চোখে বৃদ্ধের সেই তেজদীপ্ত চোখ শক্ত চোয়ালের বিবর্তনহীনতার মধ্য দিয়ে ফের নিজের সত্তা সম্পর্কে বিস্মৃত হতে থাকে... প্রচণ্ড ঝড়... বিশাল প্রাসাদে ঝাড়বাতি দুলছে... আলো-আঁধারির মধ্যে দেয়ালে মূর্তির মতো ঠেস দিয়ে থাকা মুনতাসিরের উপস্থিতি ভুলে একজন নারীর মুখ চেপে তার গোঙানি দাবিয়ে একজন পুরুষ তার ওপর... যেন কাট কাট দৃশ্য, কিন্তু পরে সেই বিক্ষিপ্ত আলোতেই সিলিং ফ্যানে ঝুলছে... ও কে ?

সেই অতি শৈশবের ভয় নিয়েই জীবনের আরেক চূড়ান্ত পায়ের তলায় মৃত্তিকাহীন... বুকে বিষাক্ত ত্রিশূলের ক্ষতময় অবস্থায় রঘু কাকার হাত আঁকড়ে ধরে।

রঘু কাকার চোখে আতঙ্ক ভর করে, কী হইছে ছোটবাবু ? আপনি এই ট্রেনে কইরা... ? বাড়িতে সব ঠিক আছে তো ? শুকনো জিভে ঠোঁট ঘষে মুনতাসির... পেছনের কিছু ভাবতেই মাথা ভার হয়ে আসছে... ভেতরের অস্থিটস্থির মধ্যে যেন পিঁপড়ে সাঁতরাতে শুরু করেছে।

নিজেকে বিন্যস্ত করে রঘু কাকা ফের তার পুরনো স্বভাবে ফিরে যায়, পিঠ চাপড়ে বলে, ঠিক আছে, কিচ্ছু বলতে হবে না... কিছু খাওয়া হয় নি বুঝতেছি, সামনে স্টেশনে ট্রেন থামব, তখন কিছু কিনা যাইব...।

মানুষটিকে পেয়ে ভোর থেকে চলা সমস্ত ধূম্রকুণ্ডলির ঝড়ে কখনো যুদ্ধরত কখনো অসহায় কখনো ক্লান্ত আর সবশেষে প্রকৃতির ওপর নিজেকে ভাসিয়ে চলনরত মুনতাসির ক্রমশ একটা স্বাভাবিক স্বরূপে বিন্যস্ত হওয়ার অবকাশ পেতে থাকে। গলায় আটকে থাকা দম ছাড়তে ছাড়তে বিড়বিড় করে... সবই আমার ভ্রম... কিচ্ছু হয় নি...সব ঠিক আছে... স্বাভাবিক আছে।

ট্রেন থামলে পাউরুটি কলার সঙ্গে ডাব আসে। স্ট্র-তে চুমুক দিয়ে পরানে এমন আরাম হয়... কানের কাছে যখন রঘু কাকার প্রশ্ন ভেসে আসে, তা বাবা যাইতাছ কই ?

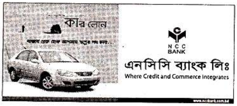
কার লোন
NCC BANK
এনসিসি ব্যাংক লিঃ
Where Credit and Commerce Integrates
www.nccbank.com.bd

কেন ? আপনার বাড়ি! বলেই পুরো ডাবের জল একটানে খেয়ে একটি বড় নিঃশ্বাস নিয়ে চারপাশে তাকিয়ে তার বুক হিম হয়ে আসে। ট্রেন চলতে শুরু করেছে, রঘু কাকা কই ? পাশে বসা ছেলেটি সদ্য কেনা সিনেম্যাগাজিন পড়ছে। অপর পাশে একটি বুড়ো একটু ঝাড়া দিয়ে ফের ঝিমুচ্ছে। রঘু কাকা তাকে ফেলে কেটে পড়েছেন ?

ধড়াস করে উঠে বুক... ভয়ে নয়, বিস্ময়কর বেদনায়, না...এ রঘু কাকা করতেই পারেন না।

সে পাশে বসা ছেলেটিকে উদগ্রীব হয়ে ধাক্কা দেয়। আপনি না এই জায়গা ছেড়ে দিলেন ? আবার এসে বসেছেন ? প্লিজ বলবেন আমার পাশে বসা বুড়ো মতোন যে ভদ্রলোক ছিলেন তিনি কোথায় গেছেন ?

ম্যাগাজিন ফেলে এইবার ছেলেটি তাজ্জব হয়ে মুনতাসিরের দিকে টাসটাস তাকায়, আরে মিয়া, আপনার পাশে তো আমিই বইসা আছি। এতক্ষণ না হয় ঝিমাইতাছিলেন, এখন জাইগ্যা স্বপ্ন দেখতাছেন ? মাথা ঠিক আছে ?

ভেতরে প্রলয় ঝড়ের উল্টিপাল্টি শুরু হয়, নিজেকে চিমটি কেটে অসহায়ের মতো ফের মুখোমুখি হয় ছেলেটির, দেখুন আপনার কোথাও ভুল হচ্ছে, ওই যে টিকিট চেকার এলেন, একজন ভদ্রলোক সব মিটমাট করলেন, আমার জন্য পাউরুটি কলা ডাব কিনলেন...।

ওইসব তো আমি আর ওই বুড়া চাচা কইয়া ঠিক করলাম... জরিমানা আপনেই দিলেন। আর এইসব খাবার তো আপনি নিজেই কিইনা আনলেন... বলতে বলতে ছেলেটি কিছুটা শঙ্কা কিছুটা অস্থির চোখ নিয়ে তাকায় মুনতাসিরের দিকে, আপনি বাইরে নামার পর কেউ আপনারে কিছু খাওয়ায় নাই তো ? মানে আপনি কারও কাছ থাইক্যা কিছু...। না... না...। নিজেকে ধাতস্থ করতে করতে ছেলেটির কাছ থেকে নিজের অবয়ব আড়াল করতেই সে আরও অনেকটা ঘুরে এক পা আরেক পায়ে উঠিয়ে সরাসরি জানালামুখী বসে।

চিন্তা ভাবনার সব কাঠামো ফের ভেঙে পড়ছে... ভোরের রক্তাক্ত তাণ্ডব থেকে যা এখন অবদি হয় নি, বুকের জমিনে ভুঁই ফোঁড়ে নরম চর উঠছে...আর হুহু কান্নার বৃষ্টিতে তা ভিজে যেতে চাইছে, এরা সবাই তাকে পাগল ভেবে সিরিয়াস ঠাট্টায় মেতেছে। এরা তো পর, এদের নিয়ে তার কী মাথাব্যথা ? রঘু কাকা তাকে এড়াতে ভেগে পড়ল ?

মুনতাসিরের অনন্ত অঙ্গনে কালো কুয়াশার বিচ্ছুরিত ধোঁয়ার ধিক্কার ওঠে, তুমি পাপী, তোমার এমনই শাস্তি প্রাপ্য।

ফের সেই আত্মার চরের ওপর পড়তে থাকে ঝাঁক ঝাঁক কংক্রিট... অন্ধকারের কাতরতার ধূসর ব্যাপক, এক ফুঁ-এ সরিয়ে তীব্র কঠিন সত্তা উল্লসিত কণ্ঠে বলে, আমি পাপীকে শাস্তি দিয়েছি। এ কেন আমার পাপ হবে ? এ আমার অধিকার। কী কারণে যে স্টেশনবিহীন একটা অঞ্চলে ট্রেন থামাল মুনতাসির জানে না... সে জানালা দিয়ে ঠায় চোখে দেখে ঠা ঠা রোদের আগুনে পুড়ে কৃষকেরা ধান কাটছে। এরপরেই একটি দৃশ্যে চোখ গেঁথে যায়, কিছু দূরেই একটি গাছের নিচে ভাত খেয়ে এক ছেলে কৃষক তার কিশোরী বউয়ের নতুন শাড়িতে মুখ মুছছে আর বউটি কী কারণে যেন খিলখিল করে হাসছে।

প্রাণে পেরেক গেঁথে কেউ যেন ওই মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকা অবস্থায়ই তার কণ্ঠে অস্ফুটে উচ্চারণ করায়, এই জায়গা...?

হাঁসফাঁস করে সে কিছুদূর দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখে ক্ষেতের ওপারে দীর্ঘ লম্বা একটা লাল মাটির পথ চলে গেছে... দুপাশে তালগাছের সারি... ভেতর বাহিরের ভূমণ্ডলে তীব্র কাঁপন উঠে... নিশ্চয়ই তার ওপারে বিশাল টলটলে দিঘি হবে...তার পরেই... কত কতবার শুনেছে সে রঘু কাকুর মুখে।

আচম্বিতে এই আবিষ্কার রঘু কাকাকে কেন্দ্র করে সব ক্ষোভ মুছিয়ে দেয়। ট্রেনে হুইসেল বাজতেই সে এক্কেবারে বকের পা

ফেলে ফেলে দরজার দিকে ছুটে যেতে থাকলে পেছনে পাশে বসা ছেলেটির কণ্ঠ শুনতে পায়, আরে করতাছেন কী, এইটা তো স্টেশন না।

ততক্ষণে সে লোহার সিঁড়ি গড়িয়ে ঝাঁপ দিয়েছে ক্ষেতে। কাটা আধকাটা ধানের তীক্ষ্ণ খোঁচা তার প্যান্টের কাপড় পেরিয়ে হাঁটুতে জ্বালা ধরাতে থাকলে সে দাঁড়ায়। ট্রেন চলে যাওয়ায় নিজেকে সে আবিষ্কার করে এক বিশাল ধানক্ষেতের প্রান্তর ভূমিতে। নিজেকে ধাতস্থ করে ক্ষেতের আল ধরে হাঁটে সে। ট্রেনে থাকতে তার আচমকা মনে হয়েছিল, রঘু কাকাকে সে সন্দেহ করছে, এমনও তো হতে পারে মুনতাসিরের জন্য কিছু কিনতে গিয়ে রঘু কাকা স্টেশনে রয়ে গেছে। ট্রেন ছেড়ে গেছে সে টেরই পায় নি ?

দুপুর বাতাসে ধানের ডগায় ঢেউ ওঠে আর তারই ফিসফিস কলরোলের মধ্যে শুনতে পায় একটি কণ্ঠ— কার বাড়ি যাইবেন ভাই ?

কৃষকরা কৌতূহলী হয়ে কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাকে দেখছে। কিন্তু ঝাঁঝাঁ রৌদ্র তার মাথাটার মধ্যে এমন ভ্যাপসা বিভ্রম জমাট করে, সহসা এর মধ্যে রঘু কাকার নামটা হারিয়ে যায়। যত স্মরণ করার চেষ্টা করে তত হারায়, ফলে সে এই লোকদের কাছে সাহায্য চেয়ে প্রায় সময়কার মতো বেকুব বা পাগল প্রতিপন্ন হওয়ার ভয়ে এদের এড়িয়ে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে লাল পথটার ওপর এসে ওঠে। ব্যথায় অবসন্নতায় পুরো দেহে টাটানি ধরে গেছে। সূর্য আচমকা মেঘের খপ্পরে পড়লে প্রকৃতিটায় যেন আরাম নেমে আসে। একটু জিরোনোর আশায় মুনতাসির খুঁজে খুঁজে তালগাছের ঘন সারির বড়ো পাতাগুলোর ছায়া আঁধারের নিচে বসে। বোর্ডিংয়ের শিশুদের কলরোল ভেসে আসে... পাগল পাগল!

চোখে জল উপচে এলে সে স্কুলের পেছনের একটি গাছের নিচে নিশ্চুপ বসে থাকত।

এই করে করে সে নিজেকে ধীরে ধীরে সবার কাছ থেকে একা করে নিয়েছিল।

রাজনীতিবিদ প্রচণ্ড ব্যস্ত বাবা এর মাঝেও প্রিন্সিপালের ডাকে এলেন, পাশে মাথা নিচু করে নিশ্চুপ বসেছিল মুনতাসির। মা তার হাত আঁকড়ে বসেছিলেন। প্রিন্সিপাল বলেন, আপনার ছেলে উদ্ভট সব ভাবনাকে-স্বপ্নকে সত্য বলে মনে করে, আপনারা জানেন এ বিষয়ে কিছু ?

বাবা বলেন, এটা ওর প্রবণতা। জন্ম থেকে একাকী ভাইবোনহীন থেকেছে, অলস সময় কাটিয়েছে, জানেনই তো অলস মস্তিষ্ক... এই জন্যই তো ওর মা'র হাজার বারণ সত্ত্বেও ওকে বোর্ডিংয়ে পাঠালাম।

আমার তো মনে হয় এটা ওর রোগ, ক'দিন আগে সে তার পায়ের কাছে সাপ জড়িয়ে আছে বলে রাতে পুরো তাণ্ডব লাগিয়ে দিল। মাঝে এক স্টুডেন্টের গার্জিয়ান ওর গাল টিপে দিয়েছিল। কিছু পরে সে ওই বাচ্চাকে বলল, তোর আব্বু যাওয়ার পথে এক্সিডেন্টে মারা গেছে... যা আসলে সত্য ছিল না। আর একদিন হোস্টেলের রান্নাঘরে আগুন ধরলে সবাই যখন চিৎকার করছে, সে সেদিকে না গিয়ে ড্রয়িং পেপারে আঁকিবুকি শুরু করল। আমি যখন তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলাম, সে বলল, সে স্বপ্নে দেখেছে এরকম আগুন লেগেছে... প্রথম প্রথম এটাকে ওর শয়তানি ভেবে অনেক পানিশম্যান্ট দিয়েছি কিন্তু এখন মনে হচ্ছে... আপনারা ওকে কোনো মানসিক ডাক্তার দেখিয়েছেন ?

হ্যাঁ। বাবা মাথা নাড়ায়, তারা বলেছে এটা ওর কোনো রোগ না... সবার সঙ্গে মিলেমিশে একটা ভালো পরিবেশে থাকলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

মা মুনতাসিরকে বুকে চেপে ধরেন, ফিসফিস করে বলেন, আমার সঙ্গে বাসায় যাবি ? আমি তোর বাবাকে বুঝাব। মুনতাসিরের চোখে ঘাই দিয়ে উঠে একটি লটকানো লাশ... ওই স্বপ্নে দেখা নারীটির সঙ্গে তার কী এত গভীর সম্পর্ক... ওই দৃশ্য চোখে ভাসলেই ওই বাড়িটিকে তার যমপুরী মনে হতে থাকে, তার বুকের ভেতর বিষাক্ত যন্ত্রণা ওঠে, আর তা এত জ্বলে যে ছটফট করে মুনতাসির মাকে বলে, না না আমি যাব না। আমি এখানেই থাকব।

দুপুর পেরুল বিকেল... বিকেল পেরুল সন্ধ্যার পড়ন্ত হাওয়ার মাথায় ব্যাগ রেখে তালগাছের নিচে এমন বেঘোরে ঘুমায় মুনতাসির যা সে এই জনমে কোনো রাজকীয় শয্যায়ও ঘুমায় নি।

জাগরণের পর অনুভব করে শরীরে টাটানি ধরে গেছে। বহুকষ্টে নিজের হাতপায়ের জট ছুটিয়ে কাপড়ে লাগা ধুলো ঘাম ঝাড়তে ঝাড়তে সে হাট ফেরত... মাথায় ধানের বস্তা ফেরত মানুষদের ফের তার দিকে তাকিয়ে যেতে থাকা কৌতূহলী চোখ দেখে। এর মধ্যে একজন একজন জাগরিত তাকে দাঁড়াতে দেখে জিজ্ঞেস করে, কার বাড়ি যাইবেন বাপজান ?

এইবার মাথার কুয়াশা সরে যাচ্ছে... মানুষের মুখটা ক্রমশ উদ্ভাসিত হলে সে বলে, রঘু কাকার বাড়িতে। এই পথের মাথায় একটা পুকুর আছে না ? তার ওই পাড়ে একটা ভাঙা ইটের বাড়ি ওইখানেই তিনি...। এইবার লোকটির বিস্ময়কর চোখ দেখে ফের কোনো ঠাট্টার বস্তুতে পরিণত হওয়ার ভয়ে সে ভীত হয়ে পড়তে থাকে।

সামনে পুস্কুনিও আছে... ভাঙা বাড়িও আছে— তা ওই বাড়িতে তো কেউ থাহে না। আর রঘু ? এই নামও তো আগে শুনি নাই ? আপনেরে ঠিকানা ক্যাডা দিছে ?

আপনি যান... বিড়বিড় করে মুনতাসির, আমি নিজেই খুঁজে নেব।

গ্রামের লোকটি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কিছু না বুঝে চলে যেতে যেতে বলে, জলদি জলদি ফিইরা যান এইহানে নামে কারেন্ট আছে... বাত্তি নাই... কিছুক্ষণ পরেই আন্ধার নাইমা আসব।

২

পলেস্তরা খসে পড়া বাড়িটার সামনে দাঁড়াতেই বুকের ভেতরটা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

কুচকুচে আঁধারে হালকা বৃষ্টির ঝাপটে বিদ্যুৎ চমকের মাঝখান দিয়ে বারবার দৃশ্যমান হচ্ছিল বাড়িটি কিছুদূর থেকেই।

সত্যিই রঘুদার বর্ণিত দিঘিটা তেপান্তরের মতো ছিল। এত দীর্ঘ দিঘি আর সান্ধ্য আলোতেও দৃশ্যমান এত স্বচ্ছ জলের ঢেউ মুনতাসির আগে কখনো দেখে নি।

দরজায় আঘাত করে।

নারী কণ্ঠ ভেসে আসে, কে ?

ভেজা গলায় বলে মুনতাসির, আমি। আমি।

কে ? বাবা ? বলতে বলতে ওপাশের দরজা খোলে কেউ। মুনতাসিরের ভেতর আনন্দ বিস্ময় কৌতূহলের কলরোল, কী আজব চক্রবাজিতে ট্রেনটা একটি অজানা জায়গায় থেমে জানালা দিয়ে রঘু কাকার বাড়ি যাওয়ার পথটা তাকে সন্তর্পণে দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল। হালকা ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি ঘোরে সামনে যেনবা কুয়াশার ধূম্রজাল সৃষ্টি হয়েছে যেটাকে ছাপিয়ে হারিকেন উত্তোলিত হয়, সিঁথিতে সিঁদুর পরা এক তরুণীর শ্যামলা মুখে এইবার ভয়, কে ? কে আপনি ? বলে সে দ্রুত দরজা বন্ধ করতে তৎপর হয়ে পড়ে।

আমি রঘু কাকার কাছে এসেছি।

তিনি বাড়িতে নেই।

আমি জানি... অস্থির কণ্ঠে বলে সে, তিনি স্টেশনে আটকা পড়েছিলেন, কোনো একটা ব্যবস্থা করে নিশ্চয়ই কিছুক্ষণ পর এসে পড়বেন, আমি ঢাকা থেকে এসেছি। আমার নাম মুনতাসির।

এইবার মেয়েটির চোখেমুখে প্রথমে স্বস্তি এবং পড়ে কৌতূহল ভর করে, সে ওই

জীবন সাজুক সমৃদ্ধির রঙে
N C C BANK
এনসিসি ব্যাংক লিঃ
Where Credit and Commerce Integrates
www.nccbank.com.bd

হারিকেনের আলোতেই গভীর আগ্রহে মুনতাসিরের মুখ দেখতে দেখতে যেনবা আচমকা সচকিত হয়, আমি বাবার মুখে আপনার কথা অনেক শুনেছি। আসেন, আপনি ভিতরে আসেন। বাবা তো এমপি সাহেবের ডিউটিতে আছেন। কহন, কবে আইব ঠিক নাই।

না... না তিনি তো স্টেশনে... বলে থেমে যায় মুনতাসির, নিজের নানারকম বিভ্রান্তির জালে পাক খেতে খেতে কম ভোগে নি সে, অনেক বছর যাবৎ যা সে করে আসছে, কেউ তার দেখা জানা বর্ণিত কোনো কথায় তাজ্জব প্রকাশ করলে বা প্রতিবাদ করলে বা পাগল বলে উড়িয়ে দিতে চাইলে যা সে করে, নিজের সত্য নিজের মধ্যে রেখেই চুপ মেরে যায়, তাই করে, মেয়েটাকে তাকে নিয়ে প্রথমেই বিভ্রান্ত করার কোনো অর্থ নেই, সে তো জানেই রঘু কাকা স্টেশনে নেমেছিলেন, যত রাতই হোক আসবেন, সে বলে, তার ফোন নম্বর আমার জানা নেই। শহর থেকে এসেছি, এখন এই রাতে কোথায় যাব ? আজ রাতটা দয়া করে থাকতে দিন।

আরে আরে এসব কী কইতাছেন ? মেয়েটি সচকিত হয়ে টেবিলের ওপর হারিকেনটা রাখে... চিমনির ভেতর ধাঁই ধাঁই করে জ্বলা আগুনের এক পশলা শিখা সমস্ত ঘরে এমন বিচিত্র আর বহুবর্ণ ছায়া ফেলে চুড়িতে ঝনঝন করা মেয়েটির ঘরের মধ্যে পাক খেয়ে খেয়ে গামছা হাতে তার সামনে এসে দাঁড়ানোর দৃশ্যটিকে তার পুরো ভ্রম আর স্বপ্নে ঘটছে বলে মনে হতে থাকে। নিজেকে চিমটি কেটে সে সেই বাস্তব বা স্বপ্ন যা-ই তার মনে হয় যেনবা হাত-পা ছেড়ে জলের ওপর নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়া, এইভাবে নিজেকে ছেড়ে দেয়।

বাড়িতে আর কেউ নেই ? গামছা দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে প্রশ্ন করে মুনতাসির, মেয়েটি পানির গ্লাস এগিয়ে দিতে দিতে বলে— না।

সিঁদুরের দিকে তীক্ষ্ণ চোখ রেখে ফের প্রশ্ন করে, আপনার স্বামী ?

বিদেশে থাকেন।

দেয়ালের কিছু মসৃণ জায়গায় রঙ লাগানো, কিছু পলেস্তরা উঠে যাওয়ায় শেওলার মতো ছোপ ছোপ ছড়ানো। এরই মাঝে দেয়ালের মাঝখানে শিবের ছবির কাঁধ ছাপিয়ে ফণা তোলা সাপটির দিকে ঠায় চেয়ে থাকতে থাকতে সে পারম্পর্যহীনভাবেই পুষ্পিতার মুখটি স্মরণ করে। তারই বুকে ফের ঘৃণা-ক্ষোভ-কষ্ট উল্লম্ফিত হতে হতে থিতিয়ে ক্রমশ ধেয়ে আসতে থাকে তার প্রেমজ তুমুল মমতায় ঢাকা অবয়ব, যা মুনতাসিরকে আহ্লাদিত করত, বিহ্বল শিহরিত করত। জীবনের প্রথম প্রেমের অনুভব কী, উপলব্ধি করা, আমূল ভালোবাসার ফেরে নিজেকে সমর্পণ করে ভয় কী, বেদনা কী, ভুলে গিয়েছিল মুনতাসির। মুনতাসির যখন স্বপ্ন আর বাস্তবতার বিভ্রমে ভুগত, পুষ্পিতা কখনো অবিশ্বাস করে বিস্ময় প্রকাশ করে মুনতাসিরকে বিব্রত করে নি। কিন্তু মুনতাসির সবচাইতে বিপাকে পড়ত পুষ্পিতার সঙ্গে দৈহিক মিলনের সময়, মস্তিষ্ক দেহ পুরো মন, কল্পনার কব্জায় চলে যাওয়ায় সে অন্য ছেলেদের মতো বাড়ন্ত বয়সে লিঙ্গের পরিবর্তন নিয়ে সেক্স সম্পর্কিত কোনো উপলব্ধির অভিজ্ঞতা নিজের মধ্যে উপলব্ধি করে নি। পুষ্পিতার স্পর্শে দেহে নতুন আগুনের উচ্ছ্বাস তাকে তুমুল তরঙ্গ দিত, এক বেহুঁশ বোধ থেকেই আচমকা নেতিয়ে পড়া শিশ্নটা টান দিয়ে দাঁড়িয়ে যখন পুষ্পিতার ভেতর যেতে শুরু করত, ক্রমশ ঠান্ডা হয়ে আসত তার দেহ, লিঙ্গটিকে তার মনে হতো সর্প, তার বিষ উগড়ে দিলে পুষ্পিতা মারা যাবে—ছিটকে সে নিজেকে সরিয়ে নিত।

কামকাতর পুষ্পিতা প্রথম দিকে ওই সময়টায় খুব কাঁদত, মুনতাসিরকে বলত মানসিক ডাক্তারের কাছে যেতে, কিন্তু আশৈশব বাবার দেওয়া ধারণায় মুনতাসির বলত, মনোডাক্তাররা ওষুধ দিয়ে মানুষকে পাগল করে ফেলে, আমি পাগল হতে চাই না সোনা... দেখো, আমি নিজে নিজেকে বোঝাব, ঠিক করব।

না, বাবা তাকে কোনোদিন নিয়ে যায় নি ডাক্তারের কাছে। বোর্ডিংয়ের টিচারকে তিনি মিথ্যা বলছিলেন। শৈশবে যখন সে ঘরের কোণে, ঠায় দাঁড়িয়ে দেখছিল তারই সত্তা থেকে ছিঁড়ে নিয়ে কোনো নারীকে সবাই সিলিং ফ্যানের রশিতে লটকাচ্ছে... বেহুঁশ হওয়ার পর নিজেকে রঘু কাকার কোলে আবিষ্কার করে যখন খুঁজছিল—আমার মা কোথায় ?

তখন দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল বাবা, মুনতাসিরকে পরীক্ষা করতেই যেন বলছিল, তোমার মাকে তুমি কোথায় রেখে এসেছ ?

নিকষ অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছিল সব, বিড়বিড় করে বলছিল, আমি জানি না, কে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে তা-ও জানি না। কিন্তু রঘু কাকার পাশে ঘুমিয়ে আমি স্বপ্নে দেখলাম কতগুলো লোক... একজন মহিলাকে... হেঁচকি দিয়ে কাঁদতে থাকলে তাকে থামায় বাবা, ঠিক আছে ঠিক আছে, বাজে স্বপ্ন নিয়ে তোমাকে আর ভাবতে হবে না। তখনই চার বছরের ছোট্ট মুনতাসিরকে থাবা দিয়ে বুকে নেয়, লক্ষ্মী জাদু আমার, আমি তোর মা, তুই আমাকে চিনতে পারছিস না ? কী হয়েছে তোর ? ওই টুকুন অবুঝ শিশু বুঝ-অবুঝের মাঝখানেই যেন সেদিন হয়েছিল সদ্য ভূমিষ্ঠ এবং বাড়ন্ত অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে চিনে নিতে শুরু করেছিল মা-বাবার অবয়ব। ওই বাড়িতে মা'র আদর সান্নিধ্যে একাকী সন্তান হিসেবে ভালোই যাচ্ছিল দিন, কিন্তু যত মাস বছর গড়ায় তত ওই বাড়িটির মধ্যে দেখা স্বপ্নদৃশ্য আরও ব্যাপক হয়ে ভীত করে তুলতে থাকলে বাবা তাকে এক ছোঁ-এ বোর্ডিংয়ে নিয়ে ফেলেন।

আশৈশব সে বাবার প্রভাব দাপট দেখেছে। শৈশবে মা'র কোলে বসে, বড় হয়ে কখনো একাকী, এরও পর পুষ্পিতা তার জীবনে এলে তার সঙ্গে বসে সে যখন যে সরকার এসেছে বাবাকে দেখেছে সরকারি মন্ত্রী এম.পি হয়ে সংসদে গলা ফাটাতে।

স্কুল-কলেজে বাবার এই দাপটের কারণেই মুনতাসির কল্পনা স্বপ্নের বিভ্রম নিয়ে সংকটে পড়লেও শিক্ষকমহলের সহযোগিতা পেয়ে এসেছে।

এরপর কী বুঝে আর বাবা মুনতাসিরকে ভার্সিটির গণ্ডিতে ছড়াতে দেন নি। সেসব বইপত্তর বাড়িতেই থাকত। সময় বুঝে বুঝে একেক সময় একেক টিচার এসে মুনতাসিরকে পড়িয়ে যেত।

মাকে কোনো ব্যাপারে গ্রাহ্যে না আনলেও তার উপস্থিতি অবস্থানকে বাবা সমীহ করতেন। তা-ই তো তিনি মুনতাসিরকে যতবার বিদেশে পাঠাতে চেয়েছেন, মা'র প্রবল আকুতির কাছে হার মেনেছেন, ছেলেটা আমার কাছে থাক, ওর ভালোমন্দ আমি দেখব।

কলেজে বন্ধুরা বলাবলি করত, তোর বাবার আরও বউ আছে, ওখানে তোর আরও ভাইবোন আছে। তারা আলাদা আলাদা বাড়িতে থাকে। যথারীতি তার কল্পনা আর বাস্তবকে নিয়ে টিপ্পনিকাটা সেসব লোকদের কথা সে আমলেই আনত না।

তবে বাবা বেশির ভাগ সময়ই তার সরকারি বাসভবনে থাকতেন। ওখানে তার অন্য ড্রাইভার ডিউটি করত। সমস্ত সিকিউরিটি ছিল ওই বাড়িতে। নিজের এই পুরনো বাড়িটিতে স্ত্রীর কাছে কদাচিৎ আসতেন তিনি। তেমন সিকিউরিটি নেই বললেই চলে। বাবা এলে রঘু কাকার ডিউটি থাকত, নয়তো সে মা'র ডিউটি করত, যার কোনো দরকারই পড়ত না। মা বাইরে যেতেন না। রঘু কাকাকে দিয়ে ঘরের কাজ করাতেন। মা'র প্রতি টান ছিল বাবার, বাইরের শব্দে মা'র এলার্জি ছিল বলে বাড়িটাকে রীতিমতো সাউন্ড প্রুফ করিয়েছিল।

শৈশবে যখন বাবার ডিউটি থাকত না, রঘু কাকা সব সুন্দর সুন্দর রূপকথার গল্প বলতেন। যেখানে রাজা ভালো রানী ভালো, তাদের রাজকন্যার রঙ দুধ আলতা...সেখানে মুনতাসিরকে সে বানাত ঘোড়ায় ছুটন্ত রাজপুত্র। বোর্ডিংয়েও ছুটি হলে এই মানুষটির পরম মমতার মধ্যে কী যে এক জাদু ছিল, মুনতাসির আচ্ছন্ন হয়ে থাকত।

সামনে ধোঁয়া তোলা ভাত-মাছ ঘন ঝোল।

0% fat . sporty . secured
globally
NCC BANK
এনসিসি ব্যাংক লিঃ
Where Credit and Commerce Integrates
www.nccbank.com.bd

Kanak Champa 2012

ভাত টাটকা রান্না কইরা দিলাম, কত বড় মানুষ আপনে... বলতে বলতে রঘু কাকার মেয়েটি ছটফট করে হাতপাখা চালায়, যতক্ষণ যাবৎ ঠায় বইসা রইছেন, বাড়ি তো না, মরণপুরী, কথা কওনের মানুষ নাই, ম্যালা দূর থাইক্যা আসছেন, খায়া-দায়া ঘুমাইতে যান। হাত ধুয়ে ভাতের লোকমা মুখে নিতে নিতে মুনতাসির বলে, আমি খেয়ে রঘুদার জন্য অপেক্ষা করব...।

আপনি ভুইলা গেছেন, বাবা এম পি সাহেবের গাড়ি...।

ও সরি সরি... বিষয়টা নিয়ে ফের এগোতে নিজেকে দাবায় মুনতাসির। আচমকা চারপাশে স্তব্ধ কুয়াশার ধূম্রজাল সৃষ্টি হয়। একটা বাতাস উঠে... ঘর নামক কঙ্কালটি মটমট করে কেঁপে উঠে... জানালা দিয়ে আসা হাওয়ায় টুলের ওপর রাখা ক্ষুদে মাটির গণেশটি উল্টে গেলে সেটাকে ঠিকভাবে রেখে জানালা বন্ধ করতে করতে তরুণীটি বলে, আসলে আমি আছিলাম না, শ্বশুর বাড়ি থাইক্যা আইজ সন্ধ্যার পরেই আইছি...এইজন্যই ঘরের এই হাল... বাবার সঙ্গে রাস্তায়ই মোবাইলে কথা হইছে, এই বাড়িটা একটু ঢালুতে তো, নেটওয়ার্ক কাজ করে না, নইলে বাবার সঙ্গে আপনেরে কথা বলায়া দিতাম...।

মুহূর্তে মুনতাসিরের রোমকূপগুলি জেগে ওঠে, কেমন একটা হিম শিহরণ বয়ে যায় পুরো দেহ অন্দরে...রাস্তায় লোকটি বলছিল, এই বাড়িতে কেউ থাকে না।

না... না আমার আর কোনো বিভ্রম নেই... কষে নিঃশ্বাস টেনে তরুণীটির নিপাট পাতা বিছানায় শুয়ে মশারির ওপরের মাকড়সার দিকে ঠায় চোখ রেখে ভাবে সে, আমি নিশ্চিতভাবে রঘু কাকার জন্য অপেক্ষা করতে পারি। দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বেঘোর ঘুম হয়েছে, চোখে হাজার ঘুম পাড়ানি গানেও আর নিদ্রা আসবে না।

মাকে মনে পড়ছে খুব। এতবড় মানুষের বউ হয়েও সাধারণ শাড়ি, পান জর্দা খেয়ে একেবারে গ্রাম্য আদলে জীবনযাপন করতেন। কখনো বাইরে যেতেন না বললেই চলে। টিভিতে বাবাকে মাঝে মধ্যে দেখত একজন ঝকঝকে রমণীর সঙ্গে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে। মা বলত, তোমার বাবার যখন আর্থিক অবস্থা খারাপ ছিল, পলিটিক্যাল নেতাদের পেছনে ঘুরত তখন আমার বাবার প্রচুর অর্থে সে ইলেকশনে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি নেয়, তখনই আমাদের বিয়ে হয়। এরপর আমার বাবা মারা গেলে আমাদের অবস্থা খারাপ হলেও তোমার বাবা নিজের যোগ্যতায় এতদূর এলেও আমাকে ত্যাগ করেন নি। আমি তো তার সঙ্গে কোথাও যেতে পছন্দ করি না, আমার মত নিয়েই সে দ্বিতীয় বিয়ে করেছে।

তখন মুনতাসির কলেজে কথিত বন্ধুদের কথা বললে মা ফুঁসে ওঠেন, হ্যাঁ অনেক নারী আছে নিজের স্বামীকে ছেড়ে আমার স্বামীর পেছনে ঘুরে, তোর বাবা না হয়ে অন্য কেউ হলে এদের খুন করত। তোর বাবা তো সাক্ষাৎ মহাপুরুষ, সে ওদেরকে পাত্তা দেয় না। এরপর সে অনেকবারই দেখেছে টিভিতে মা অপলক তাকিয়ে, কোনো ছবিতে স্বামীকে লুকিয়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে শয্যায় লিপ্ত কোনো নারীকে যখন কোনো স্বামী ছুরি দিয়ে আঘাতের পর আঘাত করছে মা'র মুখে প্রশান্তির হাসি ফুটে উঠেছে।... ফিসফিস করত মা... স্বামীকে ফাঁকি দিয়ে নষ্টামি ? এ পাপ!

এনসিসি ব্যাংক
ইয়াংস্টার ব্যাংকিং
এনসিসি ব্যাংক লিঃ
Where Credit and Commerce Integrates
pocket money
+
savings
=
youngster banking
www.nccbank.com.bd

কঠিন গুনাহ। এদের এই দুনিয়াতেও শাস্তি দরকার, ওই দুনিয়াতে তো সে পাবেই।

মা... মাগো... মা'র পান-সুপারির জর্দা নাকে এলে শিশুর মতো ডুকরে ওঠে মুনতাসির, তুমি কেন মারা গেলে ? আজ তুমি থাকলে এখন কত শক্তি পেতাম আমি, কত ভরসা পেতাম... আমার ভয় করছে মা... পুষ্পিতাকে আমি প্রাণের চাইতে বেশি ভালোবাসতাম... ভাবনার কথনে কুয়াশা জমতে শুরু করলে মুনতাসির ভোরের প্রাসাদে ঘুমিয়ে থাকে। ক'দিন আগেই বাবার এক বন্ধুর ছেলে এসেছে ওদের বাড়িতে বিদেশ থেকে, এক সপ্তাহ থেকে চলে যাবে। সেই ছেলেটার ব্যবহারের জাদুকরী শক্তিতে মুনতাসির আর পুষ্পিতার সঙ্গে ছেলেটির দারুণ বন্ধুত্ব হয়ে যায়। সেই বন্ধুটি, ইমতিয়াজের ব্যবহারের সবকিছুই মুনতাসিরের ভালো লাগত, কিন্তু পুষ্পিতার সঙ্গে প্রেমের প্রথম অভিজ্ঞতা আর স্পর্শের রোমাঞ্চের মতোই নিজের মধ্যে সে জীবনের প্রথম আরও কিছু উপসর্গ অনুভব করতে শুরু করল। প্রথমে ঈর্ষা দিয়ে এর আরম্ভ হলেও ক্রমে ক্রমে এটা সন্দেহে রূপ নিতে থাকল। যখন তাকে বাদ দিয়ে আরেকজনের কথাতেও দ্বিগুণ উচ্ছ্বাসময় হাসিতে পুষ্পিতা গড়িয়ে পড়ত, চা দিতে গিয়ে কিংবা যে-কোনো পরিস্থিতিতে যখন দুজনের হাত ঠোকাঠুকি হতো মুনতাসির অনুভব করত, বিষাক্ত অনলে তার ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছে।

পুষ্পিতা... পুষ্পিতা তুমি আমাকে ভালোবাসো না ? রাত শয্যায় বুকের মধ্যে আমূল জড়িয়ে জিজ্ঞেস করত মুনতাসির... আমার প্রাণের চাইতেও বেশি... গভীর চুম্বনে ওকে ভরিয়ে দিয়ে বলত পুষ্পিতা... এই জন্যই তো চাই লক্ষ্মী তুমি একবার আমার কথা শুনে ডাক্তারের কাছে যাও, তোমার এই যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব স্বপ্ন কল্পনার কষ্ট, সব সেরে যাবে, আমি বাবাকে জানাব না...।

শক্ত হয়ে উঠত মুনতাসিরের শরীর, ভেতরে ভেতরে দাঁতে দাঁত পিষত সে, তার মানে তুমি চাও আমি পাগল হয়ে যাই, আর পাগল হলে...।

কী হলো তুমি অমন ঝিম মারলে কেন ?

কিচ্ছু না। ঘুম পাচ্ছে, লাইটটা নেভাও।

হ্যাঁ আমাদের ভোরে উঠতে হবে, ইমতিয়াজ ভাই চলে যাবেন, এয়ারপোর্টে না যাই, নাস্তা খাইয়ে ঘর থেকে বিদায় দিতে তো উঠতে হবে?

ও গেলেই আমি বাঁচি... মনে মনে বলে মুনতাসির, আপদটা আমার নিঃশ্বাসে পা রাখতে শুরু করেছিল।

ভোরে ঘুম ভাঙলে মুনতাসির দেখে পাশে পুষ্পিতা নেই। আমাকে সে ডেকে উঠাল না ? মুনতাসিরের আত্মা ধড়াস করে ওঠে... সে এক লাফে ডাইনিং স্পেসে যায়, চারপাশে তাকিয়ে ধীর পায়ে সে ইমতিয়াজের রুমের পাশে দাঁড়িয়ে কাঠ হয়ে যায়, প্রায় কান্না কান্না কণ্ঠ শোনে পুষ্পিতার, দেহের সুখ কী জিনিস, তৃপ্তি কী এ আমি জানি না, একজন বিবাহিত নারী ক'দিন এ অবস্থা সহ্য করতে পারে ? সে জানালার ফোকর দিয়ে চোখ রেখে স্তম্ভিত হয়ে যায়, পুষ্পিতার নগ্ন দেহের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাচ্ছে ইমতিয়াজের দেহ। হিম ভারি পা মেঝের সঙ্গে গেঁথে যেতে থাকলে নিজেকে টেনে-হিঁচড়ে নিজ ঘরে এনে ধপাস মাটিতে বসে পড়ে সে... যন্ত্রণায় কষ্টে মাথার চুল খামচে অঝোরে কাঁদে মুনতাসির। পুষ্পিতাকে ছাড়া জীবন অর্থহীন লাগতে থাকলে প্রথমে সে নিজেকেই নিজে খুন করার জন্য বাড়ির বড় ছুরিটি নিজ ঘরে এনে বিছানায় বসে হাঁপাতে থাকে। হৃৎপিণ্ডের যে জায়গাটা জ্বলছে সেই জায়গাতে বসিয়েই... তখনই হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকে পুষ্পিতা, ঘুম পাচ্ছিল না, তাই বাগানটা ঘুরে এলাম ? তুমি এত ভোরে ? দুঃস্বপ্ন দেখেছ ?

ভেতরটা উল্টে যায় মুহূর্তে, চিবিয়ে বলে, ইমতিয়াজ যাবে, তুমি আমাকে না ডেকে উল্টো নাটক করছ—।

কী বলছ তুমি... বরাবরের মতোই দুহাত ঘুরিয়ে পুষ্পিতা মুনতাসিরের বিভ্রম ঘোচাতে চায়, সে তো গতকাল ভোরে গেল, আমরা দুজন তাকে বিদায় দিলাম। পাগল ভেবেছিস আমাকে ? তক্ষুনি মৃত মা যেন তার মধ্যে আশীর্বাদ করতে করতে তাকে পাঁচ গুণ উন্মাদনা দেয়, ছুরি হাতে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুষ্পিতার ওপর... নষ্টা... মাগি... দোযখেও তোর জায়গা হবে না ...বলতে বলতে পুষ্পিতার বুকে ততক্ষণ ছুরি বসায় যতক্ষণ না নিজে শ্রান্ত হয়।

কিছুক্ষণ হাঁপায়। রক্তে আপ্লুত পুষ্পিতার দেহ, সুন্দর নিভন্ত মুখ দেখে দেখে ধিক্কার দেয়, নষ্ট এই দেহ মুখ, সব নষ্ট হয়ে গেছে, বলে চরম ঘেন্নায় নিজের দেহ থেকে সে সেই দেহটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়। অনন্ত অঙ্গনে রক্ত প্লাবন অথবা ভেতর চাপা বেদনা অথবা বিষাক্ত ঘৃণায় চতুর্দিকে ঝিমুনি নেমে আসে... কানের কাছে কিছু আগের পুষ্পিতার আর্তধ্বনি... বিশ্বাস করো, এ তোমার বিভ্রম ... আল্লার কসম মুনতাসির... তোমার পায়ে পড়ি আমাকে মেরো না... বাঁচাও বাঁচাও। মোবাইল হাতে নিয়ে নিজের একটি এ জাতীয় কর্মের জন্য সাহায্য চাইতে জীবনের প্রথম বাবাকে ফোন করে মুনতাসির আগাপাশতলা কিছু না বলে সে শুধু পুষ্পিতাকে খুনের ঘটনা জানায়।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে বাবা খুব শান্ত কণ্ঠে বলে, বাড়ির চাকর-বাকরেরা সব কোথায় ? ওরা কি ব্যাপারটি টের পেয়েছে ?

মা যাওয়ার পর কোনো কাজের লোক নেই বললেই চলে, পুষ্পিতা-ই সব করে। এক কাজের লোক মালী দুজনেই গেটের কাছে। কিছু টের পায় নি ওরা, এত ভোরে ঘুমাচ্ছে।

গুড! তুমি দারোয়ানকে ডাকো। ও আমাদের পুরনো বিশ্বস্ত লোক। ওকে বলো ঘরের রক্ত, চিহ্ন যা আছে মোছার, এরপর আমি তোমাকে কিছু না বলা পর্যন্ত আমার জন্য অপেক্ষা করো।

কিন্তু কিছু পরে কী হয়, মুনতাসিরের সব যুক্তি তর্ক ছাপিয়ে পুষ্পিতার প্রতি প্রবল প্রেম তাকে এমন চক্করে নিয়ে ফেলে, সে নিজ হাতে পুষ্পিতাকে মুছিয়ে বিছানায় শুইয়ে ওর ঘুমন্ত কপালে চুমু খেতে যেতেই ফের ঘেন্নার ধিক্কারে ছিটকে পড়ে, ঐইসব জায়গা ইমতিয়াজ ছুঁয়েছে... এ নোংরা। ভাবতে ভাবতে যেন বিভ্রম থেকে নিজেকে টেনে তুলেছে, এইভাবেই নিজেকে নিজে শান্ত করে স্নান করে কাপড় পাল্টে খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে একটি তৈরি ব্যাগ দেখে। এরপর যেনবা রঘু কাকা বর্ণিত তার বাড়ি যাওয়ার লাল পথটি দেখতে পায়... রঘু কাকা বহুকাল পর তাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে... কতদিন তোমাকে দেখি না। আমার কাছে এসে বসো। শান্তি পাবে।

বাবা আসার আগেই মোবাইল ফেলে বেরিয়ে পড়েছিল সে।

দরজায় ঠকঠক কড়া নাড়ার শব্দ শুনে চমকে বুক ধড়ফড় অবস্থায়ই উঠে মুনতাসির। ঘরের এক কোণে নিভু নিভু হারিকেন জ্বলছে। নিশ্চয়ই রঘু কাকার মেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। রঘু কাকা ? সমস্ত দেহে তরঙ্গ উঠে... কিছুক্ষণ আগের ভাবনার সমস্ত অবসাদ কেটে গেলে মুনতাসির ছায়া আঁধারের ঢেউ কেটে কেটে মশারি থেকে বেরিয়ে হারিকেন হাতে দরজায় যায়।

দরজা খুলে আলোটা ঊর্ধ্বগামী করতেই পুরো দেহে অত্যাশ্চর্য শিহরণ, আপনি এসেছেন ? ট্রেন থেকে নেমে কোথায় চলে গিয়েছিলেন ? সামনে দাঁড়ানো মানুষটির চোখে ধোঁয়াশা, কে আপনি ? কোন ট্রেনের কথা বলছেন ?

রঘু কাকা আপনি দেখতে পাচ্ছেন না, আমি মুনতাসির, সকালেই তো আপনার সঙ্গে ট্রেনে...।

পেছনে এসে দাঁড়ায় রঘু কাকার মেয়ে, বাবা আপনি এই সময় ? আসেন ভেতরে আসেন... আপনার তো আইজ আসার কথা আছিল না...।

মুনতাসির বিস্মিত হয়ে আলো-আঁধারিতেই লক্ষ করে, সকাল থেকে এই অবদি সময়ের মধ্যেই রঘু কাকার মুখে খোঁচা খোঁচা পাকা দাঁড়ি, কুঁচকানো মুখের চামড়া... যেন এক বেলাতেই জীবনের অনেক দাবদাহ গেছে তার ওপর দিয়ে।

দ্রুততম সময়ে ও সহজে রেমিটেন্স গ্রহণে NCC Bank এর
কার্ড নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত।
TMSS
এনসিসি ব্যাংক লিঃ
NCC BANK
Where Credit and Commerce Integrates
www.nccbank.com.bd

তিনি কন্যার দিকে তাকিয়ে বলেন, শশীকলা, ছাতাটা ধর মা। আইজ অনেক ধকল অনেক পেরেশানি গেছে, সবকিছু কেমুন জট পাকায়া যাইতেছে বলে মুনতাসিরের দিকে ফিরলে অস্থির হয়ে শশীকলা বলে, উনার নাম মুনতাসির, আপনি তার কত গল্প করতেন... বলে চোখে কিছু ইশারা করে... আজকেই নাকি ট্রেইনে আপনাদের দেহা হইছিল, আমি তো কিছু জানি না, আপনি সব ঘুলায়া ফালাইছেন ?

ছোটবাবু, বলে রঘু কাকা কম্পিত হাতে মুনতাসিরকে হতভম্ব করে দিয়ে হাতড়ায়, কতকাল পর দেখা কত বড় হয়া গেছ তুমি। তুমি আমার বাড়িতে ? কী কইরা পথ চিনলা বাবা ?

কাকা সবার মতো শেষে আপনেও আমারে বেকুব বানায়া কষ্ট দিতাছেন ? ট্রেনেই তো আমাকে দেখে আপনি কত অবাক হলেন। আমার জন্য খাবার এনে কেন যে হারিয়ে গেলেন আপনি ?

তখন যেন হুঁশ হয় রঘু কাকার, মুনতাসিরের সব প্রবণতা মনে পড়ে গেলে নিজেকে মুহূর্তে সামলে বলে, তাই তো আইজ প্রায় এক মাস হইল, আমার পোলাডারে কারা জানি গুম কইরা রাখছে। মাথামুণ্ডু তাই কাম করে না। স্টেশনে ওর মতন একজনরে দেইখ্যাই পেছন পেছন ছুটতে লাগছিলাম। এইসব কথা থাক বাবা, আমারে মাফ কইরা দেও, আসো আমরা একটু পাটিতে বসি... ওরে শশী... বাইর-কইরা এক পাটি পাইত্যা দে, একটু বিশ্রাম নিলে মাথার জট সব ঠিক হয়া যাইব।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি বিশ্রাম নেন। দিনে যখন আপনাকে দেখেছিলাম, এক্কেবারে সেই রঘু কাকা, যার সঙ্গে আমার শেষবার দেখা হয়েছিল, এক বেলাতেই কী অমন ধকল গেল... বলতে বলতে মুনতাসির ফের নিজেকে টেনে তোলে, ও আপনি তো বলছিলেন আপনার ছেলে... কারা তাকে ধরে নিয়ে গেছে ?

সে অনেক কতা... ধীরে ধীরে বলব... পাটিতে বসতে বসতে রঘু কাকা বলে, ট্রেনে তো তেমুন কথাই হয় নাই, সবিস্তারে তোমার বৃত্তান্ত শুনি... শশী... আমি ভাত খায়া আসছি... একটু চা বিস্কুট দে, কিছু গল্পগুজব কইরা পরে ঘুমাইতে যামু।

কিছুক্ষণ ঘরে গুমোট স্তব্ধতা। পুনর্জাগর রাতে পোড়ো বাড়ির মরাটে ছায়ায় দুজন মানুষকে আদিম করে তুলেছে।

আপনি কাউকে কিছু না বলে আমার সঙ্গে একবারও দেখা না করে কেন উধাও হয়ে গিয়েছিলেন আমাদের বাড়ি থেকে রঘু কাকা ? বাবা অবশ্য আমাকে বলেছে, আপনার স্ত্রীর মৃত্যুর খবর শুনে আপনি নাকি পাগল হয়ে আমাদের বাড়ি থেকে সেই যে বেরিয়েছেন, বাবা অনেক খোঁজ করেছে আপনার, পান নি।

রঘু কাকার কলজে পাঁজরে কেউ যেন বহুদিন মুছে থাকা বিষাক্ত অগ্নিময় লোহার শলাকা ঢোকায়। ওই বাড়িতে থেকে অনেক সয়েছে রঘুদেব, অনেক অনাচার, রক্তপাত দেখেও চুপ থেকেছে। কিন্তু কোনো একটা বিপাকে পড়ে স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে, রঘুর স্ত্রী কন্যা শশীকলাকে নিয়ে ও বাড়ির দরজায় হাজির হয়ে দেখে, ড্রয়িংরুমে বিভিন্ন বিজনেস, রাজনৈতিক বন্ধুসহ পানীয়সহ আড্ডা দিচ্ছে মুনতাসিরের বাবা। সদ্য কিশোরীর ওপর চোখ পড়ে সবার, বাড়ির কাছেই সিগ্রেট আনতে গিয়েছিল রঘুদেব, দারোয়ানের কাছে সব শুনে সে ছুটতে ছুটতে দরজায় গিয়ে বউ-কন্যাকে ধমক লাগায়, বলে ভেতরে মালকিন আছে, ওদিকে যাও।

ভেতরে ডাক পড়ে রঘুদেবের।

এরপর যা শোনে মুহূর্তে পায়ের নিচের মাটি সরে যায়, আমার ক্লায়েন্টদের তোমার মেয়েটা তোমার খুব পছন্দ হয়েছে। একদিন এক রাতের জন্য ওকে একটু গুছিয়ে তৈরি করে আনো।

জি... বলে কম্পিত উদভ্রান্ত রঘুদেব দেখে, বাগানে মেয়ে ঘুরছে। ফিসফিস জিজ্ঞেস করে, তোর মা কই ?

মা, ভিতর বাড়িতে বাথরুমে গেছে। মালকিন নাকি অহন দ্যাশের বাড়িতে আছে... পৃথিবীটা আঁধারময় লাগতে থাকে রঘুদেবের, দারোয়ানটা মালিকের অন্ধ চামচা, কিছুতেই ওদেরকে বেরোতে দেবে না, অন্যরা মালিক সেবায় ব্যস্ত কিন্তু গেট ছেড়ে কী কাজে দারোয়ানকে একটু দূরে যেতে দেখে, এক হাতে মেয়ের মুখ চেপে আরেক হাতে ওর হাত ধরে মেয়েটাকে দেহের সঙ্গে লেপটে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ছুট লাগায়। পুরো রাস্তায়, বাসে মেয়ে প্রশ্ন করে আর কাঁদে, মারে কই ফালায়া আইলা ? আমরা ক্যান ভাগতাছি ?

এই বাড়ির গল্প শুধু মুনতাসিরই জানত। এটা রঘুদেবের দাদার ভিটা। কিন্তু মুনতাসির এই জায়গার নাম ঠিকানা জানত না... কী কারণে সেই রঘুদেব মুনতাসিরের বাবার দেওয়া স্থায়ী আশ্রয় ছেড়ে এখানে পালিয়ে আসে মুনতাসির জানে না। স্ত্রীর জন্য রাত দিন অঝোর কান্নায় ভাসিয়ে রঘুদেব নিজেকে শক্ত করেছে, একটা ত্যাগ ছাড়া ওই রাক্ষসের কাছ থেকে তার জীবনেও মুক্তি মিলত না। বউটাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে মেরে জ্বালা মিটলে ব্যাটা শান্ত হবে। আর ঘণ্টা, দিন, মাস, বছরের বিবর্তনে শশীকলাকে বুঝিয়েছে, সেই বাড়িতে তখন সাহেব বিবি সাহেব কেউ ছিল না। খালি বাড়ি পেয়ে কতগুলো রাক্ষস একসঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিল। তারা আরেকটু দেরি করলেই শশীকলার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। সাহেবকে ফোনে ব্যাপারটা জানিয়েছে, রঘুর বউয়েরে যাতে বাড়িতে থাকা লোকজন করে। একসময় সেই কথন গড়িয়েছে আরেক কথনে, সেই বাড়ি থেকে পালিয়েছে রঘুর স্ত্রী।

মুনতাসিরের বাবা খোঁজ লাগিয়েছে, যদি রঘুর বাড়িতে তার স্ত্রী না পৌছায় তাহলে সে লোক লাগিয়ে তার খোঁজ লাগাবে।

কিন্তু বাবা আমরা তো সেই বাড়ি ছাইড়া আইছি তা মা জানব কেমনে ?

স্যার জানেন সব কথা, ওই লোকগুলো ভয়ংকর, স্যার তাদের ঘাঁটাতে চান না। রঘুকেও তাই গোপনে থাকতে বলেছেন। এরপর সে তার এই প্রপিতাবাড়ি এলাকার শৈশবের বন্ধুর সূত্রে সে সময়কার বিরোধী দলীয় এক নেতার গাড়ি চালানোর চাকরি পেলে ভেতরে অতীতের কঠিন জ্বলন্ত আগুন চেপে নিজের আর পুত্রকন্যার জীবনের স্বার্থে নিজের অস্তিত্বকে ভোলার তীব্র চেষ্টায় লিপ্ত হয়েছিল।

স্ত্রীর সন্ধান কি পায় নি ? জীবনের কোনো এক এলোমেলো সন্ধ্যায় স্ত্রী কি এসে দাঁড়ায় নি রঘুদেবের জীবনে ? না, এখন আর মনে করতে ইচ্ছে করছে না ওসব অধ্যায়।

রঘু কাকার বুঁদ হয়ে থাকা অবয়বে স্বভাব সুলভতায় নিশ্চুপ বসেছিল মুনতাসির, আচমকা তার চোখে জল জমতে দেখে বিচলিত হয় মুনতাসির, থাক থাক আপনাকে কিছু বলতে হবে না।

রঘু কাকা কিছুক্ষণ চুপ থেকে টিকটিকির মতো সন্তর্পণে এগোয়, তোমার কাছে তোমার বাবা কী ? তোমার কাছে কী ফেরেশতা ?

তওবা তওবা... মুনতাসির হকচকিয়ে ওঠে, ওই মানুষটার সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই। আমার কাছে আমার মা-ই ফেরেশতার মতন। তিনি ওই মানুষ সম্পর্কে যা অনুভব করতেন, আমার ধারণা তদ্দুরই। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি তার কাছ থেকে কোনো স্নেহের উষ্ণতা পাই নি।

তাহলে তোমার বাবা সম্পর্কে যদি কারও কাছ থেকে সত্যিকার অর্থে নেগেটিভ তথ্য পাও, তুমি ভাইঙা পড়বা না ?

যে কেউ বললে সত্যিই মানব না। কিন্তু এই পৃথিবীতে একমাত্র আপনি যদি কিছু বলেন, বিনা ভাঙনে অকপটে বিশ্বাস করব আমি... ধীরে ধীরে বলে মুনতাসির, তাকে কেন্দ্র করে কেন যে আমার মধ্যে বিশেষ কোনো বোধ নেই... তাজ্জব লাগে, কী জানি বেশি বড় মানুষ বলে নাগাল পাই নি কখনো হয়তোবা।

ঠিক আছে, আজ ঘুমাও। সময় হইলে কখনো কিছু বলার পরিবেশ হইলে বলব... ক্লান্তিতে ঢলে পড়তে পড়তে রঘু কাকা বলে, চল ঘুমাইতে যাই।

বিশ্বখ্যাত মানিগ্রাম ও
ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন-এর
মাধ্যমে এনসিসি ব্যাংকে
টাকা পাঠানো যায়
বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকে

N C C
BANK
এনসিসি ব্যাংক লিঃ
Where Credit and Commerce Integrates

৩

এই বাড়ির গুমোটতার সঙ্গে ইটের মড়মড় ধ্বনির সঙ্গে বদ্ধ বাতাসের সঙ্গে শশীকলা, ফিরে পাওয়া রঘু কাকার সঙ্গে ক্রমে ক্রমে মিশে যেতে শুরু করে মুনতাসির।

জানা হয়, বন্ধুদের সঙ্গে পড়ে টাকার প্রলোভনে পড়ে নেশার জীবনের দিকে পা বাড়ানোর আগে রঘু কাকা আগে সে ছেলেটাকে তার এলাকার তার জেলার ডিসির গাড়িতে লাগিয়ে দিয়েছিল। বাপের মতোই গাড়ি চালানোতে দক্ষ ছিল সে। ক্রমে ক্রমে তার আচরণের বিশ্বস্ততায় সে ডিসির খুব বিশ্বস্ত আর কাছের লোক হয়ে যায়, আচমকা রাতে মিটিং শেষে বাড়ি ফেরার পথে একদল গুণ্ডা টাইপের মানুষ আস্ত গাড়িটিকে গুম করে ফেলে। ওর পেটে চালান হয়ে যায় ডিসিসহ রঘু কাকার ছেলে। ডিসিকে পেতে অনেক আন্দোলন হইচই হচ্ছে, কিন্তু এসব স্লোগানে আমার পোলার নামটা কেউ যদি একবার নিত, ড্রাইভার... গরিব আবার মানুষ নাকি ? নিখিল রে... রঘু কাকা অঝোরে কাঁদতে থাকে। এই শক্ত সবল মানুষটা জীবনের পাঁকে পড়ে এত দুর্বল হয়ে গেছে ? শৈশবে, কৈশোরে বোর্ডিং থেকে ফিরে রঘু কাকা মুনতাসিরের বিপন্ন সময় একেবারে মায়ের মায়ায় বুকে চেপে ধরত মুনতাসিরকে, তাকে কোনোদিন কাঁদতে দেখে নি। তবে একদিন তার চোখে চাপা জল দেখেছিল, সেদিন বোর্ডিং ফেরত মুনতাসির সন্ধ্যায় বাগানে হাঁটছিল, আচমকা সে এক অপার্থিব দৃশ্য দেখে, মা-কে নিয়ে বাবা গাড়ি করে বাইরে থেকে ফিরছে। মা তাকে আদর করে ভেতরে চলে গেলে বাবা তার গালে এসে চুমু খেয়ে বলেন, আজ রাতে কোনো কাজ নেই, আমি তুমি তোমার মা রাত আটটায় ডিনারে যাব। আজ দলের যত গুরুত্বপূর্ণ লোক হোক, দারোয়ানকে বলে রেখেছি, ভেতরে না আসতে দিতে। আমার মাথায় দুনিয়ার গ্যাঞ্জাম থাকে, তুমি আমাকে যে অবস্থাতেই থাকি, মনে করিয়ে দিয়ো। বেশি আনন্দে আর বেশি কষ্টে মুনতাসির নিজ কক্ষে একাকী বুকে বালিশ চেপে বুঁদ হয়ে যায়। তেমনই এক বিমূর্তময় সময়ে আচমকা ঘড়িতে চোখ যায়, মা নামাজ শেষ করছেন, মুনতাসির এক ছুটে ড্রয়িংরুমে গিয়ে দেখে বাবা কয়েকজন মানুষের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় ব্যস্ত, কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে হইহই করে উঠে মুনতাসির, আপনাদের আজ ঢুকতে দিল কে ? বাবা ? আজ না আমাদের ডিনারে যাওয়ার কথা ?

স্টপ! সবার, প্রথমে অপমানিত পরক্ষণেই হতভম্ব হয়ে যাওয়া মুখের ওপর চিৎকার করে বাবা, কিসের ডিনার ? তোমার মাথা তো একবারে গেছে দেখছি, পাগল কোথাকার, সোজা পাগলাগারদে পাঠাব, এখন যাও বলছি ছোটলোকের বাচ্চা কোথাকার।

ভেতর ঘরে মা কিছুই শুনতে পায় নি। চেঁচামেচি শুনে গার্ডেন থেকে দরজায় দাঁড়িয়েছিল রঘু কাকা... তার বুকে পড়ে হাপুস চোখে কেঁদেছিল মুনতাসির, আমি পাগল ? বাবা দিব্যি সন্ধ্যায় আমাকে বলল মনে করিয়ে দিতে। আমাকে সত্যিই পাগলাগারদে পাঠাবে...আর নিজের সন্তানকে এত্তোগুলো মানুষের সামনে কেউ ছোটলোকের বাচ্চা বলে ? কেন বলল বাবা ওসব ? রঘু কাকার চোখে চাপা জল... না পাঠাইব না। তোমার কোনো ভুল নাই। উনি তো ম্যালা বড় মানুষ, ব্যস্ত মানুষ, গুরুত্বপূর্ণ কাজ পড়ায় ভুইলা গেছেন।

রাতে মা'র দিকে ঠান্ডা চোখ পেতে জিজ্ঞেস করেছিল মুনতাসির, আজ বাবার সঙ্গে কোথায় গিয়েছিলে সন্ধ্যায় ?

উল কাঁটায় ঠোকাঠুকিতে ব্যস্ত মা মুনতাসিরের বুক হিম করে বলে, আমি কেন কোথাও যাব ? আমি কখনো যা-ই ?

কম্পিত কণ্ঠে ফের প্রচেষ্টা চালায় মুনতাসির, আমি বাগানে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট দেখলাম সুন্দর শাড়ি পরে বাইরে থেকে তোমরা ফিরছ ?

মা মুনতাসিরের কাঁপন চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে নিজেকে সামলে নেয়, ওহ সন্ধ্যায়? এটা আর বাইরে যাওয়া কী, ক'দিন যাবৎ বুকে ব্যথা... ডাক্তারের কাছে গেছিলাম। টেস্ট করিয়ে ওষুধ এনেছি।

...বাবাকে ফোন করে নিখিলকে খোঁজের কথা বলব ?

না না এই সর্বনাশ কইরো না। বলেছি তো ও বাড়ি ছাইড়া আইছি, নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে।

তুমারে পরে বলব—এখন বলো, তুমি কেন বাড়ি ছাড়ছ ?

ঘাই দিয়ে উঠে পুষ্পিতার দেহ... রক্ত... আমাকে মেরো না... সর্বাঙ্গ কাঁপতে থাকলে শৈশবের মতোই রঘু কাকার কোলে মাথা রেখে বড়ো দুটো পা গুটিয়ে শুয়ে পড়ে মুনতাসির... পরে বলব। ধীর কণ্ঠে রঘুকাকা বলে, সব আমিও পরে বলব।

শশীকলা এসে দাঁড়ায়, এই মেয়েটা প্রায়ই নির্জনে কাঁদে, আজও এসেছে ফোলা চোখে কাজল ঠেসে, বাবা বাজার তো ফুরাইল।

এতেই সচকিত হয় মুনতাসির, আপনি এমপি সাহেবের গাড়ি চালাতে যান না ?

কী আর বলব তুমারে, ধূসর নিঃশ্বাস টানে রঘু কাকা... ডিসি সাহেব এমপি সাহেবের কাছের লোক আছিল... আমার পোলারে লইয়া গাড়িসহ ডিসি সাহেব গুম হওয়ায় আমারে কিছুদিন ডিউটি থাইক্যা দূরে থাকতে বলছে। দুই মাস পরে দেশে ইলেকশন। দেশের হাওয়া বুইঝা আবার ডাকব।

মুনতাসিরের প্রত্যেকটা প্যান্টের গোপন পকেট মা'র নির্দেশে তৈরি। মা সেই পকেটে কমপক্ষে দশ হাজার টাকা দিয়ে রাখতেন... মুনতাসির কোথাও হারিয়ে গেলে, টাকার জন্য বিপাকে পড়লে যাতে সেটা খরচ করতে পারে। মা প্রমিজ করিয়েছিল, অতি দরকার না পড়লে সেই টাকা যেন খরচ না করে। তিন বছর আগে মা'র মৃত্যুর পর পুষ্পিতা এলে সে-ও মায়ের মর্যাদা রক্ষার্থে যখন যে প্যান্ট পরত মুনতাসির, রাতেই তাতে টাকা ভরে তৈরি করে রাখত, দিনে একবার অন্তত বেরিয়ে কী রমনায় কী ক্রিসেন্ট লেক... ঘুরে না এলে গরমে মুনতাসিরের মাথা বনবন করত।

সংসার না বোঝা ছেলেটি 'বাজার শেষ' আপাতত রঘু কাকার চাকরি নেই শুনে পুষ্পিতারই গুছিয়ে রাখা প্যান্টটা পরে এসেছিল। পরিস্থিতি বুঝে না বুঝেই প্রাকৃতিকভাবেই তার হাত চলে যায় গোপন পকেটে, বলে, রঘু কাকা আমার কাছে কিছু টাকা আছে।

আরে না... না... রঘু কাকা হতচকিত হয়ে বলে, এখনো আমার জমানো টাকা আছে, নাইলে ব্যবস্থা কইরা নেব... তুমার টাকা দরকার পড়লে জানাইমু। আর সরকারি বেতন তো নিয়মমতো মাস মাস আমার পাওনের কথা।

শশীকলার হাজব্যান্ড বিদেশ থেকে টাকা পাঠায় না ? এলোমেলো মানুষটির মুখ থেকে এমন হিসেবি প্রশ্ন শুনে খুশি হয় রঘু কাকা, শেষে বলে, তুমারে আর কী লুকাইমু বাবা...।

রঘু কাকার মেয়েজামাই এই পরিচয়ে স্বউদ্যোগে সে এমপি আর তাদের আশপাশের লোকদের তেল মেরে বিদেশ পাড়ি দেয়। এরপর লাপাত্তা। দীর্ঘদিন পর দ্বিতীয় বিয়ের খবর আসে, ডিভোর্স লেটার আসে...।

তাহলে শশীকলা কেন সিঁদুর ?

এ যার যার মন, ধর্ম... স্বামী তারে মন থাইক্যা জীবন থাইক্যা ত্যাগ করছে, শশীকলা পারে নাই। বাবাকে সে অন্য যুক্তি দেয়... সিঁদুরটা থাকলে একলা লাগে না, মনে অয় দুইজনে এক হয়া আছি, এতে ডর লাগে না।

এর মধ্যে মেয়েটি কীভাবে সেদিন সন্ধ্যায় শ্বশুরবাড়িতে ক'দিন কাটিয়ে এলো এসব ভাবতে গেলে মুনতাসিরের মাথায় আউলি বাউলি লাগলে এক সন্ধ্যায় কদিন স্বচ্ছন্দ হয়ে শশীকলা পান সুপারির থালা সাজিয়ে বই পড়তে থাকা মুনতাসিরের

জীবনের জন্য উপহার
মানি ট্রিপল প্রোগ্রাম
মানি ডাবল প্রোগ্রাম
স্পেশাল ডিপোজিট স্কীম
স্পেশাল সেভিংস স্কীম
এনসিসি ব্যাংক লিঃ
NCC BANK Where Credit and Commerce Integrates

বিছানার কাছে এসে বলে, খাইবেন ?

এত কাছে পান সুপারির থালা থেকে জর্দার গন্ধ মায়ের স্মৃতিকে তীব্র করে মুনতাসিরকে একটা ঘোরের মধ্যে ফেলে দেয়–সে মোহগ্রস্তের মতো হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ে।

পান সুপারি খাইলেও খারাপ উদাস মনটা ফুরফুরা লাগতে থাকে, পানের খিলি এগিয়ে দিতে দিতে বলে শশীকলা, এরপর গুনগুন করে—আয়লো সখী ভাগ করে নিই সীতার দুঃখু সবাই মিলা, আর কতবার ঘটবে সীতার নির্বাসনে যাওয়ার পালা ?

মা'র মুখে নিজ ধর্মের নারীদের আত্মত্যাগের বয়ানের সঙ্গে সঙ্গে মুনতাসির সীতার ত্যাগের কথন শুনেছে ?

মুনতাসির বলে, স্বামী এত অবিচার করেছে, তারপরও তাকে মাথায় স্থান দিয়ে রাখেন, এই শিক্ষা আপনি সীতার কাছ থেকে পেয়েছেন না ?

শুনেন, বাবা বলেন, অন্যায় করা আর অন্যায় সওয়া দুইটাই পাপ। আমি একেবারেই আমারে লাথি দিয়া যাওয়া লোকটারে সম্মান করি না। আমি মাথায় সিঁদুর দেই রাক্ষসদের চোখ থাইক্যা একলা জীবনটারে যদ্দুর সম্ভব বাঁচায়া রাখতে। আমার ছোটবেলার এক সখী পড়াশোনা কইরা শহরে একলা থাকে। কপালে সিঁদুর লাগায়া হেয় হিন্দু পরিচয় দিয়া ঘুরে, মুসলমান হইয়াও। এই সমাজে বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত, আবিয়াইত্যা একলা নারীর দশা জানেন ? জনে জনে পুরুষ তাগোর মইধ্যে নিজের মনমতো বানানি শূন্যতা দেইখ্যা কাছে আইসা উপকার করার ভেক ধইরা ছোঁক ছোঁক করে। হেয়ই গ্রামে আইলে নানারকম বই দিয়া যায়, নানা কথা কয়, যার কিছু বুঝি, কিছু বুঝি না।

তাইলে যে কিছুক্ষণ আগে স্বামী ধর্ম চক্ষু বুজে পালনকারী সীতার গান গাইলেন... হারিকেনের আলো ছায়ায় শশীকলার টুকটুকে হয়ে উঠা ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে মুনতাসির।

আমি তো আমার ধর্মে বর্ণিত সীতার গান গাই না—এই প্রথম শশীকলার চোখমুখে রহস্যময় হাসি খেলে, আমি আমার প্রাণের চাইতে প্রিয়সখীর বইয়ে বর্ণিত সীতার কাহিনি পইড়া হাসি কান্দি... জনতার ধর্ম পালন করতে গিয়া সতী সীতারে কম পরীক্ষায় ফালাইছে ? তারপরেও বিশ্বাস নাই, জনারণ্যে সীতারে অগ্নিতে নামতে বলল... অপমানিত ব্যথিত সীতা অগ্নি ভেদ কইরা মাটি মাতার গর্ভে চইলা গেল, মাটি মাতা তার আর্তনাদেই দুই ফাঁক হইয়া তারে বুকে তুইলা নিল। আমার আজব লাগে যে রাবণ এত দিন সীতারে কাছে পাইয়াও তারে অপবিত্র করে নাই, সে আর যা-ই হোক দুশ্চরিত্র তো হইতে পারে না। হায় রাম! হায় রাম, বাবারে এইসব কওয়া যায় না, চেতে... রাম নামে হেয় অন্ধ... ।

এ-কি স্বপ্ন ? হ্যাঁ স্বপ্নই দেখছে মুনতাসির। ভূতের মতো নিঃশব্দ চলনরত মেয়েটি কী করে এমন সব বিষয় নিয়ে কথা বলতে এসে তার সামনে মুখরা হয় ?

কোনো এক অন্ধকারের সন্নিপাতে এ যেন অবিরল জলধারা বইছে... সবচাইতে প্রিয় সখীকে এই প্রশ্ন করার আগেই ছায়া ভেদ করে এক পশলা ঘুরে আসে শশীকলা, এগিয়ে দেয় চন্দ্রাবতীর গাঁথা কাব্য, বলে, এই আমার সই। আমি ওর রচিত জীবন পইড়া কান্দি, ওর জীবন পইড়া কান্দি। আমার শহরের সেই সই ওরে নিয়া কী কী সব কাজ করে, সেই কবেকার আগেকার চন্দ্রবতী, তার ভক্তরা তার এলাকায় এখন আজীব জীবন যাপন করে, নাচগান গায়, যাত্রাপালা করে, শ্বশুরবাড়ির কতা আপনারে মিছা কইছি... রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসতে থাকে শশীকলা... সুযোগ পাইলেই এইখান থাইক্যা শ'মাইল দূরে ওদের আখড়ায় কাটায়া আসি। কী যে হাসি ওগোর বেদনার মধ্যে আজীব নেশা ওই জীবনে। আমি চন্দ্রাবতীর বয়ানে সীতার দুঃখে আনন্দে হাসি কান্দি... সেই জন্য স্বামী রামের প্রতি আমার কোনো অন্ধভক্তি নাই।

বিশ্ব এখন এক রেখায়!
বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকে প্রিয়জনের পাঠানো টাকা দ্রুত পৌঁছে দেয় আপনার হাতে
NCC BANK
এনসিসি ব্যাংক লিঃ
Where Credit and Commerce Integrates
www.nccbank.com.bd

এইসব কথাগুলো ঘরের ফিসফিস গুমোটতায় কিংবা কোনো এক পাহাড়ের ঝরনা পাশের জলকলরোলের পাশে উড়ে আসে শশীকলার ধ্বনি... কৈশোর থাইক্যা বাবার কাছে যতবার আপনার গল্প শুনছি... আমার মনে হইতো আমি য্যান অনেকটা আপনের মতো, আপনারেও কেউ বুঝে না, আমারেও না...এর লাইগ্যাই নিজের মধ্যি নিজেরে ঘাপটি মাইরা রাখি।

দরজায় রঘু কাকার কণ্ঠ শোনা যায়।

শাড়ির নিচে চন্দ্রবতীকে ঢেকে পানের থালা নিয়ে নিমিষে যেন হাওয়া কুয়াশার ধূসরে শশীকলা অন্তর্হিত হয়ে যায়।

দেয়ালে ঠেস দেওয়া অবস্থায় মুনতাসিরের পিঠে টাটানি ধরে গেছে। নিজের আচ্ছন্নতা কাটাতে বিছানার চারপাশ হাতড়ায় মুনতাসির। জিভ দিয়ে মুখের ভেতর চক্কর চালায়, মুখে পান খাওয়ার চিহ্নও নেই। হ্যাঁ স্বপ্নই বলে নিজেকে ঝেড়ে নামতে গিয়ে ফের খটকায় পড়ে, শশীকলা গল্প করতে করতে কী এক ঘোরে মুনতাসিরকে এগিয়ে দেওয়া পানের খিলি নিজের মুখে পুরে নিয়েছিল। মা'র পান খাওয়া লাল ঠোঁট এগিয়ে আসছে আর পুরো ঘর পানের গন্ধে থই থই করছে।

এ-কি স্বপ্ন ? না সত্যিই ঘটেছে এ নিয়ে প্রশ্ন করে খামোখা শশীকলার সামনে নিজেকে পাগল প্রতিপন্ন করার সুযোগ দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তার আশপাশে শশীকলা এলেই তার মুখে নানা ব্যঞ্জনে গন্ধমাখা পানের গন্ধ পায় সে, আর তক্ষণই একেবারে বুক উতরোল করে মা'র কথা মনে পড়ে তার, মা'র গন্ধ পায় সে। তার ঘুমঘোরে হয়তো শশীকলা এই ঘরে ঘুরে গেছে। হ্যাঁ এটাই নিশ্চিত সত্য.,. ভাবতেই ভেতরের ধুলোকুয়াশা মুহূর্তেই হাওয়া হয়ে যায়, যেনবা একটা বিশাল স্বপ্ন ধকলের পর অবশ দেহটা নেতিয়ে পড়তে চায়। ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যেতে থাকে মুনতাসির।

৪

এইভাবে দিনগুলি রাতগুলি পেরোতে থাকে। পুত্রশোকে দিনের পরদিন ভেঙে পড়তে থাকা রঘু কাকাকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা না পেয়ে মুনতাসির এক সন্ধ্যায় বলে, দিনরাত আপনাদের ঘাড়ের ওপর বসে খাচ্ছি, এ ছাড়াও এই বাড়িটার প্রাচীন মায়ায় গুমোটতা আমাকে দিনের পর দিন অলস বিবশ করে তুলছে, আমি বরং এখান থেকে যাই।

বাবাকে সান্ত্বনা দিতে থাকা শশীকলা এইবার মুনতাসিরের দিকে তাকিয়ে স্বপ্রতিভ হয়ে কিছু বলতে চায়, বলতে পারে না।

আমার ঘাড়ে বইসা খাইতাছ বইলা আমারে লজ্জা দিয়ো না, তোমাগোর অনেক নুন আমরা খাইছি, কিছু শোধ হোক। তা ছাড়া এইখান থাইক্যা যাইবা কই ? বাবার বাসায় ?

ঘাই দিয়ে ওঠে পুষ্পিতার দেহ... তার রক্ত কণিকা বিষাক্তভাবে ছিটকে মুনতাসিরের পুরো অবয়বকে বিদ্ধ করতে থাকলে সে ছটফট করে বলে না না...। বাবার সঙ্গে জবরদস্ত কোনো গণ্ডগোল হয়েছে, আন্দাজটা পোক্ত হলে রঘু কাকা প্রশ্ন করে, তাহলে ?.

জানি না।

যেদিন জানবা, সেইদিন যাইয়ো। তুমি আসায় তুমি কিছু করো, না করো এই মরা বাড়িটাতে কিছুটা হইলে প্রাণ আইছে তাতে। আমার পোলাটারে কিছুটা হইলেও ভুইল্যা থাকি। আমি অনেক ছোড মানুষ... হের পরেও মনের ভাবনা আর অনুভবরে কে বান্দে ? আমি তুমারে মুখে ছোট বাবু ডাকতাম, কিন্তু ছোডবেলা থাইক্যা যখনই আমার কাছে আইছো, তুমারে আমার সন্তানের আদর দিছি... এ আমি জানি না... কেমনে জানি আমার ভিতর থাইক্যাই এইটা বাইর হয়া আইতো। এ্যাদ্দিন পর আইসা আমার খালি বুকটা অনেকটা ভরায়া দিছো তুমি।

সে জন্যই তো দিশা হারিয়ে পাক খেতে খেতে আপনার এখানে এসে পড়লাম।

তো ? এইবার শশীকলা মুখ খুলে, বাবা আইজ পুন্নিমা। উনারে নিয়া একটু নদীর দিকটা ঘুইরা আসো। বেবাক গেরাম ঘুমায়া গেছে, কেউ উনারে বিরক্ত করব না। পুন্নিমার আলো আর নদীর বাতাস খাইলে উনার ভিতরটা ফুরফুরা হয়া যাইব। পুরুষমানুষ কতদিন আর টানা ঘরে থাকতে পারে ?

আমার অভ্যাস আছে, অস্ফুটে বলে মুনতাসির। বোর্ডিংয়ের বন্দিজীবন পার হওয়ার পর আমি দিনরাত ঘরেই কাটাতাম... আমার কথা নিয়ে কেউ হাসত, কেউ তাজ্জব হতো কেউ টিপ্পনি কাটত। এইজন্যই মানুষদের আমি এড়িয়ে চলতাম। ওদেরকেই আমার যত ভয়।

আমি তো জানি আপনারে... শশীকলা যেন স্বপ্নে এসে কথা বলার মতোই মুনতাসিরের বুকে ঘা দিয়ে কথাটা বলে—এই জন্যই তো কইলাম বেবাক গেরাম ঘুমায়া গেছে... আসমান জল আলো বাতাসরে কিসের আবার ডর ? যহন সেই বাতাস সেই জল পুন্নিমার মতো অপূর্ব মমতার সঙ্গে বইতে থাকে ? বাবা তুমি উনারে নিয়া যাও, আমি উনার খাবার তৈরি কইরা রাখি। শহরের মানুষ, দেরিতে খাওনের অভ্যাস, এ্যাদ্দিন এইখানে থাইকাও পাল্টাইল না।

মেয়েটাকে এরকম মাঝে মধ্যেই মুখরিত দেখে রঘুর মনে বড্ড আরাম হয়। এ্যাদ্দিন মেয়েটাকে মনে হতো শত কষ্টের ভাঁজে চাপা পড়া এক অশরীরী ছায়া, এই বাড়িতে সত্যিই তৃতীয় একজন মানুষের দরকার ছিল যে এই ছায়া ভেদ করে, যে কিনা আবার জোয়ান হয়েও শিশুর মতো নির্মল।

গ্রামের পথে নেমে মুনতাসির বাকহীন বোধ করে। চাঁদ যেন জমাট বাঁধা ঘন ঘি-এর মাঝারি বাটি... বাতাসের ঠান্ডা হলকায় গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে পড়ে পুরো গ্রামটিকে থইথই আলোয় ভাসিয়ে রূপকথার রাজ্য বানিয়ে ফেলেছে।

এপাশটায় এখনো ধানকাটা শুরু হয় নি। কাঁচাপাকা ধানের তেপান্তরের মধ্যে শাড়ির কুচির মতো ঢেউ খেলে যেতে থাকে হাওয়া আলো। আল ধরে হাঁটতে হাঁটতে এই প্রথম স্বপ্ন আর বাস্তবতার পার্থক্য বুঝতে পারে সে। যখন ঘোরে পড়ে ভাবতে শুরু করে এটা স্বপ্ন, তখন রঘু কাকার কথন তাকে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে বাস্তবে আনতে থাকে।

এই গেরামে অহনও ধানকাটা শুরু হয় নাই। এই দিকের মাটির চিরকাল এই ধরন। কত কত সময় বন্যা, খরায় কৃষকের ধান নষ্ট হয়, গ্রামের কৃষকের কষ্ট ঘোচে না।

এইবার তো ঘুচবে... শস্যদানার অদ্ভুত বুনোগন্ধ নাকে টানতে টানতে বলে মুনতাসির, এইবার কত্ত ফসল।

আরে না না... এই দুঃখী গেরামের কপালে এইবারও সুখ নাই, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে রঘু কাকা, ফসল বেশি হইলে বাজারে ধানের দর কইমা গেছে। যেইসব এলাকায় ধানকাটা হইয়া গেছে সেইখান থাইক্যা এই দেশের কোটিপতি, ব্যবসায়ী, সরকার সস্তা দরে ধান কিন্যা মজুদ করতাছে। এই ধান বেইচ্যাই তো কৃষক সংসারের বেবাক খরচ চালায়... তুমি এইসব বুঝবা না ছোট বাবু...।

মুনতাসির কিছু একটা ঘোরের মধ্যে পড়লে রঘু কাকা তাকে চিমটি দেয়, কোন খোয়াবের চক্করে পড়ছ ? চমকে উঠে মুনতাসির, সে স্পষ্ট দেখছিল একজন নারী আল বেয়ে ধানের ডগা দুহাতে নাড়তে নাড়তে যেন ডানা উড়াল করে আসছিল... কিছুদূর আসতেই তার মধ্যে পুষ্পিতার ছায়া মূর্ত হতে থাকলে সে কাঠ হয়ে যাচ্ছিল প্রায়, রঘু কাকার চিমটি খেতেই মুহূর্তে সব উধাও... আশ্চর্য। রঘু কাকা চিমটি না দিলে এই দৃশ্যটা তার প্রচণ্ড সত্য বলে বোধ হচ্ছিল।

রঘু কাকাই তার জীবনের সত্যমিথ্যার এই বিপন্নতা জানে, আজ এই অপার্থিব প্রাকৃতিক প্রাঙ্গণে এসে তার মুখ থেকে উচ্চারিত হয়, রঘু কাকা এই পৃথিবীতে আমি একমাত্র আপনাকেই বিশ্বাস করি। আমি যদি কোনো কল্পনা বা স্বপ্নকে সত্য বলে বয়ান করি, তাহলে আপনি আমাকে চিমটি দেবেন, আমার কথায় সায় দিয়ে পর্দা ঢাকবেন না। আমি সেটাকেই ধ্রুব বলে মেনে নেবো, কথা দিন, রঘু কাকা, রঘু কাকা অদ্ভুত উচ্ছ্বাস নিয়ে তাকায় মুনতাসিরের দিকে, এ তুমি কী কইলা ছোট বাবু ? এই তো তোমার মগজের আউলা ঝাউলা কোষগুলান এক হইতাছে। ঠিক আছে, আমি যতক্ষণ থাকমু তোমার সঙ্গে, আমি তাই করমু, তুমি আমার চিমটিরে বিশ্বাস কইরো।

সঞ্চয় সমৃদ্ধির ভিত্তি
স্পেশাল
সেভিং স্কীম
ডিপোজিট
NCC BANK
এনসিসি ব্যাংক লিঃ
Where Credit and Commerce Integrates
www.nccbank.com.bd

আপনাকে অবিশ্বাস করলে যে এই পৃথিবীতে আমার ন্যূনতম বিশ্বাসের ভিতও থাকবে না... এইসব বলতে বলতে নদীর কাছে আসতেই ঠান্ডা জলের ঝাপটে আরামে অদ্ভুত অনুভূতির ঘোরে মুনতাসির কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

দুজন নদী পাড়ে নিঃশব্দে বসে পড়ে।

হুহু জ্যোৎস্না জল রঙধনুর সাত রঙের মতো নানা রঙ নিয়ে সাঁতরে সাঁতরে তীরে আসে ফের ফিরে যায়... আহ! এত সুন্দর আমি এই জনমে দেখি নি, অস্ফুটে উচ্চারণ করে মুনতাসির, মনে হয় ভেতরের যা গোপন যা অগ্নিময় যন্ত্রণার, তার সব উগলে দিয়ে ঝাড়া হাত পা পৃথিবীর দিকে এগিয়ে যাই।

তুমার জীবনে কী ঘটছে ছোটবাবু ? বাতাসের দমকে গমগমে শোনায় রঘু কাকার কণ্ঠ, বলো... বইলা হালকা হও।

চন্দ্রপ্লাবিত অদ্ভুত সুন্দর পৃথিবীটা ক্রমশ রক্তে ভেসে যেতে থাকলে ভয়ে ঘৃণায় কষ্টে রঘু কাকার হাত চেপে ধরে মুনতাসির, বলতে পারব না রঘু কাকা, গলায় রক্ত উঠে আসে, বিষ জমে যায়, যা ভাবতেই অসুস্থ হয়ে পড়ি তা কণ্ঠ দিয়ে বেরোবে না রঘু কাকা।

আন্দাজ হয় রঘুদেবের, নিশ্চয়ই তার বাবাকে কোনো লোমহর্ষক কাণ্ড করতে দেখেছে মুনতাসির, ফলে কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলে, থাক বইলো না, তবু একটা প্রশ্ন করি, তোমার বাবাকে তুমার মনে পড়ে না ? তার কাছে ফিরতে ইচ্ছা অয় না ?

না। এই মানুষটা আমার মায়ের স্বামী বলে, মা তাকে শ্রদ্ধা করত বলে করতাম... জলের তরঙ্গে তরঙ্গে মুনতাসিরের কথাগুলো ফিসফিস করে ভাসতে থাকে, মা'র মৃত্যুর পর, সেদিন ওই বাড়ি থেকে বেরোনোর পর তাকে নিয়ে আমার আর আনন্দ কষ্ট কিছু নেই। যে নিজের এক ফোঁটা বুকের উত্তাপ দিয়ে কাউকে বুকে টেনে নেয় নি কোনোদিন, যাকে নেয় নি, তার স্নায়ু কী করে তার প্রতি এক বিন্দুও আবেগিক হয় ? এ ছাড়াও আমার বুকের দাবদাহ এত তীব্র, মা ছাড়া আমার জীবনে আর সবার স্মৃতি ছায়া তার অনলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

উপরে আসমান পেছনে শস্যক্ষেতের যেনবা কাওয়ালির ধ্বনি ... সামনের বিস্তৃত জলরাশির সামনে মুনতাসিরের মুখে শোনা অন্তরের দাবদাহ বাক্যটা শুনে মুহূর্তে গুমরে চেপে রাখা রঘুদেবের অন্তরের আগুন দাউদাউ করতে থাকে... নিখিলের চেহারাটা ভাসে, শৈশবে মা'র আঁচল ন্যাওটায় বাড়ন্ত সময়টায় রঘুদেব ছিল মুনতাসিরের বাড়িতে। অল্প বয়সেই ওই স্থির বেদনাতুর ছেলেকে জড়িয়ে ধরে রঘু নিজ পুত্রের বিচ্ছেদ ভুলতে চাইত। নিখিলের মা'র কাছে নিখিল ছিল তার হৃৎপিণ্ডের অধিক। শৈশবে মেলায় একবার নিখিল হারিয়ে গেলে বাড়ি এসে স্ত্রীর মুমূর্ষু দশা দেখে যখন রঘুদেব ছেলের খোঁজে দিগ্বিদিক ছুটছে, ততক্ষণে পুত্রশোক সইতে না পেরে তার স্ত্রী বিষ খেয়ে ফেলেছে। পুত্রকে খুঁজে পেয়ে স্ত্রী হারানোর ভয়ে পাগলপ্রায় রঘুকে তখন ভালো হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে স্ত্রীকে বাঁচানোর উদ্যোগে মুনতাসিরের বাবা চিকিৎসার ব্যয় বহন করেছিল। সেই যাত্রায় স্ত্রী বেঁচে উঠলে কখনো ছেলেকে নিজের এক ফোঁটা চোখ ছাড়া হতে দিত না সে। ক'বছর পর পর শশীকলা তাদের জীবনে এলে ছেলেকে নিয়ে তার মা'র ব্যবহারের একবিন্দু পরিবর্তন হয় নি।

সেই মা...।

KanakChampa 2012

বুকের রক্ত গলগলিয়ে বেরোনোর বদলে দমকে বেরিয়ে আসে একটা প্রশ্ন... তোমার বাবা'র কোনো এক কুকর্মের কারণে আমি তোমাদের বাড়ি থেকে পলায়া আসছি, বলা যায় স্ত্রী ছাড়া একটা ছন্নছাড়া গেরস্থি জীবনযাপন করতাছি, আমি কইলে সহ্য করতে পারবা ?

পুরো পরিবেশের আবহে মুনতাসির ক্রমশ স্বপ্নের মধ্যে ঢুকতে থাকে, অস্ফুটে বলে, বলুন।

ধীরে ধীরে বলতে থাকে রঘুদেব, তার খোঁজে স্ত্রীর মুনতাসিরের বাড়ি যাওয়া। শশীকলাসহ পালিয়ে আসার বৃত্তান্ত।

রঘু কাকার হাতে রাখা মুনতাসিরের হাত শক্ত হয়ে ওঠে ? এরপর আপনার স্ত্রীর কী হলো ? কোনো খবরই জানেন না ?

অনেকদিন জানতাম না, একদিন আমার এলাকারই, মানে এই গেরামের, যে গেরামে আমার আদি নিবাস তোমার বাবা জানে না, তার লগে দেহা। কথায় কথায় সব বৃত্তান্ত শুইন্যা সে যা জানাইল... রঘু কাকার দীর্ঘশ্বাসে ফোঁপানি ওঠে, তুমার মা'র অনুপস্থিতিতে আমার বউরে অরা ছিঁইড়া খুঁইড়া খাইছে। হেরপর তুমার মা আওনের আগে আগে ডর দেহাইছে, যদি মুখ খুলে তয় সে নিখিলরে খুন কইরা ফালাইব। তোমার বাবা জানত নিখিল আমার বউয়ের সবচাইতে দুর্বল জায়গা...।

মুনতাসিরের বাবার প্রতি ঘৃণায় রঘু কাকার প্রতি মমতায় চোখে জল উপচে ওঠে... তারপর ?

এর বেশ কিছুদিন পর সেই ড্রাইভার গোপনে একজনরে দিয়া আমার কাছে আমার বউরে পাঠাইল। আমার বউ তখন এক বোবা প্রাণী... কতা কয় না... খায় না...।

শেষে বদ্ধ পাগল হয়া খালি শইল ঢাকে আবার খোলে, আর আমাগোর যারেই দেহে চিল্লায়... আমার পরান নাই, মাংস নাই হাড্ডি খাইবা ? তা দিমু না। আমার হাড্ডির অধিকার আমার চিতার...দূর হও! দূর হও...।

বিষের শাখাপ্রশাখা রঘু কাকার বুক থেকে মুনতাসিরের দাবাগ্নি অন্তরে ছড়াতে থাকে।

বাতাসের ঝাপটে নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে কিছুক্ষণ চুপ থেকে রঘু কাকা বলে, এরপর কী ? পাবনায় পাগলাগারদে রাইখা আইলাম। শুরুতে কাউরে তো চিনতোই না... তার পরানের পুত্র নিখিলরেও না। অহন মাসে মাসে নিখিল গেলেই শান্ত হয় হাসিখুশি থাকে, আমরারে অহনও চিনে না। তুমি জান না ছোটবাবু কী বিষ বুকে চাইপা বাপ-বেটি বাঁইচা আছি। নিখিলের খোঁজ নাই। আমি দেখতে গেছিলাম তারে, পোলার নাম লইয়া লইয়া হাসপাতালে চিক্কোর পাড়ে, ক্যান তার পোলা তার কাছে যায় না... তুমি আইসা আমার মিনিট মিনিট পরানে আগুনে অনেকটা শান্তি দিছো... তুমি সামনে থাকলেই কিছু সময় নিখিলরে ভুইল্যা থাকতে পারি।

আমার মা এই লোকটাকে দেবতা ভাবত ? মুনতাসির প্রায় কঁকিয়ে ওঠে, এই লোকটা সম্পর্কে মা কিচ্ছু না জেনে অন্ধ ছিলেন ? বলে চোখ বোজা অবস্থায় মুনতাসির বিড়বিড় করতে থাকলে রঘু কাকা কিছু মুহূর্ত হাঁ হয়ে থেকে চিমটি কাটে মুনতাসিরের গায়ে।

ক্ষুদ্র ব্যবসা ঋণ
সমৃদ্ধির বিশ্বস্ত বুনিয়াদ
এনসিসি ব্যাংক লিঃ
NCC BANK Where Credit and Commerce Integrates

হতচকিত মুনতাসির চিমটির ঘায়ে চোখ খুলে অনুভব করে তার চিন্তাভাবনার সব কাঠামো ভেঙে যাচ্ছে। দুটি চোখ বিস্ময় স্তম্ভিতভাবে রঘু কাকার আর্তকান্নামাখা মিশ্রিত চোখে বিদ্ধ... যা পুড়ে যেতে থাকা জ্যোৎস্নায় বড় বিচিত্র দেখাচ্ছে, সে হতভম্বের মতো প্রশ্ন করে, এইসব আমার দুঃস্বপ্ন ছিল না ? ও গড! ওই লোকটা আপনাদের সঙ্গে এইসব করেছে... বলে ডুকরে কেঁদে ওঠে মুনতাসির, ভালোবাসা ছিল না, কোনো গভীর অনুভব ছিল না, কিন্তু মানুষটা আমার বাবা, তার প্রতি ভয় ছিল, শ্রদ্ধা ছিল, ভাবতেই আমার বুক ফেটে যাচ্ছে রঘু কাকা, বলে রঘু কাকার কাঁধে মাথা রাখে, আপনার তাকে খুন করতে ইচ্ছে হয় নি ? কেবল কষ্ট বেদনা বুকে চেপে মাথা নুইয়ে সয়ে গেলেন সব ?

যেন ফিকে হয়ে আসতে থাকা জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাতটা চক্রাকারে ঘুরে ওঠে রঘুর মাথায়, দাঁতে দাঁত চেপে সে ফিসফিস করে উচ্চারণ করে, হইছে। হইছে। হয়।

৫

এই পুড়ো বাড়িটা, রঘু কাকা আর শশীকলার সঙ্গে ক্রমে ক্রমে মুনতাসিরের জীবনটা গভীরভাবে জড়িয়ে যেতে থাকে। নিখিলের খোঁজে দিনভর রঘু কাকা বিভিন্ন জায়গায় চক্কর খায়। এমপি সাহেব রঘুকে এড়িয়ে চললেও এমন সৎ নির্লোভ বিশ্বস্ত ড্রাইভারকে হাতছাড়া করতে না চাওয়ায় তার পক্ষে গোপনে যদ্দুর সম্ভব সাহায্য করার চেষ্টা করে। সরকারি চাকরি রঘুর। স্ত্রী-সন্তান দুর্ঘটনায় আহত হয়ে গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে এই মর্মে দরখাস্ত লিখিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটি দিয়ে রাখে রঘুকে। ডিসি সাহেবেরই খোঁজ নাই। একজন সামান্য রঘুদেব নামক ড্রাইভার কী কারণে এমন দরখাস্ত দিয়ে ছুটিতে আছে, তা খোঁজ করার ন্যূনতম মাথাব্যথা নেই কারও। মুনতাসির এক্ষেত্রে বাবার প্রতি ক্রোধ ভুলে বাবার সার্কেলের রথী-মহারথীদের সাহায্য চেয়ে ফোন করতে চায়। রঘু কাকা ভগবানের দিব্যি দিয়ে তাকে মানা করে, এতে করে মুনতাসিরসহ রঘু কোথায় আছে তার বাবা জেনে যাবে। ফলে শশীকলাকে নিয়ে রঘু বিশাল বিপদে পড়তে পারে। রঘু কাকা আর কোনো দুরবস্থার মুখোমুখি হওয়ার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। এদিকে উড়ো উড়ো খবর শোনে, মন্ত্রী সাহেব ডিসি সাহেবের এলাকায় এলে মিটিং শেষে রাতে মদ্যপ অবস্থায় তার দেশ-বিদেশে কীসব অবৈধ ব্যবসার কথা বলছিল... অন্যরাও মদে চুরচুর। ডিসি মদ্যপান করেন না... কিন্তু মন্ত্রীকে খুশি করতে মদ খাওয়ার ভান করছিলেন। মন্ত্রীর এ জাতীয় কথন সে মোবাইলে রেকর্ড করেছিল। এটা ওদের আসরে একজন লক্ষ করে তাকে ফোর্স করছিল মোবাইলটা ফেরত দিতে। কিন্তু কিছুতেই না মোবাইল না-তার ভিডিও করার স্বীকারোক্তি কিছুই আদায় করতে পারছিল না। পরদিন কাঁচা ভোরে গাড়িতে উঠে নিখিলকে নিয়ে সার্কিট হাউজ থেকে বেরোনোর পথেই একঝাঁক গুণ্ডাগোছের লোক তাদেরকে কীভাবে হাওয়ায় উড়িয়ে কোথায় গুম করে ফেলে– সেখানকার নিরাপত্তা কর্মীসহ কেউ জানে না। ডিসির খোঁজ নিয়েই পুলিশ যেখানে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে, সংবাদ কর্মীরাও এর চাইতেও বড় নৃশংস খবরের দিকে ঝুঁকে এই ব্যাপারটাকে আর খবর করছে না, সেখানে রঘুদেব তার এই পোনা মাছের চাইতেও সমাজে অবহেলিত তার ছেলের সন্ধানপ্রাপ্তির প্রত্যাশা কী করে করে ? কিন্তু পিতৃহৃদয় হাল ছাড়ে না।

মুহুর্মুহু মনে হয়, এই বুঝি দরজায় এসে দাঁড়াল নিখিল... এই বুঝি...।

ইতোমধ্যে পুরো দেশ শীতে ডুবে গেলে নির্বাচনী বাতাস উত্তাল হয়ে ওঠে। ভোট দেওয়ার দিন পুরোটা সময় গুম মেরে বসে থাকে রঘুদেব। সরকারি দল পরাজিত হয়, বিরোধী দল ক্ষমতায় আসে। ইতোমধ্যে লজ্জাজনক ব্যাপক অর্থ কেলেঙ্কারি করলে মুনতাসিরের বাবা ইসকান্দার আলী সরকারি দলে মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র হয়ে ভোট প্রার্থী হয়। বিরোধী দল জয়ী হয়ে সরকারি আসনে যায়। রঘুর মধ্যে কোনো তাপ-উত্তাপ নেই। কিন্তু এইবার মনেপ্রাণে মুনতাসির জীবনের প্রথম তক্কে তক্কে থাকে তার বাবার ফলাফলের প্রতি। তাকে গভীর বিষাদে ঢেলে এইবারও বিজয়ী হয়ে তার বাবা পার্টি বদলে বর্তমান সরকারি দলের এমপির মর্যাদা পায়। দাঁতে দাঁত পিষে রঘুদেব। জাঁহাবাজ পলিটিশিয়ান। একজন মানুষ সন্ত্রাসী খুনি খারাপ জেনেও তার অঞ্চলের থেকে তাকে ভোট দেয়, কেন ? বিস্ময়ে প্রশ্ন করে মুনতাসির। ভোট কার্য তো গোপনে সম্পাদিত হয়, সাধারণ মানুষ নিশ্চয়ই তার গোপনে দেওয়া ভোটটা কোনো বদমাশকে দেবে না।

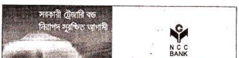
সরকারী ট্রেজারি বন্ড
নিরাপদ সুরক্ষিত আগামী
এন সি সি ব্যাংকের মাধ্যমে
সরকারী ট্রেজারি বন্ড-এ বিনিয়োগ করুন
NCC BANK
এনসিসি ব্যাংক লিঃ
Where Credit and Commerce Integrates
www.nccbank.com.bd

ছোটবাবু... দাপট আর প্রভাব এলাকাবাসীর আত্মার জল শুকায়া দেয়, রঘু কাকা হতাশ কণ্ঠে বলে, কারা কোন দলকে সাপোর্ট করে, কারে সাপোর্ট করে, এরা ঠিকই টের পায়, উপরে উপরে এরা ভিক্ষা মাগে, কানে কানে কইয়া আসে, এই নেতা না জিতলে ঘরে ঘরে তারা চিতা জ্বালাইব। কাড়ি কাড়ি টাকাও ঢালে। গরিব মানুষ এক দুই টাকায় বিকায়, ইলেকশনে পাওয়া টাকার সঙ্গে তারা গাদ্দারি করতে পারে না। নাহ... মাথায় কোষ এলোমেলো হয়ে যায়। এসব কথা একবারেই নতুন মুনতাসিরের কাছে, এই জলের মধ্যেই সে চিরকাল যত বাস করেছে তত এই ব্যাপারে তার মানসিক দূরত্ব ছিল সীমাহীন। আচমকা পূর্ণিমার চক্রাবর্তের মধ্যে বাবার সম্পর্কে এমন একটি ভয়ংকর নেতিবাচক ধারণা পেয়ে, তাকে স্বপ্ন ভেবে উড়িয়ে দিয়ে স্বস্তিতে বাঁচার বদলে তিলতিল করে তাকে আত্মায় সত্য বানিয়ে এক ধরনের তেতোবোধ তাকে দফায় দফায় পরিশ্রান্ত করে তুলছিল। এরই পথ ধরে ইলেকশান...এর নানারকম ছাপচিত্র নিখিলের গুমকে কেন্দ্র করে রঘু কাকার সঙ্গে রাজনীতির কথন এসব এই প্রথম... যেন নার্সারি পড়া কোনো ছাত্র যে কেবল স্বপ্ন আর বাস্তবতার ফারাক মেলানোর চেষ্টায় লিপ্ত ছিল তার কাঁধে এনে দেওয়া হলো মার্ক্স-এর পুস্তক...মাথা কেমন ভোঁ ভোঁ করতে থাকে মুনতাসিরের... শরীর খারাপ লাগে ? জিজ্ঞেস করে গ্লাসভর্তি পানি নিয়ে কাছে আসে শশীকলা... মুনতাসির পুষ্পিতার গায়ের গন্ধ পেয়ে ঝাপসা চোখে তাকায়... ওর নগ্নদেহ বিঁধে যাচ্ছে আরেক দেহের সঙ্গে, এগিয়ে থাকা গ্লাসে পানি নয়...রক্ত... শশীকলাকে ধাক্কা দিয়ে বমির পর বমি করতে থাকে মুনতাসির।

রঘু কাকার যেন হুঁশ হয়। ছেলেটাকে রাজনীতি তো দূরের কথা জীবনের যে-কোনো প্যাঁচঘোচ থেকে দূরে রাখতে চাইত তার বিবি সাহেব। রঘুও তা-ই সতর্ক থাকত... কিন্তু মুনতাসিরের সহজাত আচরণের কারণে আর নিজ জীবনের নানা বিপাকে পড়ে রঘুদেব ভুলতেই বসেছিল মুনতাসির যে আর দশটা মানুষের মতো স্বাভাবিক না। ভেতরে ভেতরে দুঃখিত হয়ে সাংঘাতিক উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে মুনতাসিরকে নিয়ে। লেবুপানি খাইয়ে যদ্দুর সম্ভব তাকে সুস্থির করে বিছানায় শুইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে সে।

রাতে বেহুঁশ জ্বর ওঠে মুনতাসিরের। বাবাকেও পরিশ্রান্ত দেখে মুনতাসিরের মাথায় জলপট্টি দিতে লিপ্ত থাকে শশীকলা।

কী এক বোধ অবোধ মুনতাসিরকে কাঁপায় থরো থরো। কলেজে মঞ্চায়িত নাটক। তপস্বী তরঙ্গিনী দেখে সে নিজ দেহে মনে এক অদ্ভুত কাঁপন অনুভব করেছিল। এর আগে কৈশোর সময়ে ছেলেদের দেহে যে পরিবর্তন ঘটে, কী এক তৃষ্ণায় উত্থিত পুরুষাঙ্গ অস্থির দাপাদাপিতে নিভে যায় ভিজে যায়... প্যান্ট... পায়জামা। অরণ্যের পশুরা যেমন নিজেদের অজান্তেই নিজেকে নানারকম অবস্থায় সামাল দিয়ে দিয়ে চলে তেমনি সহকর্মীদের এড়িয়ে কিছুই না বুঝে শরীর প্রকৃতির এ হেন ব্যবহারে যেমন বিপাকে পড়ে কান্না পেত তার তেমনি গোপনে সামলে সামলে চলতে শুরু করেছিল সে। বহু বহুদিন সেক্স কী বিষয় জানতই না সে। প্রাণীর প্রজনন বিষয়ে ক্লাসে যা পড়াত তার কিছুই মুনতাসির বুঝত না। সেই নাটক দেখে নিজের মধ্যে অদ্ভুত রোমাঞ্চকর স্বপ্নের দরজা খুলে গেল। সে অনুভব করল, তার দশাও ঋষি শৃংগের মতোই...। তরঙ্গিনী চরিত্রে যে অভিনয় করেছিল তার মতো কাউকে দেখে চমকে ওঠার জন্য তার

দেহের সঙ্গে নিজ দেহকে এক করে বিলীন হওয়ার জন্য সে নিজের ভেতরে যত ছটফট করত তত তা থেকে উদ্ধার পেতে ঢুকে পড়ত ভিডিও গেইম খেলায়।

দিনরাত ঘরের মধ্যে কর্মহীন বিচরণ। ইতোমধ্যে নানা চ্যানেলে নরনারীর ঘনিষ্ঠ দৃশ্য... গান... এতে করে এই সম্পর্ক সম্পর্কে একটি আন্দাজ হয়। মা যে খারাপ মেয়েদের ইঙ্গিত দেয় তার বাবার কাছবর্তী আসার জন্য, তাদের প্রতিও তার ঘৃণা তৈরি হয়, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ সেক্স সম্পর্কে দিনের পর দিন তার অভিশ্রান্ত প্রশ্নে খুব আশ্চর্যজনকভাবে তার সেই শহরে এসে যতটা সম্ভব পঠন-পাঠনে সমৃদ্ধ হওয়া পোশাক-আশাকে সনাতনি থাকা সেই মা-ই ধারণা দেয়।

তখন মা মুনতাসিরের বিয়ের কথা ভাবছিল। আচমকা দেয়ালে একটা টিকটিকিকে আরেকটার কাছে আসতে দেখে মা মুনতাসিরকে টেনে সেই দৃশ্যের সামনে দাঁড় করালো।

দুটি ছোট প্রাণীর মিলন দৃশ্যের সামনে থেকে মা লজ্জায় ঘরে চলে গেলে দেহের মধ্যে ফের কামনার অদ্ভুত এক বোধ তৈরি হয় মুনতাসিরের। এক ভোরে স্বপ্নে সে নিজেকে মঞ্চের সেই তরঙ্গিনীর বাহুলগ্নে দেখে তাকে চুম্বন করতে গিয়েও ছিটকে আসে, এই নারী তো তার নয়, একে মঞ্চে সে অন্য একজনের সঙ্গে যুক্ত দেখেছে... চুম্বনের আগ মুহূর্তে সে দুর্মর আবেগে যে হাতটি টেনে ধরেছিল... প্রত্যাখ্যান করতে করতে সে কাঁপতে কাঁপতে দেখে সেই হাতটি মা'র।

ডাকাডাকি করেও না জাগাতে পেরে সে ছেলের গায়ে হাতটি রাখতেই প্রথমে ছেলের আকুল টানের ভাষা বুঝে চমকে উঠেন। পরক্ষণই সেই হাতটাকে প্রত্যাখ্যান করে ছেলেকে লাফ দিয়ে উঠে বসে হাঁপাতে দেখে বিচলিত হয়ে পড়েন।

তিনি বিয়ের তারিখ এগিয়ে বাবার আগ্রহে অনাগ্রহেই যতটা সম্ভব সাদামাটা আয়োজনে ছেলের বিয়ে সম্পন্ন করেন।

বিয়ের রাতেই জীবনের প্রথম কোনো নারীকে বন্ধ দরজায় নিজ শয্যায় দেখে শিহরিত কম্পিত বিস্মিত। মা নিজ অনুভবে দেখেশুনে করিতকর্মা... দীঘল চোখ... অপূর্ব মুখের এক পরী নিয়ে এসেছেন তার জন্য।

এ আমার... এই বোধ মুনতাসিরকে এমন্ এক বিশ্বপ্রাপ্তির বোধ দেয় যার সামনে তার ভেতরের সব ছায়া সব আঁধারের বোধ মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অপূর্ব মুগ্ধতায় সে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তির দিকে তাকিয়ে থাকে।

কিছু বলবেন না? তীব্র অস্বস্তি নিয়ে একসময় পুষ্পিতাই কথা বলতে বাধ্য হয়।

কিন্তু বাকহারা মুনতাসিরের বোধিময় হাত সেই সুন্দরকে কাঁপতে কাঁপতে ছুঁতে ছুঁতেই যখন একটি দেহের সঙ্গে আরেকটি দেহ জড়াতে নেবে... মুনতাসিরের দেহ স্খলিত হয়

এরপর তরঙ্গিনীর মতোই সরল স্বামীর প্রেমে অভিভূত পুষ্পিতা ক্রমে ক্রমে মুনতাসিরকে সামলে নিয়ে নিয়ে আত্মবিশ্বাসময় পৌরুষদীপ্ত করে তোলে। ক্রমে ক্রমে সে মুনতাসিরের স্বপ্নবাস্তবতার ভ্রম সম্পর্কে অবগত হয়ে হয়ে ভেঙে পড়তে পড়তেই শাশুড়ির ভরসায় ঘুরে দাঁড়াতে থাকে।

এবং বাস্তবকে স্বপ্ন বলে বয়ান করতে থাকলে স্বপ্নকে বাস্তব বলে নিখুঁত কথনে ব্যস্ত হলে তাতে সায় দিয়ে যেতে থাকে। স্বপ্নের মতো এমন বাস্তবও আসত ওদের জীবনের অনেক মুহূর্তের মাঝে... তাকে বাস্তব বুঝেই যখন উদ্বেলিত হতো মুনতাসির পুষ্পিতার ভেতরটা আনন্দের জোয়ারে ভেসে যেত।

পুষ্পিতা... পুষ্পিতা... জ্বর ঘোরে বিড়বিড় করে মুনতাসির, এই তো তার মাথার কাছে বসে আছে পুষ্পিতা... তার মাথায় জলপট্টি দিচ্ছে... মুনতাসির এক অদ্ভুত আচ্ছন্নতায় শশীকলার হাত মাথা থেকে টেনে নিয়ে সেখানে চুমু খেতে থাকে... তুমি এত সুন্দর... এত সুন্দর... যেদিন প্রথম দেখি মনে হলো আসমান থেকে পরী নেমে এসেছে। শশীকলা প্রথমে। 'পুষ্পিতা' নাম শুনে ঘাবড়ে গেলেও নিমীলিত চোখ রেখে আলোছায়ার মধ্যে তার দিকে তাকিয়ে মুনতাসিরের কথন তার দীর্ঘ উপোস দেহমনে অদ্ভুত তরঙ্গের আচ্ছন্নতা ছড়াতে থাকে...জানো, এ জন্যই আমি তোমাকে কিছু বলতে পারি নি... তোমার চোখ... নাক ঠোঁট কোমর নিতম্ব... তোমার চলনে... সবকিছুতে এত জাদু এত ছন্দ... তোমার সেবায় এত মায়া... তুমি আমাকে ছেড়ে যেয়ো না পুষ্পিতা... পৃথিবীতে আমি একা হয়ে যাব... ফতুর হয়ে যাব... শশীকলা পুষ্পিতা নামের মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করে যখন মুনতাসিরের গভীর নিঃশ্বাসের কাছে নিজের অজান্তেই নিজেকে সঁপে দিচ্ছে। জ্বর উবে যাওয়ায় শ্রান্ত মুনতাসির প্রচণ্ড এক আরামের ঘোরে গভীর ঘুমে তলিয়ে যেতে থাকে।

৬

জানালা দিয়ে হুহু গ্রামের দিকে তাকিয়ে থাকে মুনতাসির। এই গ্রামের ওপর দিয়ে কতদিন কত ঋতু বয়ে গেছে, সে আসার পর সহসা আন্দাজ করতে পারে না। সে রাতে জ্বর ঘোরে পুষ্পিতা এসেছিল। সে তার বিছানার কাছে কপালে নিঃশ্বাসের অতি নিকটে তার অস্তিত্বকে জীবন্ত অনুভব করে ভুলে গিয়েছিল মুনতাসিরকে দেওয়া তার নোংরা নৃশংস আঘাত দেওয়ার কথা। দিনে ঘুম ভাঙলে কিছুক্ষণ তাই সে পুষ্পিতার প্রেমে আচ্ছন্ন হয়ে বুঁদ হয়ে বসেছিল, শশীকলা চা নিয়ে এসে দাঁড়াতেই প্রতি সকালে তার সামনে পুষ্পিতার চা নিয়ে এসে দাঁড়ানোর রূপ প্রতিভাত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ইমতিয়াজের সঙ্গে তার...। পুরো শরীরটা তীব্র একটা ঝাঁকুনি খায়। বোঁ বোঁ চক্করে মাথাটা ঘুরে উঠলে তীব্র ধাক্কায় সে শশীকলার হাত থেকে চায়ের ট্রে ফেলে দেয়।

কিছু পরে হতভম্ব হয়ে চেয়ে থাকা শশীকলার বেদনার্ত চোখের দিকে তাকিয়ে লজ্জায় অপরাধ বোধে বেকুব বনে যায়।

সেই থেকে শশীকলা মুনতাসিরের কাছ থেকে দূরে দূরে হাওয়া হাওয়া হয়ে বিচরণ করতে শুরু করলে মুনতাসির ঠিক ভাষা খুঁজে পায় না এই অবস্থায় একজন মানুষের কাছে কীভাবে দুঃখ প্রকাশ করলে সে আবার তার প্রতি আগের মতো স্বাভাবিক রূপে এসে দাঁড়াবে। এই ভাষা মুনতাসিরের জানা নেই। কিন্তু শশীকলার এই আচরণও তাকে অস্বাভাবিক নিঃসঙ্গ এক দুঃখময় পরিস্থিতির মধ্যে নিয়ে ফেলে।

এদিকে শশীকলার চিরস্থির জীবনে মুনতাসির যে এক ঢেউয়ের সঞ্চালন নিয়ে এসেছিল, সেই রাত আর ভোরে তার কাছ থেকে পাওয়া এক অস্বাভাবিক ব্যবহার শশীকলাকে লজ্জায়-অপমানে পাথর করে দেয়।

আশৈশব বেশির ভাগ সময়ই বাবার অনুপস্থিতিতে ভাইয়ের প্রতি অন্ধ মা'র অবহেলায় নিজের মধ্যে নিজেই একাকী গুমরে ঘূর্ণিপাকে ভেতরে ভেতরে নিজের এক জগৎ তৈরি করতে করতে বড় হয়েছে শশীকলা। ইসকুলে যেত, কিন্তু তার স্থির কথাহীন আচরণে কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব হতো না।

অহংকারী... হিংসুটে নানা আখ্যায়নেও সে কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে টিফিন টাইমে লাইব্রেরি থেকে নানারকম রূপকথার বই নিয়ে চলে যেত মাঠ পেরিয়ে স্কুলের শেষ প্রান্তে গাছের তলায়।

সেই সময় রাজকন্যাকে উঠিয়ে রাজপুত্রের উড়িয়ে নেওয়ার কাহিনিতে অনেক সময় ঘোর ঘোর স্বপ্নময় সময় পেরুতে থাকলে একসময় ঝাঁসির রানীর কাহিনির কথন তার মাথা এলোমেলো করে দিতে থাকে। সে কল্পনায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে যোদ্ধারত সেই রানীর রূপে নিজেকে অনুভব করে প্রচণ্ড শিহরিত হতো। এর মাঝে বেগম রোকেয়ার জীবনী বই, ফের তাকে আমূল বদলে দিতে থাকে। রাজকুমারের স্বপ্নময় প্রেম, ঝাঁসির রানীর প্রতি তার স্বামী রাজা গঙ্গাধরের ভালোবাসাকে উড়িয়ে গুঁড়িয়ে তার সামনে আসতে থাকে নারীদের প্রতি পুরুষদের নিপীড়ন নির্যাতনের দৃশ্য। তাদের অবরুদ্ধ করে রাখার চিত্র।

নিশ্চিত নিরাপদ আগামী
ওয়েজ আর্নারস ওয়েলফেয়ার ডিপোজিট পেনশন স্কীম
NCC BANK
এনসিসি ব্যাংক লিঃ
Where Credit and Commerce Integrates
www.nccbank.com.bd

এর মাঝে মুনতাসিরদের বাড়ি থেকে মা-কে ফেলে বাবা কী অজানা কারণে তাকে উড়িয়ে নিয়ে মফস্বলের বাড়ি-বাসা ছেড়ে দূর গ্রামে এই পোড়ো বাড়িতে নিয়ে আসার পর সত্যি সত্যি শশীকলার জীবনের চূড়ান্ত বদলগুলি ঘটতে থাকে। দিনরাত অবসরে বসে থাকা বাবার মুখে স্বপন আর বাস্তবতায় গুলিয়ে ফেলে জীবনের পথ হাঁটা এক যুবক তার বুকের পুরোটা জায়গা এমন আচ্ছন্ন করে ফেলে... ক্রমে ক্রমে সে মুনতাসিরকে নিজের অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য এক অংশ ভাবতে শুরু করে। অনেক অনেক সময় কেটেছে তার মুনতাসিরের মতোই স্বপ্ন আর বাস্তবতার মধ্যে তালগোল লাগাতে লাগত। নিঃসঙ্গ বাড়ির মধ্যেই অতি নিঃসঙ্গ বড় হতে থাকা মেয়েটির এ হেন আচরণ চাকরি পাওয়ার পর কালেভদ্রে শহর ফেরত আসা রঘুদেবকে ভয়ানক বিচলিত করে তোলে। শহর থেকে কিছুটা দূরে এই ক্ষয়িষ্ণু প্রাচীরে সান্ধ্য প্রদীপ জ্বেলে এক নারীর বিচরণ কেউ কেউ প্রত্যক্ষ করে গ্রামের কেউ এ বাড়ির সীমানায় আসত না। শুধু একবার কৈশোরোত্তীর্ণ সময়ে এই গ্রামেরই শহরে পড়াশোনা করারত এক মেয়ে ভূত ডরের ভয় বা বিশ্বাসকে তুচ্ছ জ্ঞান করে কাউকে না জানিয়ে নিঃশব্দে সন্ধ্যার পর তার বাড়িতে এসেছিল। পুরো রাতের ঘনীভূত আড্ডায় শশীকলার রূপকথার জগৎ থেকে নারী জাগরণের অধ্যায়, এরপর মাকে হারিয়ে নিজের একাকী জীবনে বাবার কথিত এক যুবকের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে দিবস রজনী কাটিয়ে যেতে থাকা শশীকলাকে প্রাণ বন্ধুত্বের উত্তাপ দিয়ে গ্রহণ করে। এরপর নিজে বিভিন্ন লোক সংস্কৃতি সংগ্রহের নেশার মাঝে চন্দ্রাবতীকে নিজের প্রাণে ধারণ করে কিছু কথন শুনিয়ে কিছু রচনাবলী শশীকলাকে দিয়ে বলে সে অন্তত শশীকলার জন্য মাঝে মাঝে এই গ্রামে আসবে।

এর মাঝে কী হয়, এক সন্ধ্যায় কিছু লোক এসে হাজির। শশীকলা কিছু বুঝে উঠার আগেই জেনে যায় প্রাণেশ নামের একজন যুবকের সঙ্গে এক্ষুনি তার বিয়ে হচ্ছে এবং রাতের ট্রেনেই তাকে শ্বশুরবাড়ি যেতে হবে।

প্রাণেশ নামের এই মাস্তান টাইপের লোকটাকে বাবার সঙ্গে আগেও দেখেছে শশীকলা, তার কামার্ত চোখকে তাচ্ছিল্য করেছে। বাবার অনুপসিস্থতিতে সেই ছেলে বলা যায় পিস্তলের মুখে মন্ত্র পড়ায়। কিছু ভাবা বা কাঁদার অবকাশের আগেই সে স্বামীর সঙ্গে নিজেকে ট্রেনে আবিষ্কার করে।

যেন স্বপ্ন দুঃস্বপ্নের মধ্যে শশীকলার বিয়ে হয়ে গেল। ট্রেনের দুলুনির মাঝে কানে ফিসফিস প্রাণেশের কণ্ঠ... গরম লাগতাছে ?

না।

আসলে ক্যামন একটা বিয়া হইল... প্রাণেশের কণ্ঠে হতাশ, না কী কিচ্ছু বোঝা গেল না... তোমার বাবা রাজা-রাজরাদের ডিউটি করে... তুমারে নিয়া চিন্তার সময় আছে তার ? কত শত্রু তোমাদের ... কত ঝুঁকি... তাই ঢোলে বাদ্য বাজল না। আমি আবার এইসব ঝুঁকিফুকির ধার ধারি না। পুরুষ মানুষের এত ডরাইলে চলে ?

তখন কিছুক্ষণের জন্য শিশুকালের রূপকথায় যায় শশীকলা... ট্রেন নয়... ঘোড়াতে বসিয়ে ভীত কন্যাকে যেন এমনই কিছু কাহিনি শোনাচ্ছে রাজপুত্র... কষ্টে ভয়ে দুমড়ে যেতে থাকায় খানিকটা ভালো লাগার জল জমে। এই পুরুষটা তার প্রেমিক ? সে-তো এই জীবনে রক্তমাংসের কোনো প্রেমিক দেখে নি। শহরে থাকতে টিভিতে ছবিতে দেখা দৃশ্যাবলি ধীরে ধীরে তার মধ্যে শিহরণ তুলতে থাকলে শ্বশুর বাড়ির রাজ্যির কোরাস ছাপিয়ে যখন ফুলশয্যার বিছানায় কম্পিত শশীকলা... কিছু ভালোবাসার কথা... হালকা আদর.. চুম্বন... এসবের অপেক্ষা করছে। যেন সাতজন্মের উপোস... দরজা বন্ধ করে শশীকলার কাপড়... ভিলেনরা যেভাবে টেনে খোলে, সেইভাবে খুলে বিভীষিকাময় যন্ত্রণার মধ্যে প্রাণেশ তাকে ধর্ষণ করে।

শশীকলা ?

মুনতাসিরের ডাকে চমকে ওঠে সে।

কী হয়েছে তোমার ? শরীর খারাপ ?

আঁচল টেনে নিজেকে সামলে নেয় শশীকলা, না তো। তুমি হঠাৎ এমন চুপ মেরে গেছ... অসহায় চোখে তাকায় মুনতাসির... আমার দমবন্ধ লাগে। সারাজীবন যখন যেখানে একা থেকেছি, তাতেই আমার স্বাচ্ছন্দ্য ছিল, মাঝে পুষ্পিতা...।

পুষ্পিতা কে ? জিজ্ঞেস না করে শশীকলা ফের জানালা আঁধারের অনন্তের দিকে তাকিয়ে থাকে।

যেন পুষ্পিতার ব্যাপারটা আচমকা আমূল গিলে ফের ধীরে এগোয়... তুমি এমন চুপ মেরে গেলে, স্তব্ধ হয়ে গেলে এই প্রাসাদটার যে প্রাণই চলে যায়...তুমি চারপাশে দেখো, চকমকি ইটপাথরের দেয়ালগুলো...ঝাড়বাতি...লণ্ঠন উড়ন্ত ঝালরগুলো যেন গুমরে গুমরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে বাঁচার জন্য... ব্যাকুল হয়ে আছে তোমার হাসির শব্দ, নিক্কণ ধ্বনি শোনার জন্য...।

শশীকলার সর্ব অস্তিত্বে আশ্চর্য অনুভবের তরঙ্গ বয়ে যায়, পরক্ষণেই হিমভয়ে সে মুনতাসিরের দিকে তাকায়, সে স্বপ্নঘোরের মধ্যে নেই তো ?

কেমন বিহ্বল আর কাতরতা চোখে নিয়ে তাকিয়ে আছে মুনতাসির... সে কোনো ঝুঁকি নেওয়ার ভয়ে নিজের অজান্তেই যেনবা মুনতাসিরের হাতে চিমটি বসায়...। মুনতাসির চমকে ওঠে প্রথমে, ফের হাসে, না... না আমি স্বপ্নে এসব বলছি না।

তো ? পুরো পলেস্তারা উঠা ক্ষয়িষ্ণু বাড়ির দিকে চোখ বুলায় শশীকলা, চকমকি ইট পাথর ? ঝাড়বাতি ? উড়ন্ত ঝালের ? এসব আপনি কী করে দেখছেন এই বাড়িতে ?

কেন তুমি দেখ না ? অবাক হয় মুনতাসির... এত পুরনো প্রাসাদের অদ্ভুত বুনো গন্ধের মধ্যে এই চমকগুলির মধ্যেই তো আশ্চর্য এক জাদু... যার টানে আমি পেছনের সব ফেলে কিছু চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই এ বাড়ির মায়ায় এসে আটকে গেছি। রঘু কাকা তার বাবার অমতে বিয়ে করলে তোমার ঠাকুরদা যখন তাকে জীবনের জন্য এই বাড়ির পথ বন্ধ করলেন... কত কতবার এই বাড়ির বর্ণনা, মায়ার কথা শুনেছি রঘু কাকার মুখে। কলেরায় তোমার দাদা-দাদির মৃত্যু হলে জমিসহ এই বাড়িটা তোমার বাবা তার অত্যন্ত বিশ্বস্ত একজনের কাছে হস্তান্তর করে রেখেছিলেন তোমার ভাইকে দেওয়ার জন্য। রঘু কাকা বলতেন জীবনের শেষ প্রান্তে তিনি এখানেই ফিরে আসবেন, কিন্তু তার আগেই।

আপনারে বাবা এত কথা কইছেন ? ফের যেনবা প্রাণ ফিরে পাওয়া শশীকলা মুনতাসিরের মুখোমুখি মুখর হতে থাকে, আপনি সব ফেলে বাবার মতন কইরা তার মুখে গল্প শুইন্যাই এই বাড়ির...?

রঘু কাকার প্রাণে বসা কিছু জায়গা আর মানুষের কথা যখন তিনি বলেন, সেগুলো আর গল্প থাকে না... যাকে বলে, সে সেই জায়গা দেখতে পায়, সেই মানুষকে দেখতে পায়, তাকে বুকের মধ্যে নিয়ে নেয়।

শশীকলার বুকে হাতুড়ির বাড়ি পড়ে।

প্রথম যেদিন মুনতাসির তার বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়েছিল, বাবার বর্ণনায় মুনতাসিরের যে রূপ তার মধ্যে তৈরি হয়েছিল প্রায় হুবহু তাকেই দেখতে পেয়ে সে বিস্মিত হওয়ার অবকাশ পায় নি, এই মানুষটাকে আগে সে দেখে নি। একে সে চিনে না। এদ্দিন ধরে এই ব্যাপারটা তার মাথায়ই আসে নি। কিন্তু মুনতাসিরের এখনকার কথায় সে তার ভেতরের ভেতরে বাস করা মানুষটির কাছ থেকে যেনবা নৈকট্যের হাতছানি পায় এবং তাতেই এমন বিহ্বল বোধ করে শশীকলা ভাষা হারিয়ে চুপ হয়ে যায়। এরকম অদ্ভুত স্বভাবের একজন মানুষ, যে নিজের মধ্যে আজীবন মগ্ন থাকতে পছন্দ করেছে, এখানে আসার পরও, তার সামনে গিয়ে শশীকলা কখনোই মানুষটার মধ্যে তেমন ভাবান্তর দেখে নি। আজ সে এইসব বলছে ? শশীকলার সরবতা নিশ্চুপতায় সেই মানুষ এই বাড়িতে এত শূন্যতা অনুভব করে ? শশীকলার বিয়ের পরও কোনো একটা শান্ত স্থির ছবি হয়ে এই মানুষটার

মহিলা উদ্যোক্তা ঋণ
এনসিসি ব্যাংক লিঃ
NCC BANK Where Credit and Commerce Integrates
www.nccbank.com.bd

বাস শশীকলার মধ্যে ছিল। লোকটার বিভ্রমময় পৃথিবীর বিচরণের মধ্যে কখনো বাবার কোনো কথায় তার কোনো রোমান্টিক রূপ সম্পর্কে যেহেতু বলে নি, শশীকলা ওই মানুষটার সঙ্গে নিজের ছায়াকে মিলিয়ে ফেলে কল্পনায় হাঁটত শুধু। কেউ কাউকে ছোঁয়ার অনুভব ঘটত না।

ফলে স্বামীর সঙ্গে বাস করতে গিয়ে সে নিশ্চিন্ত বোধ করত তার দাম্পত্যে তার নিজস্ব একান্ত জায়গায় বাস করা মানুষটি কোনোরকম বিরক্ত করত না বলে। কিন্তু বিয়ের ক'দিন গেলে রাতে তার ওপর হামলে পড়া স্বামীকে যখন প্রশ্ন করল, আমি আপনের বিয়া করা বউ। আমার বাধা আপত্তি কিছু নাই, তারপরেও আপনি অমন হামলায়া পড়েন কেন ?

যে বেটি কোনো বেডার সামনে নিজেরে পাইত্তা রাখে, হের প্রতি, হের শইল্যের কোনো আগ্রহ নাই। আমার মন ওইরকম বেশরম বেডিরে ঘিন্না করে। তোর তাচ্ছিল্যই তো আমারে পাগল করছিল।

কোনোদিন না চুম্বন না আদর... ঝড়ের মতো উড়ে যেতে শুরু করেছিল শশীকলার স্নায়ুর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বোনা বোনা রঙ তুলোগুলো... শিমুলতলায় কেবল খালি আঁটির ফরফরানি।

এরপর ক্রমে ক্রমে নামতে থাকল আরও নিকষ কালো অন্ধকারের যজ্ঞ। পাশের বাড়ির আয়েশাকে দেখত সে প্রায়ই রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত। যৌতুকের জন্য এই অমানবিক অত্যাচারে আয়েশা অতিষ্ঠতার চূড়ান্তে গিয়ে মধ্যবিত্ত বাবা-মা'র কাছ থেকে যদ্দুর সম্ভব এনে দিত। কিন্তু এতে চাহিদা বাড়তই সঙ্গে অত্যাচার। শশীকলা বলত, ক্যান এত সইহ্য করো, তোমার বাবা-মা'র অবস্থা তো অত খারাপ না... চইলা গেলেই পারো।

তওবা... তওবা.. আয়েশা ফিসফিস করত... মাইয়া হইছে পরের ধন। এইটা জাইনাও আমারে তারা যতটা যত্নে বড় করছে, এইটাতেই শুকরিয়া। মা কইছে, এই বাড়ি আমার নিজের বাড়ি আমার জীবনের শেষ ঠিকানা, এরা যেমনে রাখব তেমনি থাকাই আমার ধর্ম। হের পরেও না পাইরা গিয়া যখন হাত পাতি... নিজেরে কী যে ফকিন্নী লাগে।

নিজেদের আজব সংসারে আত্মীয় পরিজনহীন জগৎ বিচ্ছিন্ন জগতে শশীকলার প্রথমে এইসব অবস্থা দেখার দরকার পড়ে নি। কিন্তু সংক্রামক ব্যাধির মতোই আয়েশা এবং তার মতো এই গ্রামে বাসরত অনেক মেয়ের অবস্থা শশীকলার ওপরে এসেও পড়ল।

তোর বাপরে বল, ব্যবসা করুম, এক লাখ টাকা দিতে। এই কথার ভাপের হাওয়া উত্তপ্ত হয়ে নিশ্চুপ শশীকলার ওপর চাবুকের ঘায়ের মতো ফালি ফালি হয়ে পড়লে নিঃশব্দে চিরদিনের জন্য শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে এসেছিল সে।

পুরো ঘটনাটিই রঘুনাথকে এত হতভম্ব করেছিল, মেয়ে চলে এলে সে হাঁপ ছেড়েছিল, মেয়ে যেন আর না ফিরে যায় এই সিদ্ধান্তেও অটুট ছিল সে। কিন্তু রঘুনাথের অনুপস্থিতিতে ফের প্রাণেশ আসে। এই বার পিস্তল, জবরদস্তি নয় তার স্বামী কাকুতি-মিনতি করে শশীকলাকে নিয়ে যায়। ক'দিন পর ফের পিটুনি... শাশুড়ি ননদও যুক্ত হয়... গরম লোহার বাড়ি মৃত্যুকাতর দেহে পড়ে, তোর বাপেরে ক, সম্পত্তি বেইচ্যা দিতে, বিদেশ যামু।

ফের বাবার বাড়ি এসে নিঃসাড় পড়ে থাকে শশীকলা। আরেকদিন দৈত্য স্বামীর দাসরূপ... শশীকলার জ্বলন্ত দেহে মলম লাগায় আর কাঁদে... আমার মইধ্যে পিশাচ ভর করে, আমার হুঁশ থাকে না। মাফ কইরা দেও আমারে।

কিন্তু শশীকলার শরীর ফুলতে থাকলে হাসপাতালে ভর্তি হয় সে। একরাতে কর্মফেরত বাবাকে তাজ্জব হয়ে কাঁদতে দেখে আর শোনে–সে বলছে, লাখ টাকা দিছি, যা সম্পত্তি ছিল সব দিছি, তার পরেও...কী করমু... তোর মা নাই...আমি কখন কই থাকি, কে দেখব তোরে ? এরপরে দরকার হইলে বিষ খাইবি, অর বাড়ি যাই বি না। আমি আর পাপের বোঝা বাড়াইতে দিমু না।

কার লোন
এনসিসি ব্যাংক লিঃ
NCC BANK
Where Credit and Commerce Integrates
www.nccbank.com.bd

এরপর রঘুনাথ নিজের মধ্যে নিঃস্পন্দ চেপে রাখা সশব্দ শক্তিসহ ভেঙে পড়েছিল। রঘুনাথ আর শ্বশুরবাড়ি কিচ্ছুর বিনিময়ে যেতে দেয় নি শশীকলাকে, কিন্তু রঘুনাথের জগতে প্রায়ই বিচরণমান প্রচণ্ড বিনয়ী শ্বশুরসহ তার আশপাশের মানুষের প্রতি প্রতিনিয়ত নতজানু ছদ্মবেশী প্রাণেশকেও জামাই হিসেবে অস্বীকার করার শক্তি পায় নি। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই একসময় চতুর প্রাণেশ বিদেশে হাওয়া হয়ে যায়।

শিশুর মতো চোখ নিয়ে ফ্যালফ্যাল চেয়ে আছে মুনতাসির। নিজের ভেতর নিজের অজান্তেই রস কটাক্ষের বিন্দু জমে জমে যেন তবলাতোড় ধুম ওঠে। সে দাঁড়ায় এবং ড্রয়ারে ফেলে রাখা মলগুলো পায়ে পরে দাঁড়ায়, এরপর মুনতাসিরকে মহা স্বস্তিতে ফেলে আগের মতো হাসতে হাসতে হাঁটে, কিচ্ছু না, আসলে নিখিলদারে খুব মনে পড়ছিল। গরমমসলা চা বানাই, খাইবেন ?

হ্যাঁ খাব।

৭

এক সন্ধ্যায় রঘুনাথ বাড়ি ফিরে এলে সেই রাত্তিরে ফের ধুম জোসনার জোয়ার ওঠে। প্রচণ্ড শ্রান্ত বিধ্বস্ত রঘুনাথকে মুনতাসিরের কাছে পুরোপুরি ঢাল তলোয়ারহীন এক পরাজিত মানুষ মনে হয়। বিচলিত হয়ে উঠে মুনতাসির, রঘু কাকার এমন পরাস্ত অবয়ব সে কোনো অবস্থায় কখনোই দেখে নি।

কী হইছে বাবা ? খাবার প্লেট এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করে শশীকলা। কিছু না... খাবার প্লেট সরিয়ে যেনবা জোসনা রাতের বাতাসের নিঃশ্বাস নিতেই পথে বেরিয়ে পড়ে রঘুনাথ।

পেছন পেছন মুনতাসির।

হালকা হালকা কুয়াশা বইছে সবে...সমাচ্ছন্ন শীতের অদ্ভুত নেশালাগা বাতাস মুনতাসিরকে বিমোহিত করতে থাকলে প্রগাঢ় আলো আর পাতলা ছায়ার সঙ্গে মিশে যেতে থাকা লোকটাকে ডাক দেয় মুনতাসির... রঘু কাকা।

মানুষটি থমকে দাঁড়ায়। পেছনে তার দিকে ছুটে আসতে থাকা ছেলেটিকে আচমকা স্মৃতি হারানো সেই শিশু বলে ভ্রম হয়, যে দিগ্বিদিক হারিয়ে তার বুকে এসে ঝাঁপ দিয়েছিল। বুকটা হুহু করে তার।

মুনতাসির কাছে এলে রঘুনাথ সস্নেহে তার কাঁধে হাত রেখে হাঁটতে থাকে।

এই উজান অঞ্চলে কীসব শস্য দোল খাচ্ছে মুনতাসির জানে না, এই নিয়ে প্রশ্ন করারও ইচ্ছে নেই। হুহু শীতের ঝাপট আসে। গায়ের শালটা কষে জড়ায় মুনতাসির। বেশ দূরের ভাটি অঞ্চলে হাওরের জল হিংস্র হয়ে উঠলে কর্মবিহীন লোকেরা কেউ বউ বাচ্চা নিয়ে গুড়মুড়ি খেয়ে দিন কাটিয়েছে। কেউ কেউ বাঁধের ওপর গাঁজা টেনে... কেউ কেউ উজান অঞ্চলের আত্মীয়দের বাড়ি এসে। ধনী লোকদের দহলিজে সাপখেলা মুখোশ নাচ সংক্ষিপ্ত আকারে এসব হতো। এসব গল্পই মুনতাসির শশীকলার মুখে শুনেছে।

দু'জন নিঃশব্দে এগোয়। তারপরই বিস্তীর্ণ বাঁশবন। বকপাখিদের ডানার ঝাপট। বাঁশবনটা অতিক্রম করতে করতেই মুনতাসিরের ভেতরে অজানা বেদনা আর ঘোরের মধ্যে আচ্ছন্নের মতো এগোতে থাকে। ঝিঁঝিঁ ডাকছে একটানা...বাঁশঝাড়ের পথটা নিচ দিকে কিছুটা গভীরে গিয়ে ফের ওপরে উঠে গেছে। কী হয়েছে রঘু কাকার ? সেদিন এমনই এক জোসনারাতে সে তার বাবার লাম্পট্যের দুর্বিষহ পরিচয় পেয়েছিল। আজ সেই মানুষটার ভেতর দুর্নিবার ভাঙন।

ধীরে ধীরে একেবারে ফ্রিজে রেখে দেওয়া জমাট দইয়ের মতো শীতাংশু নদীটার সামনে তারা বসে।

এখানে বাতাস নেই। নিশ্বাসে শিশির টেনে আর্তকণ্ঠে মুনতাসির জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে রঘু কাকা ? আমাকে বলুন, বলে হালকা হোন।

কোনো গভীর বেদনাই কাউরে বইল্যা হালকা হওয়ার কিছু নাই, শ্লেষ কণ্ঠে হাসে রঘু কাকা। এর মইধ্যে প্রলেপ ঢালতে পারে 'সময়'। কিন্তু যখন জখম ঘা-ও বুক খুবলায়া খায়, তখন তার ওপর দিয়া সময় তো যাইতে চায় না ছোট বাবু, করাতের মতোন পার হওয়া হেই সময়টাই পার কইরা দেয় কার সাধ্যি ?

মুনতাসির ঠায় বসে থাকে। তার মুখ দিয়ে বাক্য বেরোয় না।

আমার স্ত্রী মারা গেছে... একটি বড় নিঃশ্বাস ফেলে রঘু কাকা বলে, এমনিতে মারা গেলে কোনো কষ্ট আছিল না। তার জীবন দিয়া যা গেছে এর আগেও তার মরণ অইলে সময় আমারে সেই কষ্ট সইহ্য করায়া দিত হয়তো, কিন্তু নিখিলরে দেখলেই যে মা সুস্থ হয়া উঠত, সেই নিখিল দিনের পর দিন না যাওয়ায় বুঝলা ছোটবাবু, মায়ের মন... 'আমার নিখিল আবার হারায়া গেছে...' এইসব চিক্কোর দিতে দিতে ডাক্তারের ইনজেকশনে ঘুম দিল ঠিকই... ঘুম ভাঙতেই ক্যামনে জানি কক্ষ থাইক্যা বাইর হয়া সে ছাদে উইঠ্যা ওইখান থাইক্যা লাফ দিল।

হিম দেহে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট বোধ করে মুনতাসির। আমার স্ত্রী আত্মহত্যা করছে ছোটবাবু...। চন্দ্র...নদী শিশির রাত্রিকে চক্রাকারে কাঁপিয়ে যেনবা ফুঁপিয়ে উঠতে থাকে প্রথম রঘু কাকা, এরপর ডুকরে ওঠে, আত্মহত্যা সে করে নাই... এইটা খুন... তোমার বাবা যদি তার ওই অবস্থা না করত সে পাগল হইত না, আর যে মন্ত্রী ডিসি সাইবের গাড়িসহ আমার পোলারে গুম করছে রটনা, তার সঙ্গে তোমার বাবা তার মাইয়ারে বিয়া দিছে কাইল। ওই ডিসির সঙ্গে আমার পোলারেও গিইল্যা ফালানির লগে তুমার বাবাও যুক্ত...ইসকান্দার আলী একসঙ্গে অনেক গেইম খেলে, ডিসির সঙ্গে তার কী কানেকশন জানি না... কিন্তুক আমার পোলারে উড়ায়া নিয়া আমার ওপর শোধ নিছে... তোমার বাবা একটা দানব...এইসব বড় বড় দানবে দেশের সমস্ত অঞ্চলের মাথা ভইরা যাইতাছে... আমরা কোটি কোটি অসহায় মানুষ কই যামু... কীভাবে বাঁচমু... তুমার বাবা...।

সে আমার বাবা না। মুনতাসিরের চিৎকারে রঘু কাকাসহ সেই স্তব্ধ নদীটাও কেঁপে ওঠে, আমি তাকে আমার বাবা মানি না।

পাতলা কুয়াশা কাটা চাঁদটা তীর্যক আলো ফেললে রঘু কাকা দেখে তার আলোয় ঘৃণায় ধিক্কারে মুনতাসিরের মুখটা কালচে হয়ে উঠেছে... আমি যদি পারতাম আমার দেহ থেকে কুচিমুচি করে তার দেহের যা রক্ত তা ফেলে দিতাম। হালকা বাতাস ওঠে... সেটাও আচমকা রঘুনাথের মুখে ঝড়ের ঝাপটের হলকা দেয়, তার দেহের মধ্যে যেন সারি সারি পিঁপড়ের দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়, তিনি যেনবা ভুতুড়ে কণ্ঠে মুনতাসিরের মুখোমুখি হয়ে ফিসফিস কণ্ঠে বলে, তুমি সত্যিই তা করতে চাও ?

হ্যাঁ চাই। আপনি কাটুন... কেটে খুঁজে খুঁজে সেইসব রক্ত ফেলে দিন... আপনি চিনবেন সেই রক্ত...তাতে আমাকে মরতে হলে মরব।

বিশাল একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস টেনে যেন বুকের ভেতর থেকে হাজার বছর আগের জগদ্দল পাথর সরিয়ে গভীর কণ্ঠে রঘু কাকা বলে... তোমারে ওইসবের কিছুই করতে হইব না। তোমার দেহে ওই ইসকান্দার আলীর রক্তের ছিটাফোঁটাও নাই।

ধনুকের ছিলার মতো টানটান হয়ে ওঠে মুনতাসিরের দেহ, মানে ? এসব আপনি কী বলছেন ?

এরপর রঘু কাকা এক এক করে যা বয়ান না করে তাতে কখনো মুনতাসির কম্পিত কখনো ভীত... শৈশবে যে নারীকে দেখেছিল সম্ভ্রম হারাতে, তাকে সিলিং ফ্যানে লটকাতে, সে-ই মুনতাসিরের মা ছিল। সেই বাড়ির সুন্দরী দাসী। এইসব কর্ম করেছিল ওই ভয়ংকর ইসকান্দার আলী। কোনায় দাঁড়িয়ে কাঠ হয়ে থাকা মুনতাসিরের দিকে তার কোনো খেয়াল ছিল না। স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে যাওয়া মুনতাসিরকে মাতৃস্নেহে তার নিঃসন্তান প্রথম স্ত্রী আগলে ধরলে তিনি এ নিয়ে আর মাথা ঘামান নি।

ওই দানবটার প্রাণেও নিজের প্রথম স্ত্রীর প্রতি একটা আলাদা মমতা ছিল।

জোসনা নয়, চারপাশে ছড়ায়িত অন্ধকার রাতের ভঙ্গুর দেয়ালের গুঁড়ো গুঁড়ো জন্মের কালো জলে ভরে যেতে থাকে বিভ্রম অবিভ্রমের সমস্ত ইতিহাস... জ্বরতপ্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে মুনতাসির, উনি আমার মা নয় ? যার উত্তাপে বড় হয়েছি পৃথিবী দেখেছি।

কেন মা হবে না ? কৃষ্ণের যেমন দুই মা ছিল, জন্মদাত্রী আর পালনকারী, তেমনি তিনি ছিলেন তোমার যশোধরা মা।

তিনি জানতেন তার স্বামী আমার জন্মদাত্রীর সঙ্গে কী করেছেন ?

জানতেন। তিনি বড় অসহায় আছিলেন। কিন্তু তোমাকে পালনে মমতায় তার কোনো ঘাটতি আছিল না ছোটবাবু...।

আমি তাকে ওই মানুষটাকে শ্রদ্ধা করতে রীতিমতো পূজা করতে দেখেছি রঘু কাকা... প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে মুনতাসির, আমাকেও তিনি তার চোখ দিয়ে তার শ্রদ্ধার রূপ দেখাতেন। একজন মানুষকে এত লোভী এত হিংস্র দেখার পরও...কান্নার প্রাবল্যে বুজে আসতে থাকে মুনতাসিরের কণ্ঠ, মানলাম ভয় পেতেন তাকে। কিন্তু এই জীবনে তাঁকে কোনোদিন নিজের সামনেও নিজেকে তার প্রতি ঘৃণা করতে দিতেন না।

এ মনের এক আজব খেলা... রঘু কাকার কণ্ঠ থিতিয়ে আসতে থাকে, তুমার মা'র কাছে সে ছিল এক অসমান সমান অন্ধপ্রেম...তাই তার যা কুকীর্তি... হিংস্রতা এ তিনি দেখেও পুরা সুস্থ মানুষ হয়াও নিজের আত্মারে বলতেন, এ তিনি দেখেন নাই, এ সত্য না... এতে তার আত্মা শান্তি পাইতো বইলা দিনের পর দিন নিজের আত্মারে নিজের অজান্তেই এইসব কুকীর্তি না দেখার লাইগ্যা বশ কইরা ফালাইছিলেন। তাতে তার নিজের বাঁচনের শান্তি হইছিল, তুমারেও সেই শান্তির পরশ দিবার পারছিলেন। জীবনে এমুন মানুষ আমি আরও দেখছি। এরা না থাকলে কত সংসার ভাইঙা খানখান হয়া যাইতো।

এটাকে আপনি সাপোর্ট করেন ?

এইটা তো কোনো যুক্তি না ছোটবাবু যে আমি এর পক্ষ বিপক্ষের সাপোর্টে যামু...এইসব আবেগের বিষয়ে কারও কোনো জোর চলে ? বাদ দেও... থরথরিয়ে কাঁপতে থাকা মুনতাসিরের হাতটা কষে চেপে রঘু কাকা বলে, তুমি মাঝে মইধ্যেই বলতা, তুমি খোয়াব দেখছ একজন নারীরে নির্যাতন করতাছে কেউ... একজন নারীর দেহ শূন্যে ঝুলতাছে...তার মুখ তুমার খুব চিনা...এহন তো জানলা ওইটা খোয়াব না, তুমার আম্মার মুখ এহনও মনে আছে ? মনে পড়তাছে তার সঙ্গে শৈশবের কোনো স্মৃতি ?

আম্মা ? ধবলতার ভূতলজুড়ে আঁধারের ঝাঁক ঝাঁক কুয়াশা জমে... নাহ! স্তর পড়ে গেছে সেইসব স্বপ্নদৃশ্যাবলিতে হাজার হাজার স্বপ্নের স্তূপের নিচে 'আম্মা' বলে বুকে রক্ত তুলে সে সেই নারীটির মুখ স্মরণ করতে চাইলেই তাকে সমূলে ঢেকে উদ্ভাসিত হয় তাকে পালনকারী মা'র মুখ। ঘোরের প্রচ্ছায়া নিয়ে সে রঘু কাকার দিকে তাকিয়ে সহসা তাকেও যেন চিনতে পারে না। তার জন্মদাত্রী-মাকে তার সামনেই ধর্ষণ করে সিলিং ফ্যানে ঝোলানো হয়েছিল...কী কঠিন নিষ্ঠুর মর্মান্তিক সত্য... যে করেছিল এই কাণ্ড, তার আশ্রয়েই মুনতাসির বড় হয়েছে। কী ভয়ংকর! ভয়ে কাঠ হতে থাকা মুনতাসির আচমকা যেন নিজেকেও খুঁজে পায় না। সে কে ? কীভাবে এত গভীর রাত্রে একটি নদীর কিনারে এসে বসেছে ? জ্বরতপ্ত বোধ হলে সে যখন শুকনো জিভ দিয়ে ঠোঁট ঘষতে থাকে তখন আচমকা কী এক হুঁশ হওয়ায় রঘু কাকা তাকে চিমটি দেয়...তখন প্রায় চিৎকার করে ওঠে মুনতাসির, আমি জানি আপনি যা বলছেন, তা স্বপ্নে ঘটছে না...কিন্তু রঘু কাকা আমার ভীষণ ভয় করছে...সেই নারীর মুখ মনে

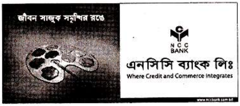

NCC BANK
এনসিসি ব্যাংক লিঃ
Where Credit and Commerce Integrates

প্রবন্ধ ভ্রমণ দীর্ঘ সাক্ষাৎকার গল্প কবিতা বিশেষ রচনা ঈদের রান্না বড় গল্প উপন্যাস কিশোর উপন্যাস নিসর্গ চিত্রনাট্য বিশেষ ফিচার রম্য স্বাস্থ্য নিবন্ধ

পড়ছে না... কিন্তু অকারণে প্রতিনিয়ত বেদনা হয়ে থাকা বুকের মধ্যে যেন একটা ঘা লাগছে...মনেই হতো, আমার প্রাণের বড় কোনো মায়ার অংশ আমার জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, সেটা কী ? খুঁজে পেতাম না। এখন যেন একটু একটু সেটা ছুঁতে পারছি...আমাকেও ওই লোক খুন করে ফেলবে... আপনি এ কী করলেন রঘু কাকা ? সেই রাক্ষসটা ঠিক জেনে যাবে, আমি এই সত্য জেনে গেছি, আমাকে সে আসমান জমিন খুঁড়ে বের করে ফালাফালা করে কাটবে...।

ধিক! ছোটবাবু ধিক! এইসব শুইন্যাও আপনার প্রতিশোধের ক্রোধ আপনেরে সাহসী না কইরা, ডরপুক বানাইতাছে ?

যেনবা কঠিন শীতে বরফের চাঁই হয়ে যেতে যেতে মুনতাসির বলে, আপনি ভয় পান না ? শশীকলারে নিয়া আপনি পলান নাই ? আপনার স্ত্রীর মৃত্যু আপনাকে সাহসী করেছে ?

দৃঢ় হয়ে উঠতে থাকে রঘু কাকার চোয়াল... ক্রমশ... উজিয়ে উঠতে থাকা নিজের শক্ত পেশিকে প্রশমিত করে মুনতাসিরের দিকে তাকায়, অস্ফুটে বিড়বিড় করে, মনুষ্য জগতের রিপুর মধ্যে যা আছে, তার তাড়নার দরকার, তার বহু কিছুই তুমার আছিল না ছোটবাবু... জীবনে তুমারে ভয় পাইতে দেখি নাই...পাও ভয়... ডরাইতে ডরাইতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকলেই জ্বইলা উইঠো।

আমাকে এখান থেকে নিয়ে যান...হুহু বিস্তৃত চরাচরের দিকে তাকিয়ে কাঁপতে থাকে মুনতাসির... এ জায়গা নিরাপদ না...আমি ঘরে যাব।

চলেন ছোটবাবু... এই তো আমি আছি, আমারে ধরেন, কেউ আপনারে কিচ্ছু করবো না... কেউ কিছু জানবো না।

৮

সে এক আজব ফাল্গুনের হাওয়া বইছিল হলুদ হলুদ সবুজ সবুজ গ্রামটিতে। প্রান্তরের পর প্রান্তর দৌড়াত কিশোর-কিশোরী। ওরা আশ্চর্য সব স্বপ্নের কথা বলত। যা ওরা দুজন ছাড়া কেউ বুঝত না।

মতিবিবি...।

কুদ্দুস...।

মতিবিবির যে-কী গানের কণ্ঠ। ভরদুপুরে যখন পুরো গ্রামে ঝিমুনি নামত... মেঘ নীহারিকা তুলো তুলো ফেনা তুলে উড়ত... মরা ইটখোলার ওপর দাঁড়ানো বিশাল বিশাল বৃক্ষের নিচে বসে মতিবিবি যখন গলায় সুর তুলত সম্মোহিত গ্রামবাসী ভাবত উজান দেশ থেকে আসা কোনো পাখির কণ্ঠ। আর আশ্চর্য হয়ে কুদ্দুস দেখত... মেঘের চলা থেমে গেছে...পশুপাখিকুল তাদের বিচরণ বন্ধ রেখে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে মতিবিবির দিকে।

কুদ্দুসের বাবা পুঁথির কথন বলে বলে এ গ্রাম ও গ্রাম ফেরি করত। কুদ্দুসের মুখেই মহুয়া সুন্দরী, বেহুলা, চাঁদ সওদাগর, ভেলুয়া সুন্দরীসহ নানা কাহিনি শুনে মতিবিবি বলত, তুমি ওদের রাজ্যে আমারে নিয়া যাইবা ?

এক অত্যাশ্চার্য অনিবার্য সত্যের মতো রূপ উপচেপড়া মতিবিবির দিকে তাকিয়ে কুদ্দুস বলত, তুমি নিজেই তো ওই রূপজগতের কইন্যা...একদিন কুদ্দুস মতিবিবির প্রেম কাহিনিও এই জগতের দ্বারে দ্বারে বিচরিত অইবো।

লজ্জায় বিমূঢ় নারী...সত্য ? প্রশ্ন করে ছদ্মতাচ্ছিল্যে যখন হাঁটতে উদ্যত হতো, কুদ্দুস বলত, দেহো দেহো আমার এই কথা শুইন্যা দুইন্যার প্রজাপতি আসমান ভাইঙা তুমার মাথার উপরে আইসা জমা হইছে, নিজের রূপ ভুইল্যা তারা তুমার রূপ দেখতাছে।

ঊর্ধ্বমুখী তাকিয়ে শূন্য আসমানের দিকে তাকিয়ে মতিবিবি অপার বিস্ময়ে বলত...তাই তো।

কুদ্দুস যা দেখাত, মতিবিবি তা দেখতে পেত, মতিবিবি যা বলত, কুদ্দুস তা বিশ্বাস করত, সে যদি রাতের বেলা বাঘ দর্শনের কথাও হয়ে থাকে।

ডাঙর বয়সে দুজনের বিচরণে বাধা এল।

অসম্ভবের দেয়াল ভেঙে ভেঙে গোপনে তাদের প্রেমাভিসার অব্যাহত রইল।

একবার কুদ্দুস বাবার সঙ্গে পুঁথির বয়ানে এক সপ্তাহের জন্য অঞ্চলের পর অঞ্চলে ঘুরতে যায়, তার বাবা অবাক হয়ে প্রত্যক্ষ করে তার ছেলে রচিত পুঁথির রাজ্য থেকে বেরিয়ে নিজেই অনর্গল বানিয়ে যাচ্ছে নতুন পুঁথি... যেখানে মতিবিবি দিঘিতে স্নান করলে দিঘির জল সোনালি হয়ে ওঠে, মতিবিবি গান গাইলে গোখরো সাপ ছোবল দিতে ভুলে যায়, মতিবিবির কথায় হাজার হাজার স্বপ্ন পুরো অঞ্চলকে আচ্ছাদিত করে রাখে। মতিবিবির কথিত রাজ্যে প্রভাবশালী সওদাগরের লোভ নেই, মনসার বিষ নেই, শত্রু, খারাপ এসব শব্দ বলে কিচ্ছু নেই। সবাই স্বপ্নচারী। গরিব ধনী একে অন্যের দুঃখে কাঁদে, হাসে।

সাত দিন পর গ্রামে ফিরলে কুদ্দুসের মাথায় সাত আসমান ভেঙে পড়ে। শৈশবে গ্রাম ছাড়া হয়েছিল কুদ্দুসের মামা। দূর থেকে খবর পেত, ডাকাতি, খুন নানা কিছুতে জড়িয়ে পড়েছে সে। গ্রামে সে ফিরে আসে যেনবা অজানা দেশের জমিদার বেশে। তার প্রচুর অর্থের জৌলুসে হুঁশ হারানো মতিবিবির পিতা কন্যার 'কবুল' শব্দ শোনার তোয়াক্কা না করে তার সঙ্গে মতিবিবিকে বিয়ে দিয়ে দেয়।

কেঁপে উঠেছিল শশীকলা, বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে রাতের টিমটিমে আলোতে তার মুখে বেদনার ভাঁজ স্পষ্ট ভাসছিল, তার মানে যে মাইয়া শত্রু কী, হিংসা কী, খারাপ কী, লোভ লাম্পট্য কী জানতই না, তার বিয়া হইল ? হ্যাঁ... কষ্টের ছলকি ছলকি ঢেউ রঘুর মুখেও খেলছিল। ছোডবেলায় কী আম-জামের সিজনে, কী শীতের পিঠায়, আমিও নানার বাড়িতেই পইড়া থাকতাম। তখন থাইক্যাই আমার আর কুদ্দুসের দোস্তি। সত্যিই মতিবিবির মুখ থাইক্যা চোখ ফিরানো দায় আছিল, কিন্তু দোস্তির বেইমানির ভয়ে পারতপক্ষে ওর দিকে তাকাইতাম না আমি।

হেরপরে কী অইলো ?

কুদ্দুস পাগল হয়া দেশান্তরী হইবো হইবো, এক রাইতে মতিবিবি তার কাছে পলায়া আইলো, কইলো, জান দিলে ওই জনমেও তুমারে পাইতাম না, ধর্মে এ মহাপাপ...আমারে তুমি এই দস্যুর কাছ থাইক্যা বাঁচাও।

হেরপরে ?

কুদ্দুস যেন পরানে জান ফিইরা পাইলো। দুইন্যার সাহস জমা হইলো তার মধ্যে, রাইতে ফিসফিস কইরা আমারে ডাকল। আমি তখনো চাকরি বাকরিতে ঢুকি নাই। তাগোরে লইয়া দিলাম ছুট...। খুব বিয়ানে আইসা গঞ্জের দেহা পাইলাম।

আম্মারে ছাইড়া দেও...অরে মাইরো না...আমি আম্মা ছাড়া বাঁচুম না...শশীকলা বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে করতে যখন মতিবিবি আর কুদ্দুসের দুনিয়া হাতড়াচ্ছিল... আচমকা পাশের ঘর থেকে এমন বাক্যাবলি শুনে চমকে উঠে দাঁড়ায়... হারিকেনের সলতে বাড়িয়ে বিড়াল পায়ে সেখানে গিয়ে দেখে, দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে বিস্ফারিত চোখ নিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে মুনতাসির কিশোর কণ্ঠে এসব আউড়ে যাচ্ছে। শশীকলা ছুটে গিয়ে তার হাত ধরে, কী হইছে ? কেউ কাউরে কিচ্ছু করতাছে না... ডরাইয়েন না... এই যে আমি আছি।

শশীকলাকে পেয়ে যেন ভূত ছেড়ে যাওয়া মানুষের মতো নির্ভার হয়ে ওঠে মুনতাসির। শশীকলা ভেবেছিল, তাকে আঁকড়ে ধরে মুনতাসির ভয়মুক্ত হতে চাইবে। যেহেতু জেগেছিল, বলবে, দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম, আপনি পাশে থাকুন, যাবেন না। কিন্তু শশীকলাকে তাজ্জব করে দিয়ে পুরো ব্যাপারটি সম্পর্কে বেমালুম বিস্মৃত হয়ে মুনতাসির ঝকঝকে কণ্ঠে বলে, কী হয়েছে শশীকলা ? ঘুম আসছে না ?

এই যুবকটি কে ? শশীকলার ভেতর থিতিয়ে থাকা বেদনাকর প্রশ্নগুলি যেন সশব্দে প্রকট হতে চায়। বদমাশ স্বামীটির সঙ্গে বিয়ের আগে একজন

cash bulk
0% fat. sporty. secured
globally local
NCC BANK
এনসিসি ব্যাংক লিঃ
Where Credit and Commerce Integrates
www.nccbank.com.bd

অদ্ভুত ভাবনার জগতে বসবাসকারী যুবক হিসেবে শশীকলার মধ্যে স্থির ছিল। কিন্তু এখানে আসার পর যত যত রূপে তাকে বিবর্তিত হতে দেখছে, মূর্ত হতে দেখছে শশীকলার আকর্ষণ তার প্রতি তত দুর্নিবারভাবে বাড়তে শুরু করেছে। বাস্তব স্বপ্নের ঘোর পেছনে কখনো জড়িয়ে ধরেছে তাকে, মুনতাসির কখনো বিহ্বল মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থেকেছে, কখনো তাচ্ছিল্যে নিজের মধ্যে বুঁদ হয়ে থেকেছে। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারেই রক্তমাংসের এত কাছে থেকেও এ যেন এত স্পর্শাতীত । এই গ্রামে যখন থুত্থুড়ি বুড়ির মতো গুটি গুটি পায়ে কষে শীত নামছিল। কেমন কেন জমে যেতে শুরু করেছিল মুনতাসির। এত শীত এই গ্রামে এর আগে নামে নি। পুরো গ্রামটা কুয়াশার শাদা চামড়ায় এমনভাবে ঢেকে গিয়েছিল...তার স্তর ছিঁড়ে ছিঁড়ে একফালি বাতাস এই পোড়া বাড়িতে পড়লেও শীতের কাঠিন্যেই যেনবা কঙ্কালের হাড়ের মতো মটমট শব্দ করত। মুনতাসির হিটারে অভ্যস্ত মানুষ। এ ছাড়াও বোর্ডিংয়েও কখনো তাকে এত শীতের মুখোমুখি হতে হয় নি। পুরো নির্জন বাড়িতে দুজন একাকী নরনারী।

এক রাতে বিছানায় গোঙাচ্ছিল মুনতাসির। গায়ে কষে শাল জড়িয়ে তার কাছে গিয়ে শশীকলা অনুভব করে, ঠান্ডা কম্বলের নিচে মুনতাসির যেন বিছানা নয়, বরফের সঙ্গে আটকে গিয়ে নড়তে পারছে না। তার কম্পিত নীল ঠোঁটে... হাত পায়ের পাতায় নিজের হাত দিয়ে ঘষতে ঘষতে টের পায় আগুনখেকো মানুষটি হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে শশীকলার উত্তপ্ত হাতকে দেহকে নিজের দেহের ঠান্ডা জায়গার সঙ্গে কষে বেঁধে টেনে টেনে নিতে চাইছে। মুনতাসিরের বুকের সঙ্গে শশীকলার স্তন চেপ্টে যাচ্ছে...দৈহিক কামনার পাগল ঘোর কাকে বলে জীবনে প্রথম অনুভব করে শশীকলা...ক্রমশ নিজের কাপড়ের বল্কল থেকে নিজেকে খুলতে খুলতে মুনতাসিরের উষ্ণ হয়ে উঠা কম্বলের নিচে সেঁদিয়ে দিয়ে পুড়ে খাক হওয়ার জন্য উন্মাদ হতে চাইলে আচমকা ধাক্কা দেয় মুনতাসির, সরো সরো, তোমার ভুল হচ্ছে, তুমি স্বপ্নে পড়েছ, আমি তোমার হাজব্যান্ড নই, সে তো... ।

জল হয়ে যাওয়া শরীর নিয়ে নিজের প্রতি, মুনতাসিরের প্রতি লজ্জায় ধিক্কারে টানা একদিন শশীকলা প্রায় ঘরের কোণে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল। কিন্ত যথারীতি তাকে বিস্মিত করে দিয়ে মুনতাসির বলে, সারা ঘর খুঁজে তো ভয়ই পেয়ে গেলাম, আমাকে চা না খাইয়েই তুমি না আবার কোন জরুরি কাজে কোথাও চলে গেছ। তোমার হাতের সুগন্ধি চা না খেলে তো বুক তেষ্টায় আমার মরণ দশা হয়, তার মধ্যে আবার এমন শীতে... তা তুমি এই কোনায় এসে লুকিয়েছ কেন ? শীতের ভয়ে ?

কেন ? এই কোনা কী শীত অঞ্চলের বাইরে ? তেতে উঠেছিল শশীকলা, আর এত চিন্তারই বা কী ছিল ? আমি কি কোনো সময় বাইরে যাই ?

তা যাও না। কিন্তু চিন্তা, ভাবনা, টেনশন, স্বপ্ন এইসব ব্যাপার এমন আচমকা আসে, দুর্বল হতে থাকলে যুক্তি খোঁজার অবকাশ পাওয়া যায় না। এসো চা খাই, আর জম্পেস গল্প করে করে শীত তাড়াই।

জম্পেস গল্প করবাইন, আপনে ? কুণ্ঠা ঝেড়ে দাঁড়ায় শশীকলা, আপনার কতা শুনলে শীত আরও বাইড়া যায়।

আরে না...না এ তোমার মিথ্যা অভিযোগ... কত জম্পেস গল্প আমি জানি, তুমি কী জানো, ওকে শোনো, আজ এক অদ্ভুত গরম দেশের গল্প করব... যার আকাশ বাতাস মাটি সমুদ্রে এত গরম যে সেই গরমের তেষ্টা মেটাতে সেই অঞ্চলে সারা বছর চব্বিশ ঘণ্টা খালি বরফ পড়ে।

হইছে হইছে থামেন।

যেনবা মাঝখানে স্থিরমত্ত বাতাস, মটকা মেরে পড়ে থাকা শব্দ ধ্বনি, যেনবা নির্জীব বিকল সময় দু'জন মানুষের মাঝখানে স্থির...এবং তা ভাঙতেই বিছানা থেকে নেমে আসে মুনতাসির, আমারও ঘুম পাচ্ছে না। চলো আমরা বাইরের ঘরে গিয়ে বসি, তুমি চন্দ্রাবতীর পালা পাঠ করো, আমি শুনি।

৯

সেই জ্যোৎস্নারাতের পর এক হুঁশ বেহুঁশ অবস্থায় কেটেছে মুনতাসিরের জীবন। জীবনের টানে কাজের টানে মরীচিকার মরুভূমির মাঝে সন্তানের খোঁজে শশীকলার ওপর মুনতাসিরের ভার ছেড়ে বেরিয়ে গেছে রঘুদেব।

মুনতাসির যতবার মনে করতে চায় তার গর্ভধারিণী মা-কে নিয়ে তার শৈশব স্মৃতি... তত তার বুকে এমন ঘনঘন বল্লমের ঘা লাগতে থাকে যে, সেই ঘা থেকে বেরোনো রক্তস্রোতে ভেসে যাওয়ার ভয়ে সে কাঠখুটোর মতো যে কোনো কিছু আঁকড়ে ধরতে চায়...নিঃসীম শূন্যতা শুধু... তলানোর আগে বাঁচার শেষ আর্তনাদের আগেই সে শক্ত একটা হাত পায়, শশীকলার...শিশুর স্নেহে শরীরে থাপ্পড় দিতে দিতে বলে, যা ভাইব্যা কষ্ট হয়, যন্ত্রণা হয় তা ভাববেন না। ফুল পাখি প্রজাপতির রাইজ্যে ঘুরতাছেন, ভাবেন।

মৃত্যুময় যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে তা-ই করার চেষ্টা করে মুনতাসির। এই প্রথম রঘু কাকার কথাগুলোকে সে সজ্ঞানে 'স্বপ্নে শুনেছে' বারবার এভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। কিন্তু দিকপাশহীন বিভ্রমে ঘাই খেতে খেতে তার কান্না পায়। সে কাঁদতে পারে না। মুনতাসিরের এই অসহায় অবস্থা সহ্যাতীত যন্ত্রণা দিতে শুরু করে শশীকলাকে। সে নিজের আবেগ, অপমান বোধ, অভিভূত বোধ এর টানকে আপাতত জলাঞ্জলি দিয়ে মুনতাসিরকে তার নিজের মতো আগের সহজ স্বাভাবিকতায় আনানোর চেষ্টায় কঠিনভাবে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

মানুষ মানসিক যাতনায় বিপর্যস্ত হলে শীত তার হৃৎপিণ্ডকে আরও বেদনার যাতনে নীলাভ ভয়ে ডোবাতে থাকে। ফলে শীত চলে যেতে থাকলে শশীকলা অনেক বেলায় ঘুম থেকে উঠা মুনতাসিরকে টেনে জানালার কাছে নিয়ে যায়, হুহু রোদে মুনতাসিরের প্রাণে আরাম হতে থাকলে বিস্তৃত জমির তরঙ্গিত ফসলের দিকে তাকিয়ে মুনতাসির বলে, বড় আজব এই গ্রাম, এ বাড়িতে আসার পর কোনো মানুষ দেখলাম না।

মানুষ আছে, হালকা কণ্ঠের তুড়ি বাজিয়ে শশীকলা বলে, আমরা ওদের দেখতে পাই না।

কেন ?

কারণ ওরাও আমাদের দেখতে পারে না।

কেন ?

আমরা ভেতরে ভেতরে কেউ আসলে কেউ কাউরে দেখবার চাই না। দেখবার চাই না বলে ওরা এইডারে ভূতের বাড়ি বইল্যা এই বাড়ির দূর সীমানাও মাড়ায় না, আর এই অভিমানে এই বাড়িতে যারা থাকি তাদের মনের চক্ষু আপনে আপনেই বন্ধ হয়া যায়, মনের চক্ষুর বাধার কারণে বাহির চক্ষু সব দেহে, ওগোরে না।

হ্যাঁ আমি যখন এ বাড়ি আসছিলাম, তখনই এমন শুনছিলাম, মুনতাসির বলে, কিন্তু এই বাড়িতে এমন কী আছে যে এই বাড়িতে যে থাকে তার মনের চোখ এসব ব্যাপারে আপনা আপনিই বন্ধ হয়ে যায় ?

চায়ে চুমুক দিয়ে শশীকলা গভীরভাবে কিছু ভাবে, মুনতাসিরের মন ভাবনা অন্যদিকে ধাবিত হচ্ছে অনুভব করে খুশি খুশি গলায় বলে, আমার ঠাকুর্দার বাবা বড় মানে যাকে আমরা তালইমশাই বলি, তিনি পুণ্যবান মানুষ আছিলেন। এই গেরামের জমিদারের বাগানবাড়ি আছিল এই বাড়িটা। আমার তালইসাব তার খাস নায়েব আছিল।

একবার এই বাড়িতে নাচতে নাচতে জমিদারের প্রেমে ডুইব্যা থাকা এক বাইজি বিষ খায়া মরণের কোলে ঢইল্যা পড়ে। বলতে বলতে একটু নিঃশ্বাস টানে শশীকলা, মুনতাসির চায়ে চুমুক দেওয়া ভুলে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

হের পরে জমিদার হন্তদন্ত হয়া খাড়াইতেই দেহে আজীব লীলা। লাশ পইরা রইছে, তার ভিতর থাইক্যা

pocket money
+
savings
=
youngster banking
23
× 4
92
24
× 4
96
এনসিসি ব্যাংক
ইয়াংস্টার ব্যাংকিং
এনসিসি ব্যাংক লিঃ
NCC BANK Where Credit and Commerce Integrates
www.nccbank.com.bd

আরেকটা হুবহু দেহ ছুরি হাতে খাড়াইয়া জমিদারের দিকে আগায়া যাইতাছে। বেবাকে ডরায়া ছুট দিল।

আমার তালইমশাই নায়েবি বাদেও মন্দিরের পুরোহিতের কাজে সাহায্য করতেন। শিব আর মা কালীর বিরাট ভক্ত। জমিদার তো ডরে অজ্ঞান অবস্থা। তালইমশাই তার সামনে আইয়া খাড়ায়া কালী আর শিবরে ডাইক্যা চিল্লায়া ওই নারীরে কইল, সাহস থাকলে আমার বুকে ছুরি বসা...।

অস্ফুটে প্রশ্ন করে মুনতাসির, তারপর ?

এরপর আজব এক তুফান উঠল। সেই তুফানে বাইজি মহলের সব সাজন নষ্ট হয়া গেল। জমিদারের পেছনে পার্বতী শিবের মূর্তি কইথাইক্যা যে উইড়া আইলো... তা এই ঘরের কোনায় আপনি আপনিই স্থাপন হয়া গেল... হেরপরে শিবের গলা থাইক্যা সাপ নাইম্যা ছোবল দিয়া ওই অশুভ আত্মার সব শক্তি ছিনায়া জমিদাররে রক্ষা করল। হের পরে জমিদার কেমুন জানি সন্ন্যাসী টাইপের হয়া গেল। তালইমশাইরে এই বাগানবাড়ি লেইখ্যা দিল। ওই ঘটনার পর এই বাড়ির নিজেরই কেমুন জানি একটা শক্তি হয়া গেল... এ ছাড়াও হেইদিন মাকড়সার কাহিনি তো আপনেরে কইছিই।

মুনতাসির ক্রমশ মায়ের মৃত্যু বাবার প্রতি হিংস্রতা ভয়ের জগৎ থেকে বেরুতে শুরু করে। আজব মেয়ে এই শশীকলা! এদ্দিন যাবৎ সে এই বাড়িতে আছে, এসব নিয়ে কোনো টুঁ শব্দও করে নি। এখন যখন মুনতাসির একটা ভারসাম্যহীন তল অতলে গড়াচ্ছে তখন এই তো, গতকালই রাতে ভাত খেতে খেতে তুলেছিল এই গ্রামকে ঘিরে আজব এক কাহিনি।

রঘুদেব তখন কিশোর। সে হঠাৎ জ্বরে শয্যাশায়ী হলো। সে কি বেঘোর উত্তাপ! ঠাকুর্মা তখন বাবার বাড়িতে। খবর পেয়ে আসবে আসবে করছে। এর মাঝে ওষুধ কিনতে ঠাকুর্দা গেছেন বাইরে। ঘরে সন্তান কাজের ছেলের পাশে। তড়িঘড়ি ফিরবেন, তখন দেখেন সমস্ত গ্রাম কালো আর সবুজ ধোঁয়ার মিশেলে অদ্ভুত এক মৃত্যুময়ী ঘ্রাণ ছড়াচ্ছে। নদীর ঢেউ সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো আছারি বিছারি করছে, আর নদীর ওপার থেকে হাজার হাজার বাজপাখির মতো কী যেন উড়ে আসছে। তাদের ভোঁ ভোঁ কানফাটা শব্দে গ্রামের ভয়ার্ত মানুষ ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ওরা এসে গ্রামের ঘরবাড়ি মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে সবাই তাজ্জব হয়ে দেখে, বাজপাখি নয়, ওগুলো হাজার হাজার ক্ষুধার্ত মাকড়সা।

সেই মাকড়সার ঝাঁকে পুরো গ্রামের গাছের একটি পাতা পর্যন্ত ঢেকে গেল। এদের রাক্ষুসে কামড়ে মানুষ ঘরবাড়ি সব মুহূর্তের মধ্যেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

এরপর পুরো গ্রাম খেয়ে তৃপ্ত হয়ে সেই মাকড়সার ঝাঁক নদী পাহাড় ছেড়ে অজানা দেশে হারিয়ে গেল।

তোমার ঠাকুর্দা ? বাবা ? মুনতাসিরের বিস্ময় চরমে, তোমাদের এই অক্ষত বাড়ি ? কীভাবে ?

এরপর একে একে যা বয়ান করেছিল শশীকলা, মুনতাসির রীতিমতো ভাষা হারিয়ে ফেলেছিল।

এই বাড়ির ওপরও তারা ঝাঁপ দিয়েছিল। কিন্তু কিছু পলেস্তরা উঠিয়ে বাড়িটাকে যত তারা ক্ষতবিক্ষত করছিল তত তাদের মুখ ভোঁতা হতে শুরু করেছিল। ঘটনার ভয়াবহতায় রঘুদেব জানালার চিপা দিয়ে দেখছিল এই বাড়ির সামনে তেমনি মুখভোঁতা মাকড়সা পড়ে কাতরাচ্ছে। পুরো গ্রাম শ্মশান হয়ে গেল। শুধু এই বাড়িতে থাকায় রঘুদেব আর তার কাজের ছেলে বেঁচে যায়।

আর তোমার ঠাকুর্দা ?

আমার ঠাকুর্দারেও তো মাকড়সা খায়া ফালাইছে।

কী ইইই ?

হ্যাঁ ওষুধ কিইন্যা ফিরার পথে ঠাকুর্দাও পড়ছিল ওই মাকড়সাগোর পাল্লায়, হের পর বাবা অনেক কষ্টে কাজের পোলারে লইয়া ঠাকুমার বাড়িতে চইলা যায়। আমার ঠাকুর্দা মাকড়সার পেটে চইল্যা গেলে ঠাকুরমার সেই কী দিশাহীন অবস্থা। বিশ্বাস না হয় বাবারে জিগায়া দেইখেন।

এরপর শশীকলার বয়ানে যা শুনেছে মুনতাসির, বহু বছর এই গ্রাম বিরানভূমি ছিল। কিন্তু এই ছোট দেশের মানুষ বিভিন্ন জায়গা থেকে সহায় সম্বল হারিয়ে—সুনামী বন্যায় সব হারানো মানুষ যেভাবে ফের সেখানে ঘর তোলে মাকড়সার কাহিনিকে অবিশ্বাস অগ্রাহ্য করে এ অঞ্চলে চাষ শুরু করে। কিন্তু তারা আর যাই অবিশ্বাস করুক, পুরো শ্মশান গ্রামে এমন একটি পোড়ো বাড়িকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এর ধারে কাছে আসা ছেড়ে দেয় ভয়ে। বাবার শৈশব-কৈশোরের সঙ্গে এই বাড়ির নাড়ির টান অপরিসীম। কিন্তু অমন একটি ভয়ানক কাণ্ড নিজের চোখে দেখে, এর মাঝে নিজের বাবাকে হারিয়ে এখানে আসতে তার কষ্ট হতো। কিন্তু কী এক দুর্বিপাকে পড়ে মুনতাসিরের বাড়ি থেকে শশীকলাকে এই বাড়িতেই নিয়ে উঠেছিল রঘুদেব শশীকলা জানে না।

কিন্তু রঘু কাকা যে বললেন বিয়ে না মেনে নেওয়ায় তাকে তার বাবা তাড়িয়ে দিয়েছিল ? হাসে শশীকলা, তবে আপনের ওই বয়সে মাকড়সার কাহিনি কয়া আপনার মাথা নষ্ট করতেন ?

চন্দ্রাবতীর টানে তুমি যেন কোথায় চলে যাও ? প্রসঙ্গ পাল্টায় মুনতাসির একবারও তোমাকে যেতে দেখলাম না যে ?

মুনতাসিরের কথায় প্রথমে শশীকলা চমকে উঠে, কিছু পরেই নিজেকে সামলে বলে, বাড়ির অতিথি ফালায়া কেউ এভাবে যায় ? আমি গেলে আপনার কী হইবো ?

আমি আসলে বুঝতেই পারি না এসব, ইতস্তত বোধ করে মুনতাসির, আমি এখানে থেকে কত অসুবিধায় ফেলেছি তোমাদের। কিন্তু সব মিলিয়ে এমন ফাঁসগেরাতে আটকে গেছি, আমি এখান থেকে কোথাও যাওয়ার পথও খুঁজে পাচ্ছি না।

শশীকলার আধবোজা আত্মা থেকে ধোঁয়ার নিঃসরণ ঘটে, সে বলে চন্দ্রাবতী প্রেমে পড়ছিল তার বাল্যসখা জয়ানন্দের যুবকের, সে-ই তার ধ্যানজ্ঞান স্বপ্ন আছিল, একসময় চন্দ্রাবতীর স্বপ্নকে চুরচুর কইরা সেই যুবক এক মুসলিম কন্যাকে বিয়া কইরা দূরে পালায়া যায়। এরপর চন্দ্রাবতীর পরানে কী বিষম বিষময় দুঃখের পাহাড়। হেরপরে প্রেমিক নিজ ভুল বুইঝা ফিরা আসে চন্দ্রাবতীর কাছে। কিন্তু মন্দিরে তপস্যারত অভিমানী চন্দ্রাবতী তার হাজার ডাকেও মন্দিরের দরজা খোলে না। সেই শিবমন্দিরে বইস্যাই দিনের পর দিন রামায়ণ গাঁথা লেখেন, যেখানে সীতার প্রতি অবিচারকারী রামের বিরুদ্ধে কটাক্ষ আর অভিমানের তিরস্কার। জয়ানন্দ ভরবৃষ্টিতে হাজার ডাকেও যহন চন্দ্রাবতীর মন্দিরের দরজা খোলা পাইল না, মন্দিরের গায়ে সে বিদায়পত্র লেখে। পরদিন সকালে নদীতে বেবাকে জয়ানন্দের লাশ দেখে।

মুনতাসির সরল অবাকে জিজ্ঞেস করে, যার জন্য এত প্রেম, এত কান্না সেই প্রেমিক ফিরে আসার পর চন্দ্রাবতী খুশি হয় তাকে গ্রহণ না করে মরতে দিল কেন ?

কী যে কন! ঠোঁট ফুলায় শশীকলা, বাল্যসখা প্রেমিক...একসঙ্গে দিঘিতে ফুলবনে ঘুরত, একসঙ্গে কাব্য লিখত, এই অবস্থায় তারে ফালাইয়া আরেকজনের সঙ্গে চইলা গেল, এই বিশ্বাসঘাতকতায় চন্দ্রাবতীর হৃদয় বিরহে পুড়লেও সম্মানে কম চোট খাইছে ? পুরুষ বিশ্বাসঘাতক হইলে মাফ ? নারী করলে ? এ ছাড়া চন্দ্রাবতী তখন শুকনা পরান নিয়া ধ্যানেমগ্ন, সে কি জানতো জয়ানন্দ মইরা যাইবো ? নিঃশ্বাস টানে শশীকলা... হের পরে অবশ্য চন্দ্রাবতীও বেশিদিন বাঁচে নাই।

ইতোমধ্যে মুনতাসিরের মধ্যে ভয়ংকর রক্তকাণ্ডের তোলপাড় শুরু হয়... বিশ্বাসঘাতকতা... পুষ্পিতা...নারী বিশ্বাসঘাতকতা করলে ? সিলিং ফ্যানে

দ্রুততম সময়ে ও সহজে রেমিটেন্স গ্রহণে NCC Bank এর
কার্ড নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত।
বিদেশ থেকে পাঠানো টাকা তুলতে পারি ঝামেলা ছাড়া
NCC Bank এর রেমিটেন্স সেবা আমার জন্য সেরা
TMSS
এনসিসি ব্যাংক লিঃ
NCC BANK
Where Credit and Commerce Integrates
www.nccbank.com.bd

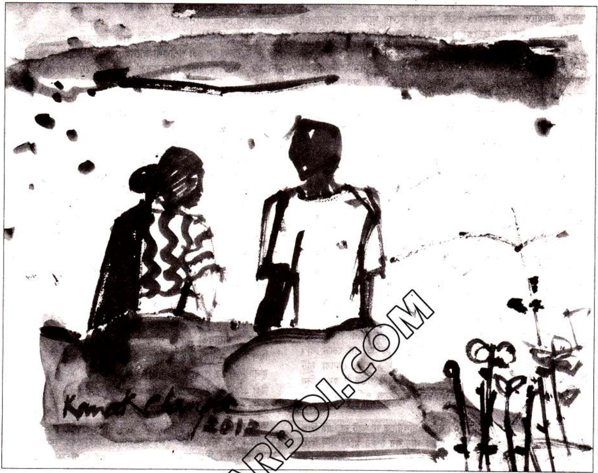

ঝুলন্ত রমণী...দৈত্যের মতো এগিয়ে আসা বাবা... প্রথমে ঘৃণা হিংস্রতায় পরে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে রীতিমতো গোঙাতে থাকে মুনতাসির।

কী হইছে ছোটবাবু ? উদ্বিগ্ন শশীকলা ছুটে মটকা থেকে ঠান্ডা পানি খাওয়ায় মুনতাসিরকে। পানি ভেজা হাত দিয়ে মুনতাসিরের মাথা চুল বুলাতে বুলাতে বলে, ডরের কিছু নাই, এই তো আমি আছি।

হ্যাঁ তুমি থাকো... বিড়বিড় করে, আমাকে ছেড়ে কোথাও যেয়ো না।

ঘুমের অতলে তলাতে থাকলে মুনতাসির, দৃঢ় হয়ে উঠে শশীকলার আত্মা... চারশ বছর আগের জীবন বাস্তবতার সঙ্গে এখনকার সব মিল কি হয় ? তবে জয়ানন্দের মতো, বাবার মুখে শুনতে শুনতে মুনতাসিরও তো শশীকলার বাল্য কৈশোরের সখা হয়েছিল। চন্দ্রাবতীর মতো একাই তো জীবনটা পাড়ি দেওয়ার ইচ্ছা ছিল তার। কিন্তু মাঝে প্রাণেশ এসে তার দেহ আত্মাকে নষ্ট করার পর একা বাঁচার মোহও যখন নষ্টে ছাড়খাড় তখন জয়ানন্দের মতোন মুনতাসিরের আগমন তো তার নিস্তেজ অবয়বের মধ্যে বাতাসের হল্কা দিয়েছিল। না, তারা কেউ কারও সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে নি। তবে জীবন স্বপ্নের চক্করে বিপর্যস্ত মুনতাসিরকে সে নদীর জলে ভাসতে দেবে কেন ? যেখানে যত দিন যাচ্ছে মুনতাসির তাকে অবুঝের মতো আঁকড়ে ধরছে ? ভাবনা স্বপ্ন চিন্তার মোড় বিবর্তিত হতে থাকে শশীকলার, না নিজেকে আর চন্দ্রাবতী ভেবে তার স্বপ্নে ডুববে না শশীকলা। মুনতাসিরকে হারিয়ে নিজেকেও মৃত্যুর দিকে ঠেলবে না, অস্ফুটে বলে মুনতাসিরকে সে, যাইমু না। কোনোদিনও না।

বিশ্বখ্যাত মানিগ্রাম ও
ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন-এর
মাধ্যমে এনসিসি ব্যাংকে
টাকা পাঠানো যায়
বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকে
NCC BANK
এনসিসি ব্যাংক লিঃ
Where Credit and Commerce Integrates
www.nccbank.com.bd

১০

কুদ্দুস আর মতিবিবি গ্রাম ছাড়া হয়ে রঘুদেব-এর সঙ্গে কখনো এ আশ্রয়ে কখনো ওই আশ্রয়ে ঘোরে। এদিকে গ্রামে পঞ্চায়েতে তাদের অনুপস্থিতিতেই ঘোষিত হয়, এদেরকে পাওয়া গেলে কোমর পর্যন্ত মাটিতে গেঁথে মৃত্যুঘাতী দোররা মারা হবে। মেয়ের কুকাণ্ডের জন্য 'একঘরে' করা হয় তার পরিবারকে। কিন্তু দস্যু স্বামীর এসবে তোয়াক্কা নেই, নিজে এবং লোক লাগিয়ে সে দুজনকে খোঁজে। রঘুদেব যে-ই টের পায় নাগালের কাছে চলে এসেছে দস্যুটা, তক্ষুনি ওদেরকে নিয়ে অন্য জায়গায় ছুট দেয়। একসময় ক্লান্ত রঘুদেবের সঙ্গে দেখা হয় এক যাত্রাবহরের। যাত্রার মাসি সব বৃত্তান্ত শুনে আর মতিবিবির রূপ দেখে সুরেলা কণ্ঠে মুগ্ধ হয়ে বলে, আমাগো লগে চলো, তুমারোও গতি অইবো, হেরা ঘুণাক্ষারেও ভাববো না তুমরা যাত্রাদলে আছো।

ইতোমধ্যে রঘুদেব ভিন্ন এলাকায় গিয়ে মতিবিবির তালাকের কাগজ পাঠিয়ে দিয়েছে স্বামীর ঠিকানায়। যদিও বারবার মতিবিবি বলছিল, কিসের বিয়া, কিসের তালাক ? আমি তো কবুলই কই নাই। তারপরও গ্রামের মানুষের কথা তো চিন্তা করতে হয়।

যাত্রা যেখানে হচ্ছে, সেখানে আগে থেকেই স্থায়ীভাবে বাস করছিল চন্দ্রাবতী পালার বিভিন্ন নারীপুরুষ। ধুম বৈশাখে আর শীতে এই অঞ্চলে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যাত্রার দল এলেও বেশির ভাগ প্রদর্শিত হয়-চন্দ্রাবতী পালা'র যাত্রা। এখানে এসে

বেশ একটা হুজ্জোতে পড়ে কুদ্দুস-মতিবিবি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেও কুদ্দুস একরাতে কান্নায় ভেঙে পড়ে, তুমার ফুলের মতোন শইলডা ওই দস্যুটা ভোগ কইরা নষ্ট করছে! এ আমি কী কইরা মানি, সইহ্য করি ?

না গো না... ফিসফিস অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলে, মতিবিবি। ওই অবস্থার মইধ্যেই মাথা ঠান্ডা কইরা আমি শইল্যে পট্টি বানছি। বদমাইশটা রাইতে আগায়া আইলে কইছি, আমার 'মাসিক' হইছে। এই অবস্থায় ওইসব করলে কঠিন গুনাহ হইবো। আপনে যদি জোর করেন, তয় আমি দাও দিয়া আমার গলা কাইট্যা দুই ফাঁক করমু। কী বুইঝা জানি হেয় ডরায়া ধৈর্য ধরছে, সখা, সে আমারে নষ্ট করলে তুমার কাছে আমি আইতাম...সত্যিই দাও দিয়া আমার কল্লাডারে...।

চুপ মতি চুপ...আর একটাও কতা না।

এইসব হইহুল্লোড়ের মধ্যেই মতিবিবি-কুদ্দুসের বিয়ে হয়ে যায়।

বিয়ের রাতে মতি-কুদ্দুস স্বপ্ন ঘোরে আচ্ছন্ন, কুদ্দুস পুঁথির কথন বলতে গিয়েও তার ভেতর থেকে বেরিয়ে বলে, আঁখিতে শরম ভরি ময়ূরের পাখা... রক্তজবা অঙ্গ দেইখ্যা বক্ষ পুইড়া খাঁ খাঁ...ছুঁইবার গিয়া ডরাই কন্যা মাখন গইল্যা যায়, কামনার তুলপাড়ে পরান হায় হায়! স্বামীর দিকে চক্ষু তুলে ফের ঘোমটাবনত মতিবিবিও কম যায় না... সে-ও ঘুরে ঘুরে কাব্য বানায় অনেক দিয়া সাগর পাড়ি পাইলাম তোমার বক্ষ স্বামী, তৃণশয্যা পাতি তাতে, ধন্য দূর্বা দুধে-ভাতে, জীবন য্যান তেপান্তর হয় ওগো অন্তর্যামী...। এইসব বলতে বলতে দুজন সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশে আনত হয়ে পরস্পরের মধ্যে নিজেদের ডুবিয়ে দেয়।

এর মাঝে যাত্রাপালা শিখে বিভিন্ন পোশাকে সাজে তারা পালা করে, দূর গ্রাম থেকে আসা চেনাচেনা লাগা মানুষেরাও তাদের চেনে না। চন্দ্রাবতীর পালার দায়িত্বে থাকা স্বর্ণবালার পরম স্নেহের যেনবা দুটি শিশুতে রূপান্তরিত হয় তারা। এর মধ্যেই মতিবিবি গর্ভবতী হয়। দিন যায়, মাস যায়, স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে পালার প্রায় সমস্ত দায়িত্ব কাঁধে নেয় কুদ্দুস।

পুত্র সন্তান জন্ম হয় মতিবিবির। যাত্রার দুনিয়াতে যা ঘটে না, এই শিশু স্বর্ণবালার আদরের কারণেই পুরো যাত্রার মানুষের চক্ষুর মধ্যে মণি হয়ে বড় হতে থাকে। এর দু বছর পর জন্ম হয় অপূর্ব এক কন্যার। পুত্রের বয়স যখন চার, কন্যার দুই বছর গড়াচ্ছে। রঘুদেব এসে হাজির। [illegible] দস্যু স্বামী টের পেয়েছে যে মতি-কুদ্দুস চন্দ্রাবতীর পালাতে আছে। অতি সন্তর্পণে তারা যে-কোনো সময় সে এই পালায় হানা দেবে। রঘুদেব এখন ইসকান্দার আলীর ড্রাইভার হয়েছে। দেশের বাড়িতে এমপি সাহেব স্ত্রীকে নিয়ে এসেছেন। রঘু বলে, তারা কাজের মানুষ খুঁজতাছে, মতিবিবি আপাতত যে-কোনো একজন সন্তান নিয়ে তার বাড়িতে আশ্রয় নিক। কুদ্দুস কিছুদিন পলাতক থাকুক অন্যত্র। আরেক সন্তানকে আপাতত স্বর্ণবালার কাছে রাখা হোক।

এরকম বিদায় মেদুর মুহূর্তে মতি-কুদ্দুসের জীবনে ফের ঘোর অমাবস্যা নেমে আসে... আঁধার নামে স্বর্ণবালার পালা আসমানেও।

আসমান জমিন সাক্ষী রেখে মতি পুত্র রাখি না কন্যা রাখি... করতে করতে মা ন্যাওটা পুত্রকেই আপাতত সঙ্গী করে ক্রন্দনরত কন্যাকে রেখে যায় স্বর্ণবালার কাছে। কুদ্দুস-রঘু যখন ঘন জঙ্গল ধরে এমপি সাহেবের বাড়ি পৌঁছেছে খবর আসে চন্দ্রাবতী পালা তন্নতন্ন করছে দস্যুরা। কন্যার খোঁজে উল্টোমুখী দৌড় দিতে চায় মতিকুদ্দুস। ভেঙে পড়তে থাকা মতিকে কঠিনভাবে সামলায় রঘুদেব, ভাবি, আগে আপনে নিরাপদ স্থানে যান, আমি আপনেরে বিবি সাইবের কাছে পৌঁছায়াই ফের চন্দ্রাবতী পালায় যামু। এমপি সাইবের জ্বর। আমার কুন ডিউটি নাই। আমি ছুটি নিয়া রাখছি।

মুনতাসিরকে নিয়ে সেই গ্রাম থেকে শহরে পা রাখে মতিবিবি। আর চন্দ্রাবতী পালা থেকে হতাশ হয়ে ফেরত রঘুদেব জানায়, সেখানে পালা ভেঙে যে যার মতো পালিয়েছে, কুদ্দুস আর তার কন্যার খবর কেউ জানে না।

এরপর এমপির বাড়িতে বিরহিনী স্বামী সন্তানহারা মুনতাসিরের মা'র সঙ্গে কী হয়েছিল সে তো শশীকলা জানেই। তার কাছে এই পুরো কাহিনিকে মনে হয় চন্দ্রাবতীর রচিত 'মতিকুদ্দুস' গাথা। এ যে বাস্তবের ঘটনা তার বিশ্বাসই হতে চায় না। বাবাও যখন তাকে বলত, পুঁথির মতো, রূপকথার মতো। সেই মতিবিবির পুত্রের জন্য মতিবিবির জন্য, কুদ্দুসের জন্য শশীকলার মনে উদাস কান্নার কল্লোল উঠে প্রায়ই। কী করছে কুদ্দুস ? কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে অঞ্চলে অঞ্চলে মতিবিবির কিসসা গাইছে ? আর মুনতাসির তো বাবার কহনে শশীকলার সঙ্গেই বড় হয়েছে। সে টের পায়, মুনতাসির তার জন্ম পরিচয়, তার সঙ্গে ঘটনা নৃশংস ঘটনা নিয়ে খুবই উদভ্রান্ত হয়ে আছে।

কী করে ওকে শান্তি দেওয়া যায় ? শশীকলার মধ্য এরই উল্লম্ফনে অস্থির মুনতাসিরকে কখনো মাতৃছায়া কখনো প্রেমিকার ভরসা কখনো... কী যে দেবে বুঝে উঠতে পায় না। সে ক্রমাগত মুনতাসিরের চারপাশে চক্রাকারে ঘোরে, হেই হরিয়াল তুমি কুন বন থাইক্যা উইড়া আইছো ? মুনতাসির জানালার দূর ওপারের দিকে তাকিয়ে বলে, যজ্ঞপুরীর গরম অনল থেকে।

সেই খানে কে আছিল ?
ছদ্মবেশী কসাই সর্দার।
কোন পথ দিয়া উইড়া আইছো ?
কু ঝিক ঝিক... রাঙামাটি সবুজ শস্যের ওপর দিয়ে।
যজ্ঞপুরে মায়াবতী আছিল না কেউ ?
ছিল মায়া অসীম, কিন্তু মূর্খতায় ঠাসা এক নারীর।
কুনদিন পরীর দেখা পাও নাই ?
ছিল এক পরী অদ্ভুত তার সুর অদ্ভুত তার রূপমায়া...
তারে ছাইড়া আইলা কেমনে ?

তারে শৈশবে কসাই সর্দার...কণ্ঠ বুজে আসে মুনতাসিরের। শশীকলা ছুটে তার পাশে যায়... তার চুলে হাত রাখে...এইসবের সামনে খাড়ান। বারবার খাড়ান। নিজেরে হালকা করেন। পলাইয়েন না। আর কত পলাইবেন ?

মাথাটা বড়ো আউলা ঝাউলা হয়ে যায় গো... ভাবতে ভাবতে পুষ্পিতাকে মনে পড়ে... এতসব বেদনাতুর ঘৃণ্য ঘটনা শোনার পর কীভাবে জানি ওর কথা ভাবতেই যে বিতৃষ্ণাটা হতো, তা অনুভব করে না মুনতাসির। এতে তার কষ্ট আরও তীব্রতর হয়।

পুষ্পিতা এসেছিল মুনতাসিরের খরার জমিনে অবিশ্রান্ত বর্ষণ হয়ে। পুরো একটা ঘোরের মধ্যে ঘটেছিল ওদের প্রথম রাতের সম্মিলন। দুজনের দেখা কথার জড়তা কাটতেই তরঙ্গিনীকে নিয়ে ঋষিশৃঙ্গের স্বপ্ন কাহিনির শুরু।

কী নিঃসীম একাকিত্বেই না ডুবেছিল মুনতাসির! দেয়ালে বন্দি চন্দ্র সাগরের কত ছবিই যে ছিল। মুনতাসির বিয়ের রাতেও কী ঘটেছে তা বিশ্বাস করতে না পেরে এক ঘোর ভয়ে চোখের পাপড়ি কষে এক করেছিল, যদি ফের সেই ফ্রেম আটকানো চাঁদ অন্ধকার সমুদ্র যার দিকে নিশ্চল চেয়ে থাকে, তা দেখতে হয় ? কিন্তু পুষ্পিতার ঘ্রাণে উপস্থিতির শব্দে দীর্ঘদিন বন্ধ হৃৎপিণ্ডের দরজাটা খুলে গেল। যেন জানান দিল কেউ... আমি এসেছি...আর তাতেই চামড়া মাংস হৃৎপিণ্ড রক্তস্রোতসহ মুহূর্তেই যেন চিতায় শুয়ে থাকা মানুষের মতো টানটান হয়ে উঠল মুনতাসির। না, আগুন নয়, চারপাশে দাউদাউ জ্বলছে জ্যোৎস্নাখণ্ড এবং যেন ঝটপট শব্দে উড়ে যেতে শুরু করেছে নিশাচর। পুষ্পিতার দিকে তাকাতেই তার দিকে একটু একটু করে এগোতেই মুনতাসিরের দেহের ভাঁজে ভাঁজে জড়িয়ে থাকা স্বর্ণলতা, বুনো ঝোপঝাড়ের আগল খুলতে থাকে। আশ্চর্য!

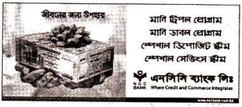

জীবনের জন্য উপহার
মানি ট্রিপল প্রোগ্রাম
মানি ডাবল প্রোগ্রাম
স্পেশাল ডিপোজিট স্কীম
স্পেশাল সেভিংস স্কীম
এনসিসি ব্যাংক লিঃ
NCC BANK Where Credit and Commerce Integrates
www.nccbank.com.bd

এতদিন মুনতাসির জানতেই পারে নি পৃথিবীতে বাস্তবেই অরণ্য আছে বৃক্ষ আছে সমুদ্র আছে। নিজের স্বপ্ন বাস্তবতার বাক্সে ঘূর্ণায়মান কোনো একটা পোকার যেমন সেই বাক্সটাকেই বিশাল আসমান বোধ করে বাঁচে পুষ্পিতাকে দেখার আগে, তার আলতো স্পর্শে স্ফুলিঙ্গের মতো কম্পনের আগে অনেকটা তেমনই ছিল মুনতাসিরের উপলব্ধি। সেই নারীর গন্ধে উত্তাপে স্পর্শে হাসিতে বহুদিন স্বপ্ন বাস্তবতার ভয়ংকর রক্তাক্ত দ্বন্দ্বের যুদ্ধ থেকে বেরোতে পেরেছিল। মা'র চাইতেও নিখুঁতভাবে যখন কোনো বাস্তব ঘটনাকে স্বপ্ন বলত মুনতাসির, বাস্তবকে স্বপ্ন মেনে নিত পুষ্পিতা, ক্লাসের বন্ধুদের মতো তাকে টিটকারি দিত না, বাস্তব-স্বপ্নের ফারাক বুঝতে তর্কে লিপ্ত হয়ে তার মাথা ভারী করে তুলত না, সেই পুষ্পিতা ইমতিয়াজের সঙ্গে... ও গড! কোত্থেকে ধেয়ে আসছে এত দলা দলা রক্ত ? শশীকলা শশী...।

মুনতাসিরের চিৎকারের শব্দে শশীকলার সঙ্গে সঙ্গে রঘুদেবও এগিয়ে আসে, কী হয়েছে ছোটবাবু ?

আপনি ? আপনি কখন এলেন রঘু কাকা ?

এই তো কিছু আগেই। কী হয়েছে ?

নিজেকে ধাতস্ত করে মুনতাসির, ভয় করছিল।

ভয় করছিল ? বিছানায় বসতে বসতে আহত কণ্ঠে বলে রঘু কাকা...আমি ভাবছিলাম আমার সব কথা শুইনা তুমার মধ্যে প্রতিহিংসা ভর করব, সাহস ভর করব। কিন্তু এত উল্টাকাণ্ড কী কইরা হয় ? আপনে ডরাইতেছেন ?

রঘু কাকা, আমার মধ্যে ঘৃণা ধিক্কার যন্ত্রণা সব হচ্ছে, কিন্তু এতসব বীভৎসতা শোনার পর মুখোশপরা মানুষগুলোকে এই প্রকাণ্ড পৃথিবীকে এই যে আমার ভয় লাগতে শুরু করেছে, এর নাগাল হাতে নেই। এ আমি নির্মাণ করি নি। প্রতিহিংসায় কুটিকুটি করে দিতে চাই সব অশুভকে, সব ভয়কে... কিন্তু তখন নিজেকে অসম্ভব ছোট্ট একটা শিশু মনে হয়, যে শিশু এই পৃথিবীতে কী করে হাঁটতে হয় জানে না, আমি কী করব রঘু কাকা ?

রঘুদেব ভেতরে প্রচণ্ড হতাশা নিয়ে তাকায় মুনতাসিরের দিকে, কিন্তু তার বিপন্ন বিমর্ষ ভয়ার্ত মুখ দেখে সহসা নিজেকে সামলে নেয়, মাথায় হাত বুলায় মুনতাসিরের... শান্ত হও ছোটবাবু। কিচ্ছু হইবো না।

কিচ্ছু হবে না মানে ? আপনি নিখিলের খোঁজ পেয়েছেন ?

হতাশ ভঙ্গুর রঘুদেব কণ্ঠে বলে, না।

তাহলে ? কী করে সব ঠিক হবে রঘু কাকা ? আপনি বলেছিলেন তখন অ্যাগেইন্সট পার্টির এমপির মাধ্যমে এই কর্ম ঘটেছে, সরকার ক্ষমতায় থাকায় কেউ কোনো সুরাহা করতে পারছে না। এখন তো সেই অ্যাগেইন্সট এমপির সরকার ক্ষমতায় এসেছে। এমপি থেকে সে সরকারি দলের মন্ত্রী হয়েছে, তাহলে ?

কীভাবে তুমারে বুঝাই ছোটবাবু ? চাপা ক্ষোভে কাঁপতে থাকে রঘুদেব। সব এক... বেবাক সময়ই খুন, অ্যাক্সিডেন্ট... গরিবের শোষণ, আমাগোর রক্তের তিল তিল টাকা দিয়ে তাগোর পকেটে লক্ষ কোটি টাকার বহর, গুম...বিচার না পাওয়া, গণরেপ, অ্যাসিড কত কইমু ছোটবাবু ? কেন যে হের পরেও পাঁচ বছর পরে আমাগো লাথি মারা মানুষগুল্যান আইসা আমাগো পা ছুঁইলে আমরা বেবাক ভুইল্যা চাই, পাঁচ দশ টাকায় বিক্রি হই... নেতাগোর সঙ্গে কম তো থাকলাম না। আমি অনেক কষ্টে হিম্মত নিছি, ঘুরাঘুরি কইরা আমি যে এমপি নেতার নামে যা প্রমাণ পাইছি, নিখিলের ব্যাপারে যা কোর্টে কইলে আমার পরান হুমকির মুখে পড়তে পারে আমি দিমু... ডিসি সাইবের লোকেরা আমারে ভরসা দিছে, আমি দিমু...আমি সাক্ষী হইমু...ডিসি সাইবের খোঁজ পাইলেই আমার পোলার লাশের খোঁজটাও যদি পাই...বলতে বলতে ভিজে উঠতে থাকা চোখে হাঁপাতে থাকে রঘুদেব।

শশীকলা তার হাত আঁকড়ে ধরে... বাবা শান্ত হও। কন্যার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকায় রঘুদেব...এসব আমার পাপেরই শাস্তি। আমি সৃষ্টিকর্তা বইলা কিছু মানি নাই...সে জানান দিতাছে, সে আছে। শশীরে, আমারে তুই মাফ কইরা দিস, আমি অনেক অন্যায় করছি তোর সঙ্গে।

ফুঁপিয়ে উঠে শশীকলা, তুমি করো নাই বাবা, যা করছে, প্রাণেশ করছে, তারে কেন সৃষ্টিকর্তা কিছু করে না ? নাই বাবা, সৃষ্টিকর্তা বইলা কেউ নাই।

বাবা-মেয়ের এত কথার হুজ্জোতে পুষ্পিতা উড়ে দূর অনন্তে হারিয়ে যায়।

ঘুম ভাঙে নিঃশব্দে। মুনতাসির ঘুমের জড়তা কাটাতে কাটাতে বিস্মিত...শশীকলার পায়ের মল, চুড়ির শব্দে গুঞ্জরিত হতে হতে, তার ডাকাডাকিতে বেলা পর্যন্ত পড়ে থাকা মুনতাসিরের উঠার অভ্যাস। আজ বাড়ির শশ্মান শূন্যতা তার বুকটা কেমন হিমহিমে করে তোলে। বেলা কত ? জানালার পর্দা সরায়, দিব্যি আসন্ন দুপুরের রোদ্দুর প্রান্তরে খেলছে। হাত পা ঠান্ডা হয়ে জমে আসতে চায়, মাকড়সার মতো আর কোনো রক্তমাংসখেকো পোকা বা জন্তুর পেটে চলে যায় নি তো ওরা ?

বিড়াল পায়ে যত এগোয় সামনের কক্ষের দিকে, তত দেহের রোমকূপ ফুলে ফুলে ওঠে... লোমগুলোকে কাঁটা কাঁটায় রূপান্তরিত করতে থাকে।

রঘু কাকা ? কম্পিত কণ্ঠে ডাকে সে...শশীকলা ?

তার ডাক যেন হুহু প্রান্তরের পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে তার মধ্যেই এসে আছড়ে পড়ে।

বাইরের কক্ষে গিয়ে দ্যাখে, মূর্তির মতো ঠায় বসে আছে শশীকলা।

ওকে দেখে দেহে প্রাণ ফেরত মুনতাসির প্রায় ঝাঁপ দেয়, মূর্তিটাকে ঝাঁকাতে থাকে...কী কী হয়েছে শশীকলা ? রঘু কাকা কই ?

স্বগতোক্তির মতোন করে বিড়বিড় করে শশীকলা, এবার বাবাও গেল। এই জীবনে আর ফিরবে না সে।

এসব কী বলছ তুমি ? কোথায় গেছেন উনি ?

দরজায় নক হইল...শশীকলা নয় তার কণ্ঠ বলে যায়, দুজন সাদা পোশাকধারী লোক 'কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে' বইলা, বাবারে জিপে তুইলা নিল, আমার দিকে 'খায়া ফালাইবো' এমুন চক্ষে তাকাইল...বাবা আর ফিরব না, আমি আর কারও অপেক্ষার যন্ত্রণা সইতে পারুম না, ওরা আবার আইবো... আমারে আপনারে নিয়া যাইব বলতে বলতে যেন সংবিত ফিরে শশীকলার। সে ছুটে নিজের সুটকেস আর বাইরে পড়ে থাকা মুনতাসিরের কাপড়গুলো তার ব্যাগে ভরতে ভরতে বলে, চলেন ভাগি, ঠা ঠা দুপুরে গেরাম এক ঘণ্টার ঘুম দেয়...লোকাল ট্রেন থামব কিছু পরে এই ইস্টিশনে, জলদি করেন...। কোথায় যাব আমরা ? হতচকিত হয়ে পড়ে মুনতাসির।

যেই স্থান নিরাপদ...হার বছরে আমি যেখানে গিয়া আমার পরান ফিরা্যা পাই...।

কিন্তু...।

আহ, এত কথা বলবেন না তো, আমার সঙ্গে জলদি ছুট দেন।

বিলোড়িত স্বপ্নে সত্তার খোঁজে...

ফের শুরু হয় মুনতাসিরের দৌড়। কড়া রোদের ঠাঠা চিকমিকি রোমকূপ পুড়িয়ে দেয় যেন...ঘর থেকে যেভাবে বেরিয়েছিল এর চেয়েও পাশে সঙ্গী থাকার পরও কয়েকগুণ বেশি দিশাহীন অবস্থায় সে ট্রেনে ওঠে। কারণ তখন সে রঘু কাকার বাড়িতে যাচ্ছে জানত, এখন সে কোথায় যাচ্ছে, শশীকলা জানে। যাতায়াতি ট্রেনেও কী করে কায়দা করে জায়গা করে নিতে হয় শশীকলা জানে।

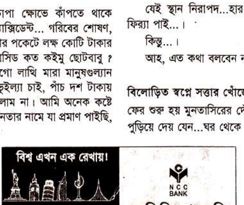

বিশ্ব এখন এক রেখায়!

বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকে প্রিয়জনের পাঠানো টাকা দ্রুত পৌঁছে দেয় আপনার হাতে

NCC BANK

এনসিসি ব্যাংক লিঃ

Where Credit and Commerce Integrates

www.nccbank.com.bd

ট্রেন চলতেই চিলতে বাতাসে প্রাণে এক ফালি আরাম হয়।

কাইল রাইতেই বুঝছিলাম, এমুন কিছু ঘটতে পারে, মুনতাসিরের কানের কাছে ফিসফিস করে বলে শশীকলা, বাবায় যেমুন শ্রমিক লিডারের মতোন বক্তৃতা দিল, জানাইল বহুত তথ্য জানে, আইজ সাক্ষী হয়া ফাঁস করবো তখনই বুঝছি, বাবায় গুম হইবো। নয় লাশ ভাসবো দরিয়ায়, ডোবায়, মুখ চিনা যাইবো না…। নিজের বাবা সম্পর্কে নিষ্পলক কণ্ঠে কীভাবে কথা বলছে এই নারী ? এর আত্মা কী আচমকা পাথর হয়ে গেল নাকি ? ভাবতে ভাবতে মুনতাসির বলে, চুপ করো… চুপ করো, রঘু কাকার এমন কিছু আমি ভাবতে পারছি না। আশ্চর্য, মা'র মুখে শুনতাম, যুদ্ধের সময় রাজাকাররা বাসা থেকে এমন মানুষকে তুলে নিয়ে যায় এরপর… কিন্তু এই স্বাধীন দেশেও বছরের পর বছর কী করে…?

কোন মা বলতেন ?

শশীকলার এই কথায় মুনতাসিরের হৃৎপিণ্ডের কাঁপন বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়, কোনো এক ছায়ানারীর দেহে পৈশাচিক আক্রমণ এরপর তার ঝুলন্ত দেহ… আঁকড়ে ধরে সে শশীকলার হাত, ঘেমোগন্ধে ভরা মানুষের ভিড়ে। এরপর দীর্ঘসময় দুজনের নিঃসঙ্গ যাত্রা। মেঠোপথ, বাঁশবন, ছোট ছোট ঘনবন পেরিয়ে আঁধারের মধ্যে শশীকলার টর্চের আলো ধরে ধরে তারা যখন একটি জায়গায় পৌঁছাল…তখন শুনতে পেল দূর থেকে ভেসে আসা তবলার শব্দ আর গান-বাজনার সুর।

এইটাই চন্দ্রাবতী'র পালা…উত্তেজিত হয়ে হাঁটে শশীকলা… ধামাইল গানের আসর চলছে। যত কাছে এগোয়, মুনতাসিরও দেহের ধরক ধরকের মধ্যে কী জানি এক নেশাতুর তরঙ্গ ধ্বনি উপলব্ধি করে। কাছে গিয়ে উপচে পড়া ভিড়ের মধ্যে যখন মঞ্চের দিকে বেহুঁশ তাকিয়ে থাকা দর্শকের সারিতে বসেছে… তখন, যখন আচমকা কানের কাছে অতি আপন কণ্ঠের ধ্বনি ভাসে নী…র…দ… আসমানে মেঘ করছে, ঘরে আয় বাপ।

শরীরে তীব্র এক ঝাঁকুনি দিয়ে সরে যায় ধ্বনিটা। বিহ্বলতার ভয় কাটাতে সে তাকিয়ে থাকে মঞ্চের দিকে। সাজসজ্জার জৌলুসে কীসব করুণ গাথা গাইছে লোকজন।

এহি কন্যা হইবো রাজা স্বর্ণলঙ্কা ধ্বংসের কারণ/আরেক কথা শুন রাইক্ষসেরই পতি। এহি কইন্যার লাইগ্যা বংশে গো নিভব ভিটার বাতি/

পেছনে কী ফেলে এসেছে ভুলে শশীকলা পালার মধ্যে এসে অপূর্ব এক শিহরণে পড়ে উত্তেজিত হয়ে ফিসফিস করে, চন্দ্রাবতীর রচিত রামায়ণ সীতার জন্মের আগের ভবিষ্যদ্বাণী এইটা। এই নারীরা রামরে পূজা করে না, আমার মতো অনেক রাগ ওগোর, ক্যান স্বামী হইয়া স্ত্রীর পাশে খাড়াইল না, বিশ্বাস করল না, হতভাগিনীরে অগ্নিতে ফালায়া মাটির নিচে যাইতে বাধ্য করল, শুনেন শুনেন… লঙ্কা যুদ্ধের বলি সীতা যখন ঘুমাইতাছিল লক্ষ্মণ আইসা কী বলে…হাঁ হয়ে তাকিয়ে থাকে মুনতাসির… শাদাকালো ছবির মধ্যে যেন বড় আপন অবয়বরা নৃত্যরত…উঠো উঠো বউদি গো কত নিদ্রা যাও/ঠাকুর দাদার হুকুম হইছে সীতা বনে যাও/ সাজিয়া পরিয়া সীতা রামের সামনে যায়। তবু পাপিষ্ঠ রাম ফিরিয়া না চায়…।

মুনতাসিরের মাথা ঘুরতে থাকে, নী…র…দ মেঘ করতাছে, পালা বন্ধ করতে হইবো, বাজানের কোল থাইক্যা আমার কোলে আসো।

ভিড়ের মধ্যেই অবসন্ন শ্রান্ত বিভ্রান্ত মুনতাসির ঘুমিয়ে পড়ে।

১১

স্বর্ণবালা অনেক বৃদ্ধ হলেও তার দেহের গঠন মজবুত, কথায়, সাজসজ্জায় আগের মতোই ঠমক বলে, শশীকলা এদ্দিনে মনে পড়ল ? সঙ্গে কে, তর সখা ?

না গো মাসি, ওই ভাগ্য আমার নাই।

তর চোখমুখ যে ওরে দেইখ্যাই চমকায়, অর চাইর পাশেই তর সদা বিচরণ…।

এ তো আমাগোর নারীগোর ললাট লিখন মাসি…পানের খিলি মুখে পুড়ে বলে শশীকলা। যত মায়া, যত ছলা যত পীরিত দিয়াই আটকাই মরদরে… সময়মতো ঠিক বুকে দাগা দিয়া চরণে লাথি দিয়া চইলা যাইব।

মুনতাসির যখন সমস্ত চরাঞ্চলে নিজের হারিয়ে যাওয়া কিছু খুঁজছে, স্মৃতিবিস্মৃতির উথালে ঢেউ খাচ্ছে, তখন শশীকলাকে একে একে ঘিরে বসতে থাকে, দুপুরে ঘুম ভেঙে স্নান থেকে ফেরা নারী পুরুষজন। রাইতে কতা কইবার টাইম পাই নাই, তা এইবার এত দেরিতে ? কই উড়াল দিছিলা ?

আসলে মাসি, আপনিও বলেন, বেবাকেই বলে আমারে, পালায় যোগ দিতে, পালায় থাইক্যা যাইতে, বাবার লাগ্যি পারি নাই…এইবার আর যামু না। ঘরের পৈঠায় ভিড়রত মানুষজন হাততালি দেয়। কিন্তু প্রচণ্ড রোদ্দুরের আলোতেও স্বর্ণবালার মুখে ছায়া, রঘুর কী হইছে ? সে বাঁইচ্যা আছে তো ?

আছে, আছে। সে ম্যালা কতা… শশীকলা কথা ঘোরাতে শশব্যস্ত হয়, এইবার পালায় আমারে নেওন সম্ভব না ?

এরপর শশীকলার প্রাণে আনন্দের কুহক ছড়িয়ে, চমক ঘোরের আচ্ছন্নতা ছড়িয়ে স্বর্ণবালা জানায়, এবার একটি নতুন পালা তৈরি হয়েছে। চন্দ্রাবতীর লেখা নয়। এই পালারই এক গীতিকবির লেখনীতে। 'মতি কুদ্দুসের পালা', স্বর্ণবালার মুখে ওদের জীবনবৃত্তান্ত শুনতে শুনতে লিখেছে একজন। রিহার্সেল শেষ প্রায়, যাত্রার শেষ দিন এটা মঞ্চায়িত হইব, কিন্তু মূল নায়িকা কঠিন ব্যামোতে পড়ায় সবাই খুব পেরেশান। যেহেতু শশীকলার শিক্ষাদীক্ষা মুখস্থ বিদ্যা ভালো, সে তিনরাত দিন দিন কষ্ট করলে এই চরিত্র এখনই লুফে নিতে পারে।

শশীকলা যখন তার শান্ত অবয়বের ডিম থেকে বেরিয়ে বাছুর ছানার মতো লাফাচ্ছে আর রিহার্সেলের মধ্যে নিজেকে আমূল ডুবিয়ে দিচ্ছে, খেই হারানো মুনতাসির এলোমেলো চক্কর খেয়ে কোনো সূত্রের কূলকিনারা না পেয়ে ভার হয়ে থাকা কষ্টের বুক নিয়ে নিঃশব্দে এসে দাঁড়ায় স্বর্ণবালার সামনে।

এত হুজ্জোতে স্বর্ণবালা মুনতাসিরকে ঠিকমতো দেখার সময় পায় নি। বিভ্রান্ত মুনতাসির তার সামনে স্থির দাঁড়িয়ে ওই মুখটির মধ্যেও আপনতার প্রচ্ছায়া পেয়ে একটি ঘোরের মধ্যে দাঁড়িয়ে স্বপ্নাচ্ছন্ন…তখন ছেলেটির মুখের মধ্যে হুবহু মতিবিবির মুখের আদল আবিষ্কার করে ভেতরে ভেতরে রীতিমতো কাঁপতে শুরু করে স্বর্ণবালা। স্বর্ণবালার সামনে দাঁড়িয়েই ঘোরচ্ছন্ন মুনতাসির স্বপ্নে দ্যাখে, প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যেও প্রকৃতিতে আজব মিহি লাল রঙের আলো খেলছে, শিশু নীরদের ওপর ঝাঁক ঝাঁক করে তুলোর মতো এসে পড়ছে ছাই রঙের মেঘের খণ্ড… তা দেখে স্বর্ণবালা বলছে, নীরদরে মেঘ তার রঙ দিয়া 'কৃষ্ণ' বানায়া তুলতাছে, শিগগির ঝড় থাইমা যাইবো… প্রভু কৃষ্ণ আউনের লক্ষণ এইটা। তখন মতিবিবি এসে নিজের আঁচল দিয়ে নীরদ-এর দেহমুখ মুছিয়ে দিতে দিতে বলে, আমার ছেলেরে কৃষ্ণ ভাইব্যা দুই ধর্মের অপমান কইরো না মাসি। দস্যু লাগছে আমাগো পিছে, খুব ডর লাগতাছে। কিছু পরেই স্বপ্ন ঘোরে কঁকাতে থাকে মুনতাসির, একী তার মা মতিবিবির ওপরই পৈশাচিক আক্রমণ হচ্ছে, তার রক্তাক্ত মা সিলিং ফ্যানে ঝুলছে, আর নীরদই মুনতাসির হয়ে ভয়ে দমবন্ধ করে ঘরের কোনায় দাঁড়িয়ে কাঁপছে।

মুনতাসির… প্রবল আবেগে ডাকে স্বর্ণবালা, তুমি কে ? কই থাইক্যা আইছো ?

মুনতাসিরের বোধ হয় এতক্ষণ সে স্বর্ণবালার সামনে ঘুমিয়ে ছিল। গভীর স্বপ্নে সে একজন মতিবিবি নামের সুন্দরী নারীর মধ্যে নিজের মা-কে স্পষ্ট দেখেছে, রঘু কাকার কথনে আর এখানে এসে স্বর্ণবালাকে দেখার কারণে সে নীরদ নামের কারও মধ্যে নিজের ছায়া দেখে একটা এলোমেলো ঝুম ঘুমের স্বপ্ন দেখে বেরুল।

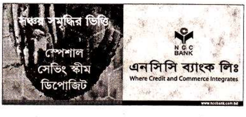
সঞ্চয় সমৃদ্ধির ভিত্তি
স্পেশাল সেভিং স্কীম ডিপোজিট
NCC BANK
এনসিসি ব্যাংক লিঃ
Where Credit and Commerce Integrates
www.nccbank.com.bd

Kanak Champa
2012

কইলা না, কে তুমি ? তোমার পিতামাতা ?

বুকে জোর কম্পন ওঠে, না, মনে নেই জন্মদাত্রী পিতামাতার মুখ। আর কাউকে পিতামাতা পরিচয় দেওয়ার স্পৃহাও তার মধ্যে নেই। সে অস্ফুটে বলে, আমার খুব খিদে লেগেছে, কিছু খেতে দেবেন প্লিজ ?

১২

মতি কুদ্দুসের পালাতেও চন্দ্রাবতীর পালা'র মতো প্রেম বিরহ। এখানে সেই সময়কার মতিবিবির দস্যুস্বামীর নাম রাখা হয়েছে কেনারাম। আর তার ভয়ে পালিয়ে যে এমপির বাড়িতে ওঠে, সেই এমপির নাম রাবণ। শশীকলা রিহার্সেলে নিজেকে আমূল ডুবিয়ে দেয় আর মুনতাসির এলোমেলো বনবাদাড়ে ঘোরে অচেনার মাঝে চেনাকে খোঁজার নেশায়।

এদিকে দিন যত যায় আচমকাই ধ্বসতে থাকে স্বর্ণবালার দেহ। ছায়াচ্ছন্ন সন্ধ্যায় রোদ্দুরের তেজের দিকে তাকিয়েও সে হাজার কষ্টে মাথা তুলতে পারে না। সবাই বলে, পালা বন্ধ করে দিই।

চুপ! চুপ! শিল্পর এই বেইজ্জতি তুমারে শিখাইছি ? স্বর্ণবালার মুখ কখনো নিলাদ্রতায় কখনো লাল রক্তিমে ছেয়ে যেতে থাকে, মনে নাই, দলের প্রধান সুখলাল যেইদিন মারা গেল, তারে শ্মশানে দিলাম পালা শেষের পর ? কিন্তু ভয়ংকর অধর্মের আভাস আমার চতুর্দিক আন্ধার কইরা দিতাছে। আমি না চাই তার সূত্র জানতে, না পারতাছি নিজেরে অজ্ঞান রাখার ভানে মরতে।

মুনতাসির এসে দাঁড়ায় ওদের পেছনে।

শশীকলা শশব্যস্ত হয়, কী অধর্ম মাসি ?

হাঁপাতে থাকে স্বর্ণবালা, ওর পরিচয় পরে জানব, আগে স্পষ্ট কইরা বলো, তুমার সঙ্গে ওর সম্পর্ক কী ?

মুনতাসির হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

সত্যি বলো শশীকলা, তুমার জন্মের দোহাই।

স্বর্ণবালা, চারপাশে ঘিরেরত মানুষজন এবং খোদ মুনতাসিরকেও কাঁপিয়ে দিয়ে শশীকলা বলে, ও আমার আজন্ম প্রেম মাসি, ও আমায় চন্দ্রাবতীর জয়ানন্দ, অরে না পাইলে আমি গহিন জলে ডুব দিমু।

যাও...যাও... আমার সামনে থাইক্যা, অজানা আশঙ্কার কাঁপনে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হওয়ায় স্বর্ণবালা বলে, রিহার্সেলে যাও শশীবালা।

কেউ কিছু বুঝে না উঠে চলে গেলেও ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে মুনতাসির, ওর মুখ চোখে যত বিহ্বলতা তত ভয় স্বর্ণবালার, বুকে পাথর চেপে দাঁতে দাঁত চেপে জিজ্ঞেস করে স্বর্ণবালা, তুমাদের দেহমিলন হইছে ?

না না... ছটফট করে এগিয়ে আসে মুনতাসির, মায়াবতী মহিলার হাত চেপে ধরে, আমি শশীকলার আমাকে নিয়ে এই অনুভূতি এই প্রথম শুনলাম... পুষ্পিতা... পুষ্পিতাই আমার সব ছিল...।

যেন দুঃস্বপ্ন কাটা ঘোর থেকে বেরোয় স্বর্ণবালা, আহ হাঁপ ছাড়লাম... তুমি ক্যাডা বাবা ? কে তুমার বাবা মা ?

সান্ধ্য আলোর তরঙ্গে তরঙ্গে বইছে যাত্রাপালার বাজন। মহিলাটির মায়ার ঘোরের ফেরে পড়ে কেমন যেন দিশাহীন অনুভব করে মুনতাসির।

অস্ফুট কণ্ঠে বলে, আমি এক রাক্ষসের ঘরে আশ্রিত এক ধুলা থাকা উইড়া যাওয়া মায়াবতী মা'র পুত্র। আমার নিরুদ্দেশ বাবার খবর আমি জানি না। আমার মারে সেই রাক্ষস ধর্ষণ করে খুন করেছে। থামো থামো... বলে কিছুক্ষণ বিছানায় স্তব্ধ হয়ে শুয়ে থাকে স্বর্ণবালা, এরপর ধীরে ধীরে উঠে বসে, মুনতাসিরকে বিহ্বল করে তার নাক চোখ মুখ হাতড়াতে

ক্ষুদ্র ব্যবসা ঋণ
সমৃদ্ধির বিশ্বস্ত বুনিয়াদ
এনসিসি ব্যাংক লিঃ
NCC BANK Where Credit and Commerce Integrates
www.nccbank.com.bd

থাকে, মতিবিবির মুখ, কুদ্দুসের নাক...নীরদ... আমার নীরদ। পয়লা দেখাতেই আমি ঠিক চিনছি...।

মুনতাসিরের মাথাটা ফের এলোমেলো হয়ে যেতে থাকে। নীরদ নীরদ করতে করতে অসুস্থ মহিলাটি চোখ বুজলে তার কোনো বৃত্তান্ত শোনা হয়ে ওঠে না। এখানে আসার পরই কেন সে এই চরাঞ্চলে অন্তরের মধ্যে এই ডাক শুনেছিল ? কে এই স্বর্ণবালা ? কী করে তাকে চেনে ? তবে কি তার জন্মদাত্রী মা আর বাবার কাছের কেউ ? শশীকলাইবা এইভাবে কেন বললে ? যার স্বামী বিদেশ থাকে, হোক না সে স্ত্রী খোঁজ নেয় না, জীবিত তো আছে। এইসব কী করে ভোলে শশীকলা ?

হ্যাঁ... নিঃশব্দ নিঃসঙ্গ একাকিত্বের মধ্যে সে শশীকলার জন্যও আকুলতা বোধ করত... শশীকলার টান ক্রমশ তাকে এই অবদি এনে ফেলেছে তা-ও ঠিক, কিন্তু বাবার মুখে মুনতাসিরের গল্প শুনে যে মেয়ে তাকে আজন্ম ভালোবাসার দাবি করে, বিয়ে করেছিল কেন সে ? স্বামীর সঙ্গে সে-ও কি পুষ্পিতার মতো প্রতারণা করে নি ?

অদ্ভুত এক ঘৃণার বোধে রিরি করে উঠতে চায় মুনতাসিরের দেহ। কিন্তু কেন যেন ঘৃণাটা বিষাক্ত হয়ে কণ্ঠ রুদ্ধ করে দেয় না।

এদিকে যত পালার মধ্যে ডোবে তত শশীকলা বিভ্রান্ত, বাবার কথনের বাইরেও বানানো গল্পের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে আরও কিছু সত্য, কুদ্দুস এখানে জয়ানন্দের মতোই একদা পলায়নবাদী, রামের প্রতি তার সতীত্বের অবিশ্বাস নিয়ে সে নিষ্ঠুর। যখন এমপির বাড়িতে মতিবিবিকে রেখে এসেছিল, ইসকান্দারের মার বাড়িতে সে ছিল নিরাপদ। কিন্তু গ্রামে রটে গেল নারী পাগল লম্পট ইসকান্দার সেই রাতেই শ্বশুর-শাশুড়ি- স্ত্রীকে অগ্রাহ্য করে মতিবিবিকে নষ্ট করেছে।

সোনার পালঙ্গে মতি, রাবণ তারে খায়।
শুইন্যা কুদ্দুস নিশিরাতি কইরা হায় হায়
অনন্তে কন্যারে ছাইড়া নিরুদ্দেশে যায়।

জলের মধ্যে ঢেউ তুলে ইট ছুড়তে থাকে মুনতাসির। এই এলোমেলো জীবন চক্রের ভোঁ ভোঁ তাকে এমন উন্মাদ প্রায় করে তুলতে থাকে যে শশীকলার কথা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যখন অদ্ভুত এক ঢেউ লেগেছে বাতাসে যেনবা দ্রাক্ষারস নদীর আচ্ছন্ন টানে সে ধীরে ধীরে জলের মধ্যে নামতে থাকে। প্রকৃতির অদ্ভুত রঙের সঙ্গে গুলিয়ে যায় মাতোয়ারা বুনো গন্ধ... ফিনকি দিয়ে ওঠে পুষ্পিতার দেহের রক্ত, সাঁতার না জানা মুনতাসির গহিনজলে ডুব দেয় যখন সবাই ব্যস্ত পালার গান বাজনে।

১৩

চোখ খুলে আবিষ্কার করে জলের ধারে তাকে অনেকেই ঘিরে আছে। আহহা এরা তাকে কেন বাঁচাতে গেল ? প্রশ্ন করতে যাবে, তখন শশীকলার প্রশ্নে বেকুব বনে যায়, এইখানে ঘুমাইতেছেন ক্যান ? এইটা কুন ঘুমানির জায়গা ?

বুক কেঁপে ওঠে মুনতাসিরের, এত স্পষ্ট স্বপ্ন কী করে মানুষের হয় ? সে স্পষ্ট জলে ডুবতে থাকা অবস্থায় নিঃশ্বাসে জল ঢুকতে থাকায় মৃত্যুর কষ্ট অনুভব করেছে। তার দেহে আচমকা বিদ্যুৎ খেলে যায়, পুষ্পিতার ব্যাপারটাও কি তবে স্বপ্ন ছিল ? সে আদৌ মরে নি ? মুনতাসির তাকে হত্যা করে নি ? সে মুনতাসিরের আসার অপেক্ষায় আছে ? উত্তেজনায় আবেগে রুদ্ধশ্বাস কম্পনে জ্বরের মধ্যে পড়ে মুনতাসির রীতিমতো শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে।

রাত যায় সন্ধ্যা যায়, পালার রিহার্সেলের ফাঁকে ফাঁকে কেউ স্বর্ণবালার সেবা করে, কেউ মুনতাসিরের। কিন্তু এইবার মুনতাসিরের আগুন কম্পন শশীকলার দেহে। সে স্বর্ণবালার কাছে পড়ে থাকে, বাবায় কয় নাই, এমুন আর কী সত্য জানো মাসি ?

কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে স্বর্ণবালা, তুমি পূজা অর্চনা করো ?

না। মায় এইসব কুনদিন করতে দেয় নাই।

তুমি ভগবান না আল্লাহরে বিশ্বাস করো ?

কেউরে না। আমার কুন সৃষ্টিকর্তা নাই, বৃক্ষের মতো মাটি থাইক্যা জন্ম লইয়া মায়ের গর্ভে আইছিলাম। মাটির মধ্যেই মিশ্যা যামু। নীরদের কথা জানতাম বাবার কাছে, নূহেরকে লইয়া তার বাবা নিরুদ্দেশ হইছিল শুনছি, কিন্তু নূহেরকে অনন্তে উড়ায়া কুদ্দুস ? কোথায় গেল ? পালার এই কথা সত্য লেখক কইল, নূহের কই মাসি, তুমি জানো ?

১৪

এরপর শশীকলার জীবনের উত্তর দক্ষিণ আসমান জমিন এক চক্র হয়ে কখনো তাকে আছড়ায় কখনো ভোঁ করে আসমানে তুলে পাহাড়ে ধাক্কা খাওয়ায়। অগ্নির লেলিহান শিখায় বিদগ্ধ আত্মায় দেখে প্রবল অনুরাগে মুনতাসিরের দিকে দেহমন আকৃষ্ট হতে থাকা অবয়ব।

উন্মাদ প্রায় শশীকলা আজীবন অবিশ্বাসে ঢাকা সৃষ্টিকর্তাকে যত খোঁজে তত সে ভয়ে কলুষিত আঁধারের চক্করে পড়ে খেই হারাতে থাকে। হা! নিয়তি! একী অদ্ভুত ধ্বংসের পাপময় পঙ্কিলে তার প্রেমের প্রতি পবিত্র আত্মা বিষাক্ত কীটের নরকের মধ্যে ঢুকে তার নাসারন্ধ্র বন্ধ করে দিচ্ছে।

প্রেমকাতর কুদ্দুস কী করে যুদ্ধ করতে করতে এদ্দুর এসে তার স্ত্রীর অপবিত্র হয়ে যাওয়ার খবর পেয়ে তার পাশে না দাঁড়িয়ে তাকে অনন্তের আঁধারের দিকে ঠেলে দিয়ে কন্যা নূহেরকে রঘুনাথের কোলে ফেলে দিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল ? সে কি আর পারছিল না নিজের সঙ্গে ?

আপনি ক্যান আপনের কাছে আমারে রাখলেন না ?

শশীকলার এই আকুল কণ্ঠ শুনে মুমূর্ষু স্বর্ণবালা কাঁপে, তোর বাপ চায় নাই তুই যাত্রাপালায় পইড়া ধনী পুরুষদের চক্ষে পইড়া তাগোর শয্যাসঙ্গী হোস। রঘুর কাছে তুমারে দেওনের পরে, তুমি তখন খুব ছোট, তুমারে আরবি-ফারসি শিখাইতে চাইত, কিন্তু একদিকে এইসব ব্যাপারে তুমার অমনোযোগ আরেকদিকে স্ত্রীর লাঞ্ছনার ভয়ে পারত না। তুমি সেই বয়সেই গান গাও, যত বড় হও পুঁথি, গীত কাহিনির দিকে তুমার আকর্ষণে রঘু যখন আইত ভাইঙা পড়ত, দিদি কী করি বলেন ? আমি তো ধর্ম বুঝি না। শশীকলার বাবা-মা-তো ধর্ম বুঝত, এই মাইয়া এমুন ক্যান ? বাবা-মা'র রক্তে শিল্প, ওই শিল্প আগুনের টগবগে রক্তই ওর শইল্যে ঢুইক্যা কখন যে ধর্মরে ঢাইক্যা দিছে নিজেই বুঝতাছে না। হে ভগবান! এতে কারও যেন দোষ না হয়, কারো পাপ না হয়, বেবাকেই নাচের পুতুল রূপ নিছে। নিয়তির অমোঘ খেলারে মাফ করেন প্রভু... হাঁপাতে হাঁপাতে ক্লান্তির চোখ বুঝে স্বর্ণবালা।

এখন তীব্র আর প্রগাঢ়ভাবে মনে পড়ছে, প্রাণেশ যখন তাকে বিয়ে করে নেয়, তখন কেন তার নাস্তিক বাবা পর্যন্ত মাথা চাপড়ে বারবার বলত প্রভু, আমার অজান্তেই আমার ঘরে এত বড় পাপ কী করে হলো ? শশীকলা ভাবত একটা মাস্তান বিয়ে করে নিয়ে মেয়েকে কষ্টে রেখেছে এ জন্য হয়তো বাবা এসব বলত, কিন্তু পাপ পাপ বলে যে অঝোরে কাঁদত বাবা, শশীকলা চলে এলে যেভাবে যেনবা হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল, এখন তার অর্থ হাড়ে হাড়ে বোঝে শশীকলা।

মুনতাসির কোন আবর্তে কোথায় পাক খাচ্ছে খোঁজ নেওয়ার হুঁশ পর্যন্ত হয় না শশীকলার।

একরাতে প্রবল বৃষ্টি। মেঘ বর্ষার গর্জনে যাত্রার জন্য সাজিয়ে রাখা মঞ্চ ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে থাকে। বজ্রবিদ্যুতের চিৎকারের মধ্যে শশীকলার আত্মার কোঁপানো ক্রন্দন লীন হয়ে যায়। এক মৃত্যুঘোর আচ্ছন্নতার মাধ্যমে বৃষ্টির ঝাপটে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে এগোয়... মন্দিরে বসেছিল চন্দ্রাবতী...জয়ানন্দের ডাকেও দুয়ার খোলে নি। মুনতাসিরের

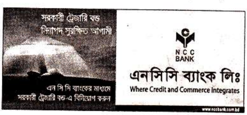
সরকারী ট্রেজারি বন্ড
নিরাপদ সুরক্ষিত আগামী
এন সি সি ব্যাংকের মাধ্যমে
সরকারী ট্রেজারি বন্ড-এ বিনিয়োগ করুন
N C C
BANK
এনসিসি ব্যাংক লিঃ
Where Credit and Commerce Integrates
www.nccbank.com.bd

মুখ যতবার ভাবে সেখানে না দেখা জয়ানন্দের মুখকে হাতড়ে না পেলেও কিছুতেই নীরদকে পায় না। এক অদ্ভুত ভয় কম্পনে এসে কণ্টকে হোঁচটে রক্তাক্ত পা নিয়ে একটি মসজিদের সামনে এসে থামে।

চারপাশে ঘুটঘুটে আঁধার।

পা থুবড়ে বসে পড়ে এক অদ্ভুত আতঙ্কে সে উপর দিকে হাত তোলে... বুকে কান্নার নিরন্তর বিলোড়ন চলছে মতি বিবি আর কুদ্দুসের কথা মনে করে। এই চরাঞ্চলেই সে অতি শৈশবে হেঁটেছে বাবা-মা'র সঙ্গে আব্বা...আম্মা গো...তার কণ্ঠধ্বনি ভেসে যায় বাতাসের তোড় ঝাপটের সঙ্গে অনন্তে।

আমি ? নূহের না শশীকলা ? নূহের তুমি কই ?

উর্ধ্বমুখী দু'হাত নামে না এই দুইন্যাত বাঁচতে বড় ডর...হে আল্লাহ।

কেন ডাকছে কী চাইবে তার কাছে...কিছুই মাথায় কাজ করে না... স্বর্ণবালা বলে দিয়েছিল সেজদায় পড়ে তোমার আল্লাহর কাছে মাফ চাও...শান্তি পাবে। অবচেতনেই ভেতরে দুর্মর ভয় কাজ করছে খুড়কুটো হারানো পর্যন্ত শশীকলার।

পেছনে জয়ানন্দ নয়, এক অশরীরী ডাক যেন ক্রমাগত বজ্রকাতর রাতে কড়া নেড়ে যেতে থাকে।

সকালে স্রোত উচ্ছ্বসিত নদীর ওপর শশীকলার দেহ ভাসতে থাকে।

১৫

যেনবা আসমান জমিন পবনকেও ছাড়িয়ে উত্তুঙ্গ শূন্যতায় কীভাবে মুনতাসির রাজধানীর ইসকান্দার আলীর বাড়িতে পা রাখে নিজেই জানে না।

গেটে পরিচয় পেয়ে রঘু কাকার বন্ধু হাসানুল্লাহ বলে, আপনি আইছেন ? প্রথমে নতুন দারোয়ান ঢুকতে দিচ্ছিল না, হাসানুল্লা এগিয়ে এসে ফের নিজ পরিচয় দিলে সে হাত ধরে ঘরের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকে মুনতাসিরকে। শশীকলাকে কেন্দ্র করে বিস্ময় বিষাদের পীড়ন, পুষ্পিতা তাকে অভ্যর্থনা জানাতে পারে এই উত্তেজনায় সমস্ত অস্তিত্ব কম্পনে জ্বরতপ্ত বোধে স্থবির হয়ে আসতে চায়।

সবাই যখন শশীকলার লাশকে ঘিরে মাতমরত, আর একবারও এখানে না... ভেবে ছটফট করে ব্যাগ গোছাতে গিয়ে ঝাড়তে শুরু করেছিল সে। আচমকা চোখে পড়ে দুটি টিকিট। মনোযোগ দিয়ে দেখে, ঢাকা টু নেপাল যাওয়ার টিকিট দুটি।

চরণের নিচের ভূমণ্ডল কেঁপে ওঠে, ঝাপসা হতে হতে স্পষ্ট হয়, ভোরে সে আর পুষ্পিতা ইমতিয়াজকে এগিয়ে দিতে গেট অব্দি গেলে হানিমুনের জন্যই এ দুটি টিকিট উপহার দিয়েছিল ইমতিয়াজ, দারুণ সুন্দর জায়গা, দুদিন পরই ফ্লাইট।

এই ব্যাগটি হানিমুনের উদ্দেশ্যেই দিনভর গুছিয়ে ছিল পুষ্পিতা।

তোমার ব্যাগ ?

রাতে গোছাব।

সেই রাতের পরের ভোরে কী করে সে ইমতিয়াজের বাহুতে পুষ্পিতাকে দেখে ? কী... ভাবে ? তার মানে...বুকে দেহে সর্ব অস্তিত্বে বাঁচার রস স্পন্দিত হয়, স্বপ্নে যদি ওটা দেখতে পারি, হত্যাকাণ্ডও স্বপ্নে ঘটেছে।

বেঁচে থাকতেই হবে পুষ্পিতাকে...নইলে মুনতাসির নিজের এই ভয়ানক সত্তা নিয়ে কী করে বাঁচবে পৃথিবীতে ? কিন্তু পুরো পথে হত্যাকাণ্ডের সময়কার অনুভূতির তাজা ঘা তাকে বিভ্রান্ত করতে করতে এ বাড়ির দরজায় এনে ফেলে।

অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে কড়া নাড়ে মুনতাসির, কণ্ঠে কম্পনের সঙ্গে অদ্ভুত শিহরণ...পুষ্পিতা, পুষ্পিতা...। হাসানুল্লাহকে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে দরজা খুলতে দেখে অবাক হয় মুনতাসির, ক্যান যে কেউ একবারও আপনেরে মানসিক ডাক্তারের কাছে নিয়া গেল না। এরপর ফিসফিস করে, আপনের স্ত্রীর খুনের দায় মন্ত্রী সাহেব আগের দারোয়ানের ঘাড়ে চাপাইছে। আপনি চুপচাপ ঘুমাইতে যান।

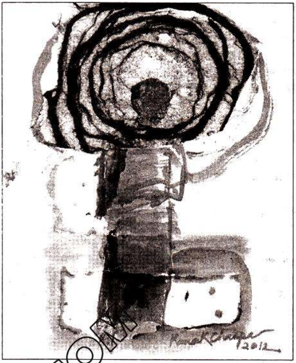

ধপাস, বসে পড়ে মুনতাসির।

সিঁড়ির গোড়ায় বসে সে হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করে। কিছু না বুঝে হাসানুল্লাহ পিঠে চাপড় দেয় মুনতাসিরকে, কানতাছেন ক্যান ? কী হইছে ?

পুষ্পিতা...আমি তোমাকে... দেহ বেঁকেচুরে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসতে থাকলে হাসানুল্লার কাঁধে ভর দিয়ে ঘরের দিকে যেতে থাকে মুনতাসির।

এক সপ্তাহ পরে সাইব আইজই ঘরে আইছেন। খুব বকছেন ক্যান বেবাক চাকর ছুটিতে গেছে... কেমন যেন আবোল-তাবোল বকতে থাকে হাসানুল্লাহ, আমি দারোয়ানরেও ঘুমের ওষুধ দিতাছি... বেগানা এক নারীরে লইয়া ভরপেট মদ খাইছে, ড্রাইভার হয়া আমিই সার্ভ করছি।

বিষ মিশাই নাই ক্যান তাতে ?

মুনতাসিরের এই কথায় প্রবল বিস্ময়েও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে হাসানুল্লার চোখ... এইসব কী কইতাছেন ?

যা করা উচিত ছিল তাই বলছি।

মধ্যরাতের নির্জনতা ফিসফিস আঁধারের গান কইতে কইতে কোন কোন বিল্ডিংয়ের সঙ্গে যে ধাক্কা খায়। উনারা যেভাবে দুইজন গেলাস বদলাবদলি ঠুকাঠুকি কইরা খান, ওই নারী রঘুর কী ক্ষতি করছে ? এরপর ঢোক গিলে হিমহিমে কণ্ঠে বলে, এইটা তো আপনের কাম আছিল, মারনের কতা কারে, মারলেন কারে।

হাসানুল্লাহ চলে গেলে একদিকে তার কথাগুলো পাক খেয়ে খেয়ে একদিকে পুষ্পিতার স্মৃতি ঘুরে ঘুরে কখনো তাকে আবিষ্টতায় জড়ায়, কখনো হিংস্র উল্লম্ফনে

নিশ্চিত নিরাপদ আগামী
NCC BANK
এনসিসি ব্যাংক লিঃ
Where Credit and Commerce Integrates
www.nccbank.com.bd

উন্মাদপ্রায় করে তুলতে থাকে। মরতে থাকা পুষ্পিতার মুখ, তার কথা...।

মেঝেতে ধপাস বসে ফের কাঁদে। শশীকলাকেও মনে পড়ে, কী করে এটা সম্ভব ? তার স্পষ্ট মনে আছে, ডোবার জন্য ধীরে সেই পা বাড়িয়েছিল জলের দিকে সেই ডুবেছিল ক্রমশ গহিন জলে... নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসার সময় কী বিষাক্ত কষ্ট... এরপর শুকনো কাপড়ে সে স্থলে, আর জলে ভেসে উঠল শশীকলার লাশ ?

আম্মাগো, এই কোন দুনিয়ায় কী অবস্থায় ফেলে গেলে আমাকে ?

কান্দে না নীরদ, এই তো আমি আছি...।

বাবা বাবা গো তুমি কই নিরুদ্দেশ ?

কতদূর আর যাইমু নীরদ বাজান, তুমারেই ঘিইরা আছি, ভাইঙা পইড়ো না, ঘুইরা খাড়াও বাপ...।

কথাগুলোর গুঞ্জরণ চড়ই পাখির মতো কিচকিচ করলে চোখে ভাসে হাসানুরের ক্রুদ্ধ মুখ... বেবাকেই ছুটিতে গেছে...দারোয়ানরে ঘুম পাড়াইমু... কারে মারনের কতা,, কারে!

রাত প্রগাঢ় হলে পুষ্পিতাকে নিয়ে বিধ্বস্ত বিলোড়িত মুনতাসির দাঁড়ায়। তার ভেতরে ক্রমশ বিষাক্ত ক্লেদাক্ত ঘৃণার অশরীরী শক্তি তৈরি হতে থাকে। ধীর পায়ে সে বাবার কক্ষের দিকে এগিয়ে যায়। বেরিয়ে আসে মুনতাসিরের বাকল ভেঙে এক অদ্ভুত শিশু।

১৬

যেনবা হুবহু সেই চার বছর বয়সি শিশু নীরদ কক্ষের কোনায় দাঁড়ানো। বাইরে হাসানুল্লা পায়চারি করছে।

ঘুমিয়ে থাকা কোনো প্রাণীকে মারা অন্যায়, শিশু নীরদ সেটা জানে। ইসকান্দারের বাহুলগ্ন হয়ে ঘুমাচ্ছে কোনো নারী।

নীরদ নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে।

তার স্মৃতিতে ঘাই খাচ্ছে অদেখা রঘু কাকার স্ত্রীর মৃত্যু... থেকে শুরু করে ইসকান্দারের যাবতীয় কুকর্ম... একসময় নড়ে ওঠে নারী।

কী হয়েছে ? ঘুম ভাঙা কণ্ঠ ইসকান্দারের।

বাথরুমে যাব।

উঠে বসে ইসকান্দার, ওই যে বাথরুমে লাইট জ্বলছে, যাও বলে পাশে রাখা জলের গেলাস হাতে নেয়।

ঘাই দিয়ে উঠে নেকড়ের পাল্লায় পড়লে যে দশা হয়, হরিণের সেই দশায় পড়ে চিৎকাররত বিক্ষত মা'র অবয়ব...।

ট্রিগারে চাপ দেয়।

গুলির প্রতিটি শব্দের সঙ্গে সঙ্গে সে বিস্ফারিত হয়ে উঠতে থাকা ইসকান্দারের চোখ দেখে... মৃত্যু আলোয় যেন স্পষ্ট দেখতে পায় সে... মুনতাসির...তুই ?

সুবর্ণ লঙ্কা খাইলো খাইলো নারীর ধন
খাইলো রাবণ হীরক মতি রক্ত দুইন্যার মন...।

মতি-কুদ্দুসের রচিত পালার রিহার্সেলের গান কানে বাজে। বাথরুম থেকে চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে আসা নারী ইসকান্দারের নিথর দেহ ঝাপসা আলোয় পড়ে থাকতে দেখে ভয়ে হাঁ।

নিজ হাতে চিমটি দিয়ে গভীর এক স্বস্তির মধ্য দিয়ে বুকে প্রবল সাহস নিয়ে বেরিয়ে আসে সে।

ফের ছিটকে ওঠে পুষ্পিতার দেহের রক্ত... ফের সিলিংয়ে ঝুলন্ত মা'র অবয়ব আঁধারে তলাতে থাকলে হাসানুল্লাহ তাকে টেনে তোলে, আমি সব সামাল দিমু.:. আপনি যান... চইল্যা যান...।

মহিলা উদ্যোক্তা ঋণ
এনসিসি ব্যাংক লিঃ
NCC BANK
Where Credit and Commerce Integrates
www.nccbank.com.bd

১৭

সবে উঠতে থাকা রোদ্দুর গ্রাস করতে থাকা কাঁচা ভোরের পিঠ মাড়িয়ে ট্রেনটা ছুটতে থাকে।

মুনতাসিরের ভ্রম হয়, যেন সাঁই সাঁই শব্দে জানালার ওপাশ থেকে সবেগে ছুটে যাচ্ছে বৃক্ষ গ্রাম সব। পুরো পথ এক অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে হেঁটে হেঁটে সে স্টেশনে এসেছিল। এতক্ষণে হুঁশ হয় পুরো ট্রেন খালি। একাকী যাত্রী সে আজ, জানে না কোথায় যাচ্ছে!

এক ছায়াচ্ছন্ন স্টেশনে ট্রেন থামে।

না, চোখে, না মাথায় আজ কোনো বিলোড়ন নেই শব্দ নেই ভাবনা নেই।

অদ্ভুত বেশের এক জটাধারী বৃদ্ধ ট্রেনে ওঠে।

তার কাঁধে মস্ত ঝোলা, ধীরে ধীরে সে ঝোলাটি রেখে হাঁপাতে থাকে, কই যাচ্ছো বাজান ?

চমকে ওঠে মুনতাসির। লোকটির মুখের দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে বলে, জানি না।

আমি আয়ুর্বেদীর চিকিৎসক, মাথা আউলা ঝাউলা ঠিক করনের ওষুধ আমার আছে। মাঝে মাঝে রাজধানীর বড় এলাকায় চিকিৎসার লাগ্যি আমার ডাক আসে।

ক্যান যে কেউ একবারও আপনেরে মাথা ঠিক করনের ডাক্তার দেখাইল না—হাসানুল্লা'র কথাগুলো তার পিঠের শিরা ধনুকের মতো টান করায়।

দূর পাহাড়ের নিচে আমার বছর বছর বাস...স্ত্রী পুত্র সব হারাইছি অজানা বাতাসে, বেবাকে আমারে কুদ্দুস কবিরাজ বলে...।

আব্বা ? তুমি ?

মুনতাসির নয় যেন নীরদ তার হাঁটুর নিচে বসে পড়ে, তুমি কই নিরুদ্দেশ হইছিলা, ক্যান হইছিলা ?

আমি নীরদ আব্বা...।

লোকটি প্রথম কিছুটা স্তম্ভিত হয়ে ফের নিজেকে সামলে হাত বুলায় মুনতাসিরের মাথায়, শান্ত হও বাবা, আমরা কি কেউ নিরুদ্দেশ হইতে পারি ? যদ্দিন বাঁচুম যেখানে গিয়া ঠেকবো অস্তিত্ব, সেখানেই ফের হদিস। শান্ত হও বাজান।

আমি আর পারতাছি না, আমি ভাইঙা চুইরা খাক হয়া গেছি... ফুঁপিয়ে কাঁদে মুনতাসির... নিজের কঙ্কালটারে লইয়া ছুটতাছিলাম, কী ভাগ্য আমার, তুমার দেখা পাইলাম। আমারে আর ছাইড়া যাইয়ো না আব্বা।

লোকটিকে রীতিমতো আঁকড়ে ধরে মুনতাসির।

না... আর যাইমু না... নীরদ আমার, বাজান আমার।

নিজেকে চিমটি দেওয়ার স্পৃহা বাতাসে উবে যায়। ট্রেনের নির্জন বগিতে দুটি মায়াবী আত্মা একে অন্যকে ছুঁয়ে থাকে।

ততক্ষণে সূর্যের আলোতে চারপাশ উজ্জীবিত হতে শুরু করেছে। ■